প্রাসাদে রক্তপাত

শ্রীজলধর চট্টোপাধ্যায়

চলন্তিকা নাটক-নভেল এজেন্সি
১৪৩, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা ৬।

দ্বিতীয় সংস্করণ
মাঘ—১৩৫৭

গ্রন্থকারের পক্ষে শ্রীঅসীম কুমার চট্টোপাধ্যায় ১৪৩, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট,
কলিকাতা হইতে প্রকাশিত। বেণী প্রেস ২০৯, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট্,
কলিকাতা হইতে শ্রীদুর্গাপদ ঘোষ
কর্তৃক মুদ্রিত।

যুগাবতার

মহাত্মা গান্ধীর

করকমলে

"থামাও রক্তপাত" সম্বন্ধে—

আমার বক্তব্য

ভারতের লজ্জাকর সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামা ও নারীনির্য্যাতনের কুকীর্ত্তি, আজ ভারতবাসীর আত্মসম্মানে ও নৈতিক মর্য্যাদা-বোধে যে আঘাত হেনেছে, তার ক্ষয় ও ক্ষতি অনপনেয়। স্বাধীনতা-লাভের পরেও, ভারতবাসী হ'য়ে পড়েছে—জাতিহিসাবে সভ্য-সমাজের কাছে অপাংক্তেয় অতি কদর্য্য সাম্প্রদায়িক কুষ্ঠব্যাধি-গ্রস্ত।

কেউ হয়তো বল্‌বেন—রক্তপাত তো থেমে গেছে। এখন আর 'থামাও রক্তপাতের' প্রয়োজন কি? কিন্তু, অবস্থা কি সত্যিই তাই?

স্বাধীনতার সুখ-স্বপ্নকে ধীরে ধীরে ঢেকে ফেল্‌ছে, একটা কালো যবনিকা—যার আড়ালে উঁকি দিলেই দেখতে পাওয়া যায় পারস্পরিক সন্দেহ ও অবিশ্বাসের বিষ-বাষ্প-তৈরির বিরাট কারখানার কাজ নিয়মিত ভাবেই চলছে। বোধ হয় দিকে দিকে আরও ব্যাপক ও বীভৎস রক্ত-মোক্ষণের সুপরিকল্পিত রাষ্ট্রীয় রঙ্গমঞ্চ তৈরী হচ্ছে যার রিহার্সেল চল্‌ছে কাশ্মীরে!

নোয়াখালীতে বসে এই সর্ব্বনাশা-হানাহানির কারণতত্ত্ব সম্বন্ধে অনুসন্ধানে [illegible], বৈদেশিক-বিদুষী মিস ম্যুরিয়েল লেস্টার বলেছেন --

(Hindusthan Standard 9. 11. 46)

(1) Some say it is naked fanaticism, instigated by the rumour that the end of the world is at hand, and only Muslims can be saved; that a secure seat in Heaven is reserved for any--who kill or convert.

(2) Equally fantastic seems the document—secretly handed round, of a carefully paragraphed programme of action, signed by the Muslim League, a probable forgery. What has happend is so definitely in line with these directions that many believe it to be authentic.

(3) Some see the hand of recently demobilised soldiers in all this. After all, the war taught milions of peope in various parts of the world to steal. One can not unlearn the lessons easily, especially when they are so carefully taught.

(4) Then the economic motive is alaways present Quite well-behaved people are tempted to take what can be had for nothing.

(5) There remains the ordinary human weakness, the pleasure in taking revenge on one's personal or political enemies,

তারপর তিনি শান্তি-প্রতিষ্ঠার আগ্রহ নিয়ে মন্তব্য করেছেন—

No Spontaneous Rising !

'Perhaps the only thing that can be quite positively asserted about this orgy of arson and violence is that it is not a spontenenous uprising of the villagers. However many goondas may live in Bengal, they are incapable of organising this campaign on their own initiative. Houses have been sprayed with petrol and burnt. Who supplied the rationed fuel ? Who imported stirrup-pumps into this rural area ? Who supplied the weapons ?

"Some whom I meet here say that only martial law can bring the criminals to justice. But martial law cannot go on forever. When it comes off, what then ?

"Some even of those who have suffered much are saying. "We Hindus and Muslims have got to live on the same earth with each other. We must get back to normal relationships as soon as possible".

"But perhaps re-establishment of co-operation is impossible until a basic confidence has been restored between man and man. People's sense of justice has been jolted. The moral law must be vindicated.

"The goondas seem to think that they really are the rulers of this beautiful area of Bengal. One sees no sign of fear among those who had stood by and watched destruction, tyranny and agression, or anxiety as to future punishment does not seem to exist.

"On our way here (Calcutta) we sat in a third class compartment with a score of Muslim farmers kindly folk, fathers of families. They answered our questions about the troubles and deplored the incidents they had witnessed. They were obviously sincere. "We would have liked to intervene and protect the Hindus" declared one of them. "Our women were distressed that they could not make them take their food. But there was not anything we could do against those who attacked. They had backing from somewhere which was beyond our strength to resist.

এই সাম্প্রদায়িক দুর্দ্দৈবের কারণ ও প্রতীকার সম্বন্ধে—"থামাও রক্তপাতে" আমি যে কথা বলতে চেষ্টা করেছি তা' মিস্ ম্যুরিয়েলের দৃষ্টিভঙ্গি ও গবেষণার ঠিক অনুযায়ী নয়। আমার মতে—ভারতীয় সমাজ-দেহে এ বিষ-ক্রিয়ার লক্ষণাদি প্রকাশ পেয়েছে বহুদিনপূর্ব্বে বৈদেশিক শিক্ষা ও সভ্যতার বদ্ হজমের ফলে। তারপর, রাজনৈতিক প্রয়োজনে যখন ভারতকে দ্বিখণ্ড করা হয়েছে মুশলমান ও অমুশলমান হিসাবে তখনই বপন করা হয়েছে এই সর্ব্বনাশের বীজ !

কোনো বীজ যখন ফলে-ফুলে সুশোভিত প্রকাণ্ড মহীরুহে পরিণত হয়—তখন তার ডালে ডালে উৎপত্তির কারণ খুঁজে-বেড়ানোর কোনো মানে হয় না। অনিষ্টের বীজকে চিন্‌তে পারলে,ক্ষেত্রজ্ঞের কর্ত্তব্য তাকে আর মাটিতে পড়তে না-দেওয়া বা তার বংশ-বিস্তারের সহায়তা না-করা।

জাতীয়তার পরিপন্থী কম্যুনাল-এওয়ার্ডের বিষক্রিয়া নষ্ট করতে না পারলে—'ধামা-চাপা-দেওয়া' পলিসিতে ভারতের এ দুর্দ্দৈব কখনই দূর হবে না। স্বাধীনতা-লাভ করলেও ভারতের ভবিষ্যৎ আজ গভীর অন্ধকারাচ্ছন্ন।

সকল ধর্ম্মমতের সহনশীলতার ভিত্তিতে এক অখণ্ড ও অবিভাজ্য জাতি-গঠনের দায়িত্ব আজ নিতে হবে—লোক-শিক্ষক হিসাবে কবি, সাহিত্যিক ও মতবাদী-বক্তাদিগকে। চিরদিন তাঁরাই সমাজকে ভাঙেন ও গড়েন। স্বাধীন ভারতের নেতৃত্ব আজ যিনিই করুন, স্বাধীনতা

অর্জ্জনের কৃতিত্ব আজ যাঁরই পাওনা হোক--সে পথে ভারতকে এগিয়ে দিয়েছেন—মনিষী বিবেকানন্দ ও রবীন্দ্রনাথ--এ সত্য কেউ অস্বীকার করতে পারবেন না। অসাধারণ প্রতিভা ও প্রজ্ঞাবলে এই দুই মনীষী যে ক্ষেত্র সৃষ্টি করেছিলেন--তার উপরেই সম্ভব হয়েছিল মহাত্মা গান্ধীর ইমারৎ-গঠন। কিন্তু যে অদৃশ্য চোরাবালি আজ সেই ইমারৎকে গ্রাস করিতে উদ্যত হয়েছে—তাকে তো অস্বীকার করা চলে না?

জনমত-গঠনের পক্ষে রঙ্গমঞ্চের শ্রেষ্ঠত্ব সব দেশে ও সব কালে মানিত। নাট্যরস-পরিবেশনের ভিতর দিয়ে এই চোরাবালিতেই জাতিগঠনের কংক্রিট-ভিত্তি রচনার ভার, নাট-মণ্ডপ আজ যতখানি নিতে পারে, তত আর কেউ পারে না। এই ধারণা নিয়েই আমি "থামাও রক্তপাত" লিখেছি—কতখানি কৃতকার্য্য হয়েছি জানি না। হয়তো -আমার অক্ষম নাট্য-প্রচেষ্টা এ ক্ষেত্রে পর্য্যাপ্ত নয়। তবু, সকল সুসাহিত্যিকগণকে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ জানাবার অধিকার আমার নিশ্চয়ই আছে। তাঁরা সকলেই এই সর্ব্বনাশা-দুর্দ্দৈবের বিরুদ্ধে লেখনী-ধারণ করুণ, ভারতের শান্তির তাজমহল গড়ে তুলুন -ইহাই আমার কামনা।

"থামাও রক্তপাত" মঞ্চস্থ ক'রে মিনার্ভা-কর্তৃপক্ষ আমার কৃতজ্ঞতা ভাজন হয়েছেন। যে সব চরিত্রাভিনেতা নাটকখানিকে রূপদান করেছেন, তাদের সবাইকে আমি আন্তরিক শুভাশীষ জানাচ্ছি। বিশেষ ভাবে শিবকালি চট্টোপাধ্যায়, শ্যাম লাহা, বঙ্কিম দত্ত, মণি মজুমদার, সূর্য্য সেন প্রভৃতি রূপদক্ষদের অভিনয় দেখে আমি মুগ্ধ হয়েছি। শ্রীমতী সুহাসিনী, অঞ্জলি রায় ও মুকুলজ্যোতির অনবদ্য সু-অভিনয় আমাকে প্রচুর আনন্দ দিয়েছে। ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি—এই সব অভিনেতারা যেন আরও বেশী কৃতিত্বের পরিচয় দিয়ে, নাট্যামোদী দর্শকদের মনোরঞ্জনে সমর্থ হন।

চরিত্র

নীলকণ্ঠ—জমিদার, সনাতনী।

বাণীকণ্ঠ—জমিদারের বড়ছেলে, মাথাখারাপ দার্শনিক।

হেমকণ্ঠ— „ ছোটছেলে, উগ্রস্বভাব বিপ্লবী।

আতাখাঁ—মাতব্বর প্রজা।

মনসুর—আতাখাঁর ছেলে।

কেরামৎ আলী—গুণ্ডার সর্দ্দার।

রতন—জমিদারের চাকর।

ডাঃ মিত্তির—
মিঃ ঘোষ— } হেমকণ্ঠের বন্ধু।

দারোগা, এক নম্বর ও দুই নম্বর গুণ্ডা, গুণ্ডার দল, চৌকিদার, এ্যাঃ ষ্টেশন-মাষ্টার, দারোয়ানগণ, ভোজপুরী, পাহারাদার, বামুনঠাকুর।

বীণা—হেমকণ্ঠের স্ত্রী।

বড়বৌ—বাণীকণ্ঠের স্ত্রী।

মৈথিলী—নীলকণ্ঠের বিধবা কন্যা

খাদ্য ও রক্তপাত

প্রস্তাবনা

— ঃ*ঃ —

অন্ধকারে মেঘাডম্বর ও বিদ্যুৎ-চমক !
নটরাজের তাণ্ডব-নৃত্য ।

নেচেছ, নেচেছ প্রলয়-নাচে হে নটরাজ !
নটরাজ—তাথৈ তাথৈ···· ···
বাজে গাল ববম্ ববম্—
হাতে কাল-ডমরু ওই····

অতীতের হাড়-মালা, বিরাটের বুকে দোলে
নাচনের তালে জটার সে-জটিল বাঁধ খোলে, .
আজি এই মুক্তিহারার মরণ-ভীতি ভেঙেছ কৈ ?
নয়নের বহ্নি তোমার অসহ সৃষ্টিনাশী !
ললাটে আশার আলো সে শিশু-শশীর হাসি—
প্রলয়-লীলার মাঝখানে সে ডাকে মাভৈঃ !

(অসবর্ণা)

প্রথম অঙ্ক

(১ম দৃশ্য)

স্থান --জমিদার নীলকণ্ঠ চক্রবর্ত্তীর বৈঠকখানা।

কাল —পূর্ব্বাহ্ন

দৃশ্য-- পল্লী-অঞ্চলের সেকেলে জমিদার-বাড়ি। পুরাতন ও মজবুত আস্‌বাব-পত্তর। সব দেওয়ালে দেব-দেবীর মূর্ত্তি। মাত্র এক দেওয়ালে নীলকণ্ঠবাবুর মা-বাপের সুবৃহৎ তৈলচিত্র।

নীলকণ্ঠবাবুর বয়স ষাটের কোঠায়। পরিধানে পট্টবস্ত্র, গলায় ধব্‌ধবে সাদা পৈতা ও রুদ্রাক্ষের মালা। প্রত্যুষে স্নানাহ্নিক সেরে, বৈঠকখানার ফরাসে একটি মোটা তাকিয়া ঠেস্‌ দিয়ে বসে ছিলেন। গড়গড়ার নলটা পেটের উপর পড়ে আছে একটু তন্দ্রামগ্ন হয়ে পড়েছেন তিনি।

নীলকণ্ঠবাবুর মুদ্রিত চোখের উপর ভাস্‌ছিল নটরাজের তাণ্ডবনৃত্য —কানে পৌঁছাচ্ছিল নৃত্যের ঝঙ্কার ও সঙ্গীতের সুর····

নেচেছ, নেচেছ—প্রলয়-নাচে হে নটরাজ !

নটরাজ তাথৈ ,তাথৈ······ইত্যাদি।

হঠাৎ নীলকণ্ঠের তন্দ্রা টুটে গেল। স্বপ্নোত্থিতের মত উঠে বসে চারিদিকে চেয়ে চোখ রগ্‌ড়াতে রগ্‌ড়াতে বল্‌লেন—শিবঃ শিবঃ শিবঃ।

—ওরে রতন ! কল্‌কেটা আর-একবার পাল্‌টে দে বাবা···

(একটা বড় কলিকায় ফুঁ দিতে দিতে রতন প্রবেশ করলো।)

(একজন দারোয়ান এসে কয়েকখানা খবরের কাগজ ও চিঠিপত্তর ফরাসের উপর রেখে সেলাম দিয়ে চলে গেল।)

(অন্যদিক হতে ডাঃ মিত্তির ও মিঃ ঘোষ প্রবেশ করলেন। তারা নীলকণ্ঠের পদধূলি গ্রহণ করলেন না। নমস্কার জানালেন।)

নীলকণ্ঠ—(বিস্মিতভাবে) কে তোমরা ?

মিঃ ঘোষ—কলকাতা থেকে আস্‌ছি—আপনার ছেলে হেমকণ্ঠ আমাদের বন্ধু· ·

নীলকণ্ঠ—ব'সো। কি দরকারে আসা হয়েছে এখানে ?

মিঃ ঘোষ—পাড়া-গাঁ দেখিনি কখনো, তাই এলাম হেমকণ্ঠের সঙ্গে···

নীলকণ্ঠ—হেমও এসেছে ? কোথায় সে ?

মিঃ ঘোষ—আমাদের এখানে পৌঁছে দিয়ে, ভিতরে ঢুক্‌লো···

নীলকণ্ঠ—হুঁ—দাঁড়িয়ে রইলে কেন ? বসো—বসো······

(রতন কল্‌কে পাল্‌টে দিয়ে চলে গেল—নীলকণ্ঠ ঘন ঘন তামাক টান্‌তে লাগলেন।)

মিঃ ঘোষ—কলকাতার অবস্থা তো—সবই শুনেছেন ?

নীলকণ্ঠ—হ্যাঁ, শুনেছি বৈকি······

মিঃ ঘোষ—এখানেও তেমন-কোনো আশঙ্কা আছে নাকি ?

নীলকণ্ঠ—তা কি ক'রে বল্‌বো ? যতদূর জানি—আমার প্রজাদের প্রাণে ধর্ম্মভয় আছে, হিতাহিত-বিচারবুদ্ধি আছে, প্রতিবেশীর প্রতি কর্ত্তব্যবোধ আছে। তবে, তারাও তো—আধুনিক শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে না ? আমার জমিদারিতেই পাঁচটা উচ্চইংরাজি-বিদ্যালয় আর একটা কলেজ গড়ে উঠেছে······

ডাঃ মিত্তির—আপনি কি বল্‌তে চান—আধুনিক শিক্ষা খুব খারাপ ? আপনার প্রজারা কত পারসেণ্ট শিক্ষিত হয়েছে বলুন তো ?

নীলকণ্ঠ—যত পারসেণ্ট শিক্ষিত হ'লে একটা সুস্থ-সমাজকে অসুস্থ ক'রে তোলা যায়—তা' হয়েছে বৈকি ! তবে 'ক্যাল্‌ক্যাটা-ম্যাসাকার'

ঘটাবার মত উকিল-ব্যারিষ্টার, এখনো আমাদের পাড়াগাঁয় এসে পৌছান-নি। ওদের ম্যাট্রিক্ আই, এ,—বি, এ, রা একবার চেষ্টা করে দেখ্বে বলেহ মনে হচ্ছে……

মিঃ ঘোষ—আধুনিক শিক্ষার উপর আপনি ভয়ানক চ'টে গেছেন দেখ্ছি…(হাসিলেন)

নীলকণ্ঠ—(উত্তেজিতভাবে) চট্‌বো না ? চোদ্দপুরুষ আমরা এখানকার হিন্দু-জমিদার। হিন্দুর চেয়েও মুসলমান প্রজার সংখ্যা আমাদের পাঁচগুণ বেশী। কই, কখনো তো শুনিনি—তোমাদের উচ্চশিক্ষিত কলকাতার মত কোনো—দুর্ঘটনা ঘটেছে এখানে ? আজ আশঙ্কা করছি কেন ? আধুনিক শিক্ষার ফলে তোমরাও আর হিন্দু নেই, ওরাও আর মোছলমান নেই। ধর্ম্ম শিঁকেয় উঠেছেন……

(জনৈক পৈতাধারী স্বাস্থ্যবান বামুন-ঠাকুর একটা রূপার ট্রের উপর একটা রূপার বাটিভরা দুধ ও একটা রূপার রেকাবীর উপর সন্দেশ সাজিয়ে নিয়ে এলো।)

তোমরা তো কলকাতার ছেলে। আমার এখানে কিন্তু চা-সিগারেটের ব্যবস্থা নেই। একবাটি দুধ ও গোটাকত সন্দেশ এনে দিতে পারে —আন্‌বে ? কাঁচা দুধ কিন্তু……

ডাঃ মিত্তির—মাই গড্—কাঁচা দুধ ! বলেন কি ? কাঁচা-দুধ আপনি খাবেন ?

নীলকণ্ঠ—আমি একলা কেন খাবো ? তোমাদের জন্যেও তো আন্‌তে বল্‌ছি—তোমরাও খাও…

ডাঃ মিত্তির—আমাদেরও বল্‌ছেন—কাঁচা দুধ খেতে ? কী সর্ব্বনাশ !

নীলকণ্ঠ—(হাসিয়া) তুমি বুঝি ডাক্তার ?

ডাঃ মিত্তির—আজ্ঞে হ্যাঁ, এম্, এস্‌সি, এমবি—ডি, টি, এম—ডি, পি-এইচ···কর্ণেল !

নীলকণ্ঠ—ও বাবা ! আর উনি ?

ডাঃ মিত্তির—এম, এ, বার-এট্-ল···

নীলকণ্ঠ—দুধ না হয় নাই আন্‌বে। সন্দেশ খাবে ত ?

ডাঃ মিত্তির—তা' খেতে পারি···

নীলকণ্ঠ—হ্যাঁ খাও—একেবারে খদ্দর-সন্দেশ, যাকে বলে হোম্-স্পান্···

(নিজে দুধের বাটি চুমুক দিয়ে, সন্দেশ খেতে লাগলেন)

ডাঃ মিত্তির—গরুর শরীরে এমন অনেক ডিজিজ্ থাকৃতে পারে···

নীলকণ্ঠ—থামো হে ডাক্তার ! থামো। আমার পাঁচটি গোমাতা আছেন। তাদের নধরকান্তি দেখ্‌লে তোমাদের চোখ জুড়িয়ে যাবে। নিজের হাতে সেবা করি। আমার সেই গোমাতাদের দুধ যদি জ্বালিয়ে খেতে বলো, তা'হলে তোমাদের ওই সব কোলকুঁজো আধুনিকা মা-জননীদের দুধও—জ্বালিয়ে খাবার ব্যবস্থা দিও··

মিঃ ঘোষ—একটা কথা আপনাকে জিজ্ঞেস কর্‌বো ?

নীলকণ্ঠ—অনুমতি চাও ? এমন কি কথা ?

মিঃ ঘোষ—হেমকণ্ঠ আমাদের অতি অন্তরঙ্গ বন্ধু। সেই বন্ধুত্বের দাবী নিয়েই কথাটা জিজ্ঞেস করতে সাহস করছি···

নীলকণ্ঠ—অতো ভনিতায় প্রয়োজন কি ? তোমার জিজ্ঞাস্য কি —তাই বলো···

মিঃ ঘোষ—আপনার পুত্রবধূ-দুটিকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিয়েছেন কেন ?

নীলকণ্ঠ—(উত্তেজিতভাবে) তাড়িয়ে দিয়েছি ? কে বল্‌লে তাড়িয়ে

দিয়েছি ? আমার বড় পুত্রবধূ নিজেই চলে গেছেন এখান থেকে। তাব কারণ, আমার বড়ছেলে বাণীকণ্ঠ উন্মাদ ! আর ছোট ছেলে হেমকে তো এখনো বে দিইনি ?

মিঃ ঘোষ—কিন্তু সে নিজে একটা বিয়ে করেছে—একথা তো জানেন ?

নীলকণ্ঠ—জান্‌লেও জানিনা। সে বিয়ে আমি স্বীকাব করিনা।

মিঃ ঘোষ—মেয়েটির অপরাধ কি ?

নীলকণ্ঠ—শোনো ব্যারিষ্টার-সাহেব আমি একজন নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ। আমার ছেলে বিয়ে করেছে একটি অব্রাহ্মণের মেয়েকে, আর আমি সেই অসবর্ণাকে স্বীকার করবো, আমার পুত্রবধূ ব'লে, এ ওকালতি কবতে এসোনা আমার কাছে। আমি সহ্য করতে পারবো না।

মিঃ ঘোষ—অসবর্ণা হলেও বীণা খুব সম্ভ্রান্ত ঘরের মেয়ে। তার বাবা ছিলেন জাষ্টিস্। একভাই উকিল, একভাই সাবডিভিসনাল্ অফিসার ; আর এই ইনি—একজন মস্ত ডাক্তার !

নীলকণ্ঠ—ও, ইনিই বুঝি হেমের সম্বন্ধী সেই ডাঃ মিত্তির ?

মিঃ ঘোষ—আজ্ঞে হঁ্যা……

নীলকণ্ঠ—(উত্তেজিতভাবে উঠে দাঁড়ালেন। রাগে কাঁপতে লাগলেন) তুমি ? তুমিই সেই ডাক্তার মিত্তির ? বন্ধুত্বের সুযোগ নিয়ে, বি, এ পাশ বোন্‌কে লেলিয়ে দিয়ে বামুনের ছেলের জাত মেরেছ তুমি ? শিক্ষিত শয়তান ! না, না, অতিথি তুমি, অভ্যাগত তুমি, তোমাকে অসম্মান করবো না। সন্দেশ দুটো মুখে দিয়ে বেরিয়ে পড়ো, শীগ্‌গির বেরিয়ে পড়ো এখান থেকে……

(প্রস্থান)

(অন্যদিকে হেমকণ্ঠের প্রবেশ)

ডাঃ মিত্তির—এই যে হেম! কোথায় ছিলি? তুই তো জানিস্ তোব বাবা একটা 'ওল্ড ইডিয়াট্'! কেন এখানে আমাদের নিয়ে এসে-ছিস্—এভাবে অপমান করতে?

হেমকণ্ঠ—তোরা ষ্টেশনে গিয়ে অপেক্ষা কর, আমি খুব শীগ্ গীরই আস্‌ছি। তোদের খাবার ব্যবস্থা ষ্টেশনেই করেছি·

(একজন ভোজপুবী দাবোযানেব সঙ্গে বাণীকণ্ঠেব প্রবেশ)

বাণীকণ্ঠ—গুড মর্ণিং জেন্‌টেলমেন্! আপনাবা বুঝি কলকাতা থেকে আস্‌ছেন?

ডাঃ মিত্তিব—আজ্ঞে হ্যাঁ

মিঃ ঘোষ—তোব দাদা বুঝি?

হেমকণ্ঠ—হ্যাঁ

বাণীকণ্ঠ—শুনুন্—তাহলে আপনাদের একটা কথা বলি—

মিঃ ঘোষ—বলুন শুন্‌ছি·

বাণীকণ্ঠ—ভারতের ভাগ্যাকাশে দুটি গ্রহ তুঙ্গী হ'য়ে উঠেছেন। একটি—পণ্ডিত নেহেরু, আব একটি কায়েদী-আজম জিন্নাহ্! আমার জিজ্ঞাস্য হচ্ছে—আপনাদের কি রাশিচক্র আছে?

মিঃ ঘোষ—আজ্ঞে না·····

বাণীকণ্ঠ—তাহলে কলকাতায় যাবেন না এখন·

মিঃ ঘোষ—কেন?

বাণীকণ্ঠ—কোনো জ্যোতিষীর কাছে গিয়ে সঠিক জানুন—আপনাদের ভাগ্যে ছোরা আছে কি গুলি আছে?

হেমকণ্ঠ—সে জন্যে তুমি অতো ভাব্‌ছো কেন দাদা? ছোরাছুরি আর গোলাগুলির ভিতর দিয়েই তো আসবে আমাদের স্বরাজ বা স্বাধীনতা···

বাণীকণ্ঠ—ঘোড়ার ডিম্ আস্‌বে। একটা মানুষকে যারা স্বাধীন করতে পারে না—তারা কেন দেশের স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখে? বাইরে কোথাও যেতে হলেই ওই শালা ভোজপুরী আমার পেছু নেবে। কেন? আমার এ পরাধীনতার কারণ কি? বল্‌তে পারিস্?

(হেমকণ্ঠ—হাস্‌তে লাগলো)

হাস্‌ছিস্? তুই আমার ছোট ভাই—আমার জন্য কোন দরদ নেই তোর, দেশের জন্যে কেঁদে ভাসাচ্ছিস্? ক্রোকোডাইল্ টিয়ার্স!

(মিঃ ঘোষের নিকটে গিয়া)

আচ্ছা সার! আপনার মুখে কয়েক গাছি দাড়ি দেখ্‌ছি কেন?

মিঃ ঘোষ—(হাসিয়া) তাতে কি হয়েছে?

বাণীকণ্ঠ—ভয়ানক ব্যাপার হয়েছে। আপনি কি জানেন না—অচির ভবিষ্যতে এই ভারতবর্ষ, দুইটি প্রধান ভাগে বিভক্ত হবে। একটি দাড়িস্থান ও একটি টিকিস্থান। (গলা জড়াইয়া ধরিয়া) দাড়ি আর টিকি যখন এইভাবে বাঁকা-কানু আর রাইকিশোরী সেজে কেলি-কদম্ব মূলে গিয়ে দাঁড়াবে, তখনি বেজে উঠ্‌বে আমাদের স্বাধীনতার মোহনবেণু! কিন্তু তার আগে আর একটা কাজ করবার দরকার হয়েছে···

মিঃ ঘোষ—কি?

বাণীকণ্ঠ—ভারতের স্বাধীনতার প্রধান শত্রু হচ্ছেন আমার বাবা। কারণ, তিনি পেঁয়াজের গন্ধ সহ্য করতে পারেন না। তার স্থান এখন পিঁজ্‌রে-পোলে। ওই যে আবার এদিকেই আস্‌ছেন, আপনারা কলকাতায় গিয়ে একজন 'ষ্ট্যাবার' পাঠিয়ে দিতে পারেন?

(নীলকণ্ঠের প্রবেশ)

নীলকণ্ঠ—বাণীকণ্ঠ ভিতরে যাও তোমার খাবার দেওয়া হয়েছে···

বাণীকণ্ঠ—বাবার খাবার খাবো না আমি—

এই জমিদারী পাবার আশায়,

দিচ্ছে জবাব —নবাব-পুত্র !

সবার সাম্‌নে স্পষ্ট ভাষায়।

নীলকণ্ঠ—(ধমক দিয়া) বাণীকণ্ঠ !

বাণীকণ্ঠ—আচ্ছা বাবা কবিতা শুন্‌লেই তুমি চটো কেন বলতো ? কবিতাতে স্বর-যোজনা করলেই তো গান হয়···শোনো তাহলে একটা গান গাই —

অনাহার ও ডিস্‌পেপসিয়া, কলেরা ও ম্যালেরিয়া —

ওমা সোনার বাঙ্‌লা, তোমার চরণে গড় করি,

এই দেশেতে জন্ম যেন, এই দেশেতে মরি !

নীলকণ্ঠ—(বিরক্ত ভাবে) আঃ বাণীকণ্ঠ ! শীগগির ভিতরে যাও বল্‌ছি·

বাণীকণ্ঠ—চটোনা বাবা ! যাচ্ছি, যাচ্ছি, (করজোড়ে) পিতা স্বর্গঃ পিতা ধর্ম্ম, পিতাহি পরমন্তপঃ—পিতরি প্রীতিমাপন্নে প্রীয়ন্তে সর্ব্ব-দেবতাঃ।

(প্রণাম করিয়া প্রস্থান)

নীলকণ্ঠ—(হেমকণ্ঠের দিকে ফিরে) হেমকণ্ঠ ! বড় বৌমাকে তুমি নিয়ে এসেছ ?

হেমকণ্ঠ—হ্যাঁ···

নীলকণ্ঠ—(মিঃ ঘোষের দিকে চেয়ে) তোমাদের আর কোনো দরকার আছে এখানে ?

মিঃ ঘোষ—আজ্ঞে না, আমরা যাচ্ছি······নমস্কার···

নীলকণ্ঠ—না না, নমস্কার নয়। আমি তোমাদের প্রণম্য—বর্ণশ্রেষ্ঠ

ব্রাহ্মণ। ওই পাশের ঘরে গিয়ে ব'সো। দুপুরে এখানে প্রসাদ পেয়ে, তবে যাবে·· ···

ডাঃ মিত্তির—(উঠে দাঁড়িয়ে) না, না। আমরা এখানে খাবো না······

নীলকণ্ঠ—আলবৎ খাবে। কোন্ বিষ্টু-ঠাকুরের সন্তান হে তুমি? যাও, যা বল্‌ছি তাই করো, ওই পাশের ঘরে গিয়ে ব'সো···

(উভয়ের প্রস্থান)

তারপর, বলো হেমকণ্ঠ! কেন তুমি বড বৌমাকে নিয়ে এসেছ?

হেমকণ্ঠ—তিনি তো অসবর্ণা নন? বামুনের মেয়ে। তাঁকে ত্যাগ করবে কেন?

নীলকণ্ঠ—আমি বল্‌ছি—তিনি খ্রীষ্টানের মেয়ে। কোনো হিঁদুর মেয়ে পারে না, তার ব্যাধিগ্রস্ত স্বামীকে ফেলে—বেথুনে গিয়ে পড়ে থাকতে

হেমকণ্ঠ—আজ তিনি আই, এ, পাশ করেছেন।

নীলকণ্ঠ—তাতে কী চতুর্ভূজ হয়েছেন? আমি মাত্র দ্বিভূজ ম্যাট্রিক মেয়ে ঘরে এনেছিলাম। চতুর্ভূজ আণ্ডার-গ্রাজুয়েট তো চাইনি? তুমি তাঁকে ফিরিয়ে নিয়ে যাও—তার বাবার কাছে পৌছে দিও ·

হেমকণ্ঠ—ভেবে দেখো—দাদার মাথা খারাপ···

নীলকণ্ঠ—সে তো তাঁর ভাগ্যি! যখন বিয়ে দিয়েছিলাম—তখন বাণীকণ্ঠ একজন ব্রিলিয়াণ্ট্ স্কলার—এম, এ, তে ফাষ্টক্লাশ-ফাষ্ট! কে জান্‌তো—হঠাৎ সে পাগল হয়ে যাবে? কিন্তু কী আশ্চর্য্য! পাগল স্বামীর সেবা করার চেয়ে, আই, এ,-বি, এ, পাশকরার লোভটাই হলো তার বেশী? আর সে বিষয়ে তুমিই নাকি তার পরামর্শদাতা?

হেমকণ্ঠ—কারো আত্মোন্নতির পথে বাধা-সৃষ্টি করতে চাইনি আমি···

নীলকণ্ঠ—আত্মোন্নতি? স্বামীকে বাদ দিয়ে সহধর্ম্মিণীর আত্মোন্নতির আইডিয়া—এদেশের মনে কোনো দিন জাগেনি হেমকণ্ঠ! পাশ্চাত্য ভাবধাবা এনে দেশের মনে বপন করার নাম—স্বাদেশিকতা নয়। উচ্ছন্ন যাওযাব ব্যবস্থা। মোটেব উপব বৌমাকে তুমি নিয়ে যাও এখান থেকে·

(কন্যা মৈথিলীর প্রবেশ)

মৈথিলী—না বাবা, বৌদিকে আমি যেতে দেব না। এতবড় একটা বাড়িতে একলা থাকতে আমার কত কষ্ট হয়, তাকি তুমি বোঝোনা বাবা?

নীলকণ্ঠ—(একটু চিন্তা কবে) বৌমা কি এখানে থাকতে চান?

মৈথিলী—তুমি তাড়িয়ে দিচ্ছ শুনে—কেঁদে ভাসাচ্ছেন· ·

নীলকণ্ঠ—তাই নাকি? তাহলে শোন মৈথিলি! আমার ধ্রুব ধারণা, বৌমার পাপেই বাণীকণ্ঠের মাথাটা ভাল হচ্ছে না। এত চিকিৎসারও কোনো ফল পাচ্ছি না। সত্যিই যদি এখানে থাকতে চান তিনি, তাহলে তাঁকে কৃতপাপের প্রায়শ্চিত্ত কবতে হবে

হেমকণ্ঠ—কি প্রায়শ্চিত্ত?

নীলকণ্ঠ—আমাকে গুরু স্বীকাব ক'রে আমার কাছে মন্ত্র-দীক্ষা নিয়ে, রোজ তাঁকে করতে হবে, জপ, তপ, ও সন্ধ্যাহ্নিক—আর দুবেলা গোশালে গিয়ে আমার গোমাতাদের সেবাযত্ন। যা' মৈথিলী! রাজী আছেন কিনা, জেনে আয় ·

(মৈথিলীর প্রস্থান)

হেমকণ্ঠ—যদি রাজী না থাকেন—তাহলে তাড়িয়ে দেবে?

নীলকণ্ঠ—নিশ্চয়ই···

হেমকণ্ঠ—মানুষের মনের উপর এত জবরদস্তি চালানো কি ভাল?

নীলকণ্ঠ—কোনো হিন্দু-পরিবারে একটা খ্রীষ্টাণী এনে ঢোকানো কি জবরদস্তি নয় ?

হেমকণ্ঠ—বৌদির বাবা একজন নামকরা গবর্ণমেণ্ট-প্লীডার, একথাটা মনে রেখো বাবা !

নীলকণ্ঠ—ওরে হেমকণ্ঠ ! আমাকে প্লীডারের ভয় দেখাস্‌নে। খোর-পোষের দাবী করেন—ব্যাঙ্কে টাকা জমা দেবো। আইন-আদালতের সাহায্যে টাকা আদায় করা যায়—স্বামী আদায় করা যায় না······

(বিরক্ত ভাবে প্রস্থান)

হেমকণ্ঠ -বুঝলাম—আচ্ছা।

(প্রস্থান)

(বড়বৌকে টেনে নিয়ে মৈথিলীর প্রবেশ)

মৈথিলী—বাবা ! বাবা ! এই যে বড়বৌদিকে ধরে এনেছি - (চারিদিক দেখে) কৈ, বাবাকে তো দেখছি না এখানে··

বড়বৌ—আচ্ছা, যে কথাটা তোকে জিজ্ঞেস্ করছিলাম—সত্যি বল্‌তো মৈথিলী—তোর বিয়ে করতে সাধ যায় কিনা ?

মৈথিলী—ছিঃ ও কথা বলোনা বৌদি ! বিয়ের কথা কানে শুনলেও বিধবাদের পাপ হয়· ··

বড়বৌ—কে বলে তুই বিধবা ? কোন খেলাঘরে তোর বিয়ে হয়েছিল—স্বামীর মুখখানা নিশ্চয়ই মনে নেই। আছে ? সত্যি বল্‌তো ?

মৈথিলী—নাইবা থাক্‌লো······

বড়বৌ—তোর বিয়ের কথা আমি আজও ভুলিনি। বয়স তখন তোর মাত্তর বছর বারো। বিয়ের রাতে বাসর থেকে পালিয়ে এসে তুই তো লুকিয়ে ছিলি, আমারি কোলের ভিতর !

মৈথিলী—(কাঁদিয়া　চুপ করো বৌদি !　) সব আলোচনা আমার মোটেই ভালো লাগছেনা।

বড়বৌ—তোর ভাল না লাগ্‌লেও—ঠাকুরপো শুনবেনা। সে বলেছে —তোকে একটা বিয়ে দেবেই

মৈথিলী—নিজে একটা বিয়ে ক'রে যথেষ্ট কেরামতি দেখিয়েছেন—এখন বাকি আমি। আমাকে দিয়েই বাবাকে পাগল করতে চান বুঝি ?

(হেমকণ্ঠের প্রবেশ)

হেমকণ্ঠ—বৌদি! শুন্‌লাম—তুমি নাকি রাজী আছ কিছুদিন গুরু আর গরুর কাছে নতজানু হ'য়ে কৃতপাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে ?

বড়বৌ—হ্যাঁ ঠাকুরপো! রাজী আছি　(হাসিল)

হেমকণ্ঠ—বেশ, বেশ, তবে আর ভাবনা কি? দাদার সঙ্গে দেখা হয়েছে তো ?

বড়বৌ—না।

হেমকণ্ঠ—সেই পরম গুরুটি যদি মাঝে মাঝে উত্তম-মধ্যমের ব্যবস্থা করেন ?

বড়বৌ—সহ্য করবো

হেমকণ্ঠ—তোমার উকিল-বাবা কি বলেছেন জানো ?

বড়বৌ—কি ?

হেমকণ্ঠ—তোমার গায়ে কেউ হাত দিলে কখ্‌খনো সহ্য করবেন না তিনি। সেই দিনই তোমাকে নিয়ে যাবেন এখান থেকে

বড়বৌ—স্বামী আমাকে মারছেন কি আদর করছেন—তা' তিনি জানবেন কি ক'রে ?

হেমকণ্ঠ—তা' বটে। আচ্ছা, তাহলে বিশুদ্ধ হিন্দুললনার মত পতি পরম গুরুর সেবাধর্ম্মেই আত্মনিবেদন করো······

বড়বৌ—শোনো ঠাকুরপো, বীণাকেও এখানে আনা কি সম্ভব হবেনা ?

হেমকণ্ঠ—তুমি পাগল হয়েছ বৌদি ! সে অসবর্ণার মুখ দেখলে বাবাকে যেতে হবে—কুম্ভীপাক-নরকে। শাস্ত্রমতে আমার কর্ত্তব্য হচ্ছে—পুন্নামক-নরক হ'তে তাঁকে ত্রাণ করা……

মৈথিলী—ও সব বাজে কথা রেখে দাও ছোড়দা ! বৌদিকে তুমি আন্‌তে পারোনা—তাই বলো……

হেমকণ্ঠ—ওরে বাবার আদুরে-মেয়ে ! তুই পারিস্ ?

মৈথিলী—নিশ্চয়ই পারি। এখান থেকে পাইক-বরকন্দাজ পাঠিয়ে, আমার বৌদিকে আমি আন্‌তে পারি—হাতে দড়ি বেঁধে……

হেমকণ্ঠ—সে তো হাতদুটি বাড়িয়েই বসে আছে রে……

বড়বৌ—দেখ্‌না মৈথিলী ! তুই যদি পারিস্……

হেমকণ্ঠ—কেন ও-পাগলীর কথা শুনছো বৌদি……আমি এখন আসি তা'হলে ?

মৈথিলী—যেয়োনা ছোড়দা, দাঁড়াও……আমি দেখছি বাবা কোথায়……

(প্রস্থান)

বড়বৌ—মৈথিলীকে বাবা খুব ভাল বাসেন।

হেমকণ্ঠ—তার চেয়ে ঢের বেশী ভালবাসেন—নিজের ব্রাহ্মণত্বের দাবীকে। নোয়াখালীর গুণ্ডারা হিন্দুদের উপর এত অত্যাচার করতে সাহসী হয়েছে কেন জানো ? তারা জেনেছে—হিন্দু একটা জাত নয়। যত হাঁড়ি—তত জাত। হিন্দুর মেয়েগুলো ভগবদ্-প্রেমে উৎসর্গ-করা যথেচ্ছ ছড়িয়ে-দেওয়া হরির লুট্ !

বড়বৌ—নোয়াখালীর ঘটনা শুনে—কলকাতা যদি আবার চঞ্চল হ'য়ে ওঠে ! বীণা তোমার কাছে একলা থাকবে কি করে ?

হেমকণ্ঠ—বীণার জন্যে তুমি কিছু ভেবনা বৌদি ! সে ছোরা চালাতে জানে—বন্দুক ছুড়তে পারে। জাম্পিং, সুইমিং, ড্রাইভিং—তার ওস্তাদির তো অন্ত নেই ? আমার একটা আলমীরা-ভরা তার মেডেল্ আর কাপ্। তোমরা খুব সাবধানে থেকো। বাবা যাই বলুন—এখানকার অবস্থাও খুব ভাল মনে হচ্ছে না……

(বাণীকণ্ঠের প্রবেশ)

বাণীকণ্ঠ—এ ভদ্রমহিলাটি কে হেমকণ্ঠ ?

হেমকণ্ঠ—চিনতে পারছো না ? বৌদি…

বাণীকণ্ঠ—বৌদি ? তাই নাকি ? ভাল আছেন বৌদি ? পায়ের ধূলো দিন ….

(বড়বৌ সরে গেল)

হেমকণ্ঠ—ছিঃ দাদা ! আমার বৌদি যে তোমার বৌ…

বাণীকণ্ঠ—(বিস্মিত ভাবে মুখের দিকে চেয়ে) বটে ? তাহলে তোর বাবা বুঝি আমার তালুই-মশাই ? খুব পণ্ডিত হয়েছিস্ তো ? আচ্ছা জিজ্ঞাসা করি—তোর বাবা যদি আমার বাবা, তোর বোন্ যদি আমার বোন্—তোর বৌদি আমার বৌদি নয় কেন ? বারবারা, সেলারেণ্ট্ ডেরিয়াই, ফেরিও—ভুলে মেরে দিয়েছিস্ বুঝি ?

বড়বৌ—আপনি একজন মস্ত লজিসিয়ান !

বাণীকণ্ঠ—আপনি যে একজন মস্ত ম্যাজিসিয়ান্ তা' বুঝতে পেরেছি। দেখুন ম্যাডাম্‌বোভারি ! শ্রীমান হেমকণ্ঠ আপনাকে কোত্থেকে ধ'রে এনেছে—জানিনা। আপনি কি পুষীফুট্ জন্‌সনকে চেনেন ?

বড়বৌ—কে তিনি ?

বাণীকণ্ঠ—তিনি ছিলেন টেম্‌পারেন্স্-মুভমেণ্টের প্রবর্ত্তক। যাঁর চেষ্টায় আমেরিকা একদিন হয়ে উঠেছিল—ড্রাই-ল্যাণ্ড……

বড়বৌ—তাঁর কথা বলেছেন কেন ?

বাণীকণ্ঠ—আপনি যদি বাঙালী-মেয়ে হন—তাহলে নিশ্চয়ই একটু 'ড্রিঙ্ক' করেন .....

বড়বৌ—সে ধারণার কারণ ?

বাণীকণ্ঠ—লজ্জা পেলে কোনো বাঙালী-মেয়ের গাল দুটো, অমন পাকা টোমাটোর মত রাঙা হ'তে দেখিনি কখনো ?

(বড়বৌ লজ্জিতভাবে অন্যদিকে মুখ ফিরালো।)

দেখ্ হেমকণ্ঠ! কলিকাতার রাস্তাঘাটে ওর মত অনেক মেয়ে পাওয়া যায়, যারা বৌদি তো দূরের কথা, বৌ-সম্পর্ক পাতাতেও আপত্তি করে না। মিছেমিছি কেন ওটাকে ধরে এনেছিস্ এখানে ?

(লজ্জিত ভাবে হেমকণ্ঠের প্রস্থান)

বড়বৌ—(নিকটে গিয়ে) পায়ে পড়ি ক্ষমা করো। অনুতাপে আমার বুকটা জ্বলে যাচ্ছে ·

বাণীকণ্ঠ—নিশ্চয়ই আপনার অ্যাসিডিটি হয়েছে। একজন বিশিষ্ট ডাক্তারকে কন্‌সালট্ করুন। আমি কে? আমি হচ্ছি—নবীন ভাবুক এক ভ্রমণ-কারণ, ভারতের নানাদেশ করি পর্য্যটন—অবশেষে উপনীত—জমিদার নীলকণ্ঠ চক্রবর্ত্তীর আস্তাবলে।

বড়বৌ—বিশ্বাস করো আমি তোমার বৌ ·

বাণীকণ্ঠ—আমার বৌ? হা হা হা হা· ···আপনি হচ্ছেন রামের বৌ, শ্যামের বৌ, যদুর বৌ, মধুর বৌ! বিলিতি মেমের ছবির মত—যে কেউ আপনাকে যেদিক থেকে দেখে, তাকেই আপনি অভ্যর্থনা করেন, শানানো ক্ষুরের মত চক্‌চকে সুধার হাসি দিয়ে······

বড়বৌ—(উচ্ছ্বসিতভাবে কাঁদিয়া) তুমি কি ভেবেছ আমাকে ?

বাণীকণ্ঠ—কেঁদে ফেল্‌লেন? ছি ছি ছি—টিয়ার্স ফর দি বেব্‌স্!

অগভীর বেদনার সাক্ষী ও-অশ্রু—
পৌরুষ নহে শুধু গোঁফ আর শ্মশ্রু !

জয়হিন্দ্……(প্রস্থান)

(মর্ম্মাহত বড়বৌ বস্ত্রাঞ্চলে মুখ ঢেকে ফুলে ফুলে কাঁদতে লাগলো।)

(ধীরে ধীরে নীলকণ্ঠের প্রবেশ)

নীলকণ্ঠ—বৌমা ! সত্যিই যদি তুমি আমার মা হয়ে থাক্তে চাও এ বাড়িতে, আমি কি তোমাকে তাড়িয়ে দিতে পারি ?

বড়বৌ—বাবা !

নীলকণ্ঠ—কেঁদনা বৌমা ! তুটি বছর বেথুনে গিয়ে পড়ে থেকে ভুল করেছিলে। হিন্দুর বিয়েটা তো চায়ের টেবিলের ক্ষণিক আলাপ-পরিচয় নয় ? হিন্দু-স্ত্রী মানে সহধর্ম্মিণী…

বড়বৌ—আমাকে ক্ষমা করুন…

নীলকণ্ঠ—আজ নয় বৌমা ! ক্ষমা তোমাকে করবো সেইদিন, যে দিন তোমার সেবা ও যত্নে আমার বাণীকণ্ঠ সেরে উঠ্‌বে। সে যে এত-দিন উন্মাদ হ'য়ে আছে, তার কারণ তুমি—একথা তো ভুল্‌তে পারছিনে মা ?

(মৈথিলীর প্রবেশ)

মৈথিলী—বাবা, তুমি এখানে ? সারাবাড়ি তোমাকে আমি খুঁজে বেড়াচ্ছি……

নীলকণ্ঠ—কেন রে ?

মৈথিলী—কলকাতায় এখনো মারামারি কাটাকাটি চল্‌ছে। ছোট-বৌদি কেন সেখানে থাকে ? ছোড়দাকে বলে দাও—তাঁকেও নিয়ে আস্থক এখানে……

নীলকণ্ঠ—কে তোর ছোট বৌদি ?

মৈথিলী—বামুনের মেয়ে না হলেও, ছোড়দা তো বিয়ে করেছে তাঁকে ? ছোড়দাকে যদি ত্যাগ না করো, ছোটবৌদিকে কেন ত্যাগ করবে ? মেয়েদের বেলাতেই বুঝি যত দোষ ?

নীলকণ্ঠ—হ্যাঁ, সে কথা সত্যি। ভাল মা না হ'লে—ভাল ছেলে হয় না, ভাল জাত হয় না·

মৈথিলী—বামুনের ঘরে বুঝি মন্দ মেয়ে নেই ?

নীলকণ্ঠ—এসব কথা তোকে কে শেখাচ্ছে ?

মৈথিলী—কে আবার শেখাবে ? আমি নিজেই বল্‌ছি···

নীলকণ্ঠ—কখ্‌খনো না। এ হচ্ছে সেই পাজী হেমকণ্ঠের কথা। শুন্‌ছি নাকি সে তোকে একটা বিয়ে দিতেও চায় ? জাতনাশা খৃষ্টানটাকে আজ আমি জুতো মেরে তাড়াবো ···

(ক্রুদ্ধভাবে প্রস্থান)

বড়বৌ—একি করলি মৈথিলী ! শীগ্‌গীর ছুটে যা—বাবা যদি ঠাকুরপোকে মেরে বসেন··

মৈথিলী—না, আমি যাবো না। দাদাকে মারুক, সে মরুক। আমিও মরবো। আজ আর রাঁধবো না, খাবো না, শুধু কাঁদ্‌বো। কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে মরে যাবো······(কাঁদ্‌তে লাগ্‌লো)

বড়বৌ—তোর চোখের জলে পুকুর-ডোবা ভর্ত্তি হলেও, বীণাকে তুই আন্‌তে পারবিনে এবাড়িতে। ঠাকুরপো ঠিকই বলেছে—তোর চেয়েও হিঁদুয়ানীকে উনি বেশী ভাল বাসেন।

মৈথিলী—ইস্‌—আমি কাঁদলে বাবাও কাঁদবে। আমি উপোস করলে —বাবাও উপোস করবে। বৌদিকে আমি এবাড়িতে আন্‌বোই······

(চোখ মুছে চোরের মত চারিদিকে চেয়ে) একটা সত্যি কথা বল্‌ছি বৌদি শোনো, বিয়ের সাধ যে মাঝে মাঝে আমার মনে না জাগে,

তা' নয়। কিন্তু বাবার মনে ব্যাথা লাগবে যে? বাবাকে ছেড়ে আমি কি কোথাও যেতে পারি? এ কথাটা কেন ছোড়দা বোঝে না? কেন আমার বিয়ের কথা তুলে বাবাকে চটাচ্ছে?

বড়বৌ—তোর ছোড়দা ভারি বোকা……

মৈথিলী—একশো বার বোকা, হাজাব বার বোকা। বৌদিকে আমি এবাড়িতে আন্‌বো—আন্‌বো—আন্‌বো‥ ‥তুমি দেখে নিও……

(সঙ্কল্পের দৃঢ়তা জানিয়ে মৈথিলীর প্রস্থান)

বডবৌ—(দীর্ঘশ্বাস ফেলে) ঠাকুরপোর উচ্ছৃঙ্খলতা আর বাবার গোঁড়ামির মাঝখানে পড়ে আমিও মবেছি—তুইও মববি মৈথিলী!

(অন্যদিকে চলে গেল)

প্রথম অঙ্ক

(২য় দৃশ্য)

স্থান—জমিদার বাড়ির পুষ্পোদ্যান

কাল—অপরাহ্ন

দৃশ্য—একদিক হ'তে নীলকণ্ঠ প্রবেশ করলেন। অপরদিক হ'তে আতাখাঁ সেলাম করে ঢুক্‌লেন।

নীলকণ্ঠ—এসো, এসো, খাঁসহেব! কলকাতার খবর কি? ছেলেদের চিঠিপত্তর পাচ্ছ?

(রতন একটা বেতের চেয়ার ও মোড়া এনে রেখে গেল—উভয়ে বস্‌লেন)

আতাখাঁ—কলকাতার কথা আর বল্‌বেন না হুজুর! কলকাতা হচ্ছে বিলিতি-নরক! আমরা যাকে বলি দোজাক্‌······

নীলকণ্ঠ—কেন বলো তো?

আতাখাঁ—কলকাতার রাস্তা-ঘাট, দালান, কোঠা, গাড়ী, ঘোড়া, টাপের আলো, কলের জল আর রংবেরংয়ের মানুষগুলোর কথা ভাব্‌লে—এখনো গায়ের রোঁয়া কাঁটা হয়ে ওঠে! ষোলই আর সতেরই—দুটো দিন শয়তানের কারসাজি দেখে, আঠারই তারিখে পালিয়ে এসেছি—আর যাইনি। ছেলেদের বলে এসেছি—তোদের আর পয়সা কামাতে হবে না, যত শীগ্‌গির পারিস্—দেশে ফিরে যা···

নীলকণ্ঠ—কারা বেশী মরছে? হিন্দু না মোছলমান?

আতাখাঁ—মরার পর আর জাতের বিচার কি হুজুর? রাস্তায় বেরিয়ে যারা মাথা-ফাটাফাটি করে—নিরীহ ভাল মানুষকে অকারণে—ছোরা মারতে পারে—তারা তো গুণ্ডার জাত—কসাই!

নীলকণ্ঠ—বল্‌তে পার খাঁ সাহেব! এমন শান্তির দেশে, এ অশান্তির জন্যে দায়ী কে?

আতাখাঁ—মূর্খ-গুণ্ডারা মারামারি করছে বটে, কিন্তু তারা দায়ী নয় হুজুর! দায়ী কতগুলো স্বার্থপর শিক্ষিত-শয়তান আর বিলিতি-জোচ্চোর! একটা মজার কথা শুন্‌বেন হুজুর! দেখে এলাম—যারা জীবনে কোনদিন নামাজ করেনি বা মস্‌জিদে যায়নি—তারাই নাকি খাঁটি মোছল্‌মান। আর যারা আপনাদের ঠাকুর-দেবতার কাছে মাথা নোয়ায় না, তারাই নাকি খাঁটি হিন্দু।

নীলকণ্ঠ—ঠিক বলেছ, শুধু বিলিতি-জোচ্চরির ঘোলায় পড়েই ভারতবাসীরা হাবুডুবু খাচ্ছে

আতাখাঁ—পকেট-মারার মতলব ছাড়া সহর-কলকাতায় আর কি আছে হুজুর?

নীলকণ্ঠ—তবু কলকাতার প্রয়োজনকে তো অস্বীকার করা যায় না খাঁসাহেব! কল্‌কাতাই হচ্ছে আমাদের মস্তিষ্ক-বুদ্ধি—আমাদের কর্ম্মশক্তির যোগানদার··

আতাখাঁ—কল্‌কাতার দুধে জল, জলে ওষুধের গন্ধ, বাতাসে ধূলো-ধোঁয়া, চালে কাঁকড়, তেলে বেরিবেরি, আর ঘী-মাখনে মানুষের চর্ব্বি মেশাচ্ছে কিনা—তাই বা কে জানে?

নীলকণ্ঠ—আরে রাম, রাম, ওকথা বলো না······

আতাখাঁ—দেশে বসে—বাড়িতে-তৈরি ঘোলটানা মাখন খাচ্ছেন কিনা, তাই ঠিক বুঝতে পারছেন না। সেদিন আমার বড়ছেলের বাসায় ঘী জ্বালাচ্ছিল। এই পশ্চিম-মুখো হ'য়ে বল্‌ছি হুজুর! ঠিক নিমতলার গন্ধ পেলাম। আমি হলপ করে বলতে পারি—কলকাতায় ব্যবসাদাররা আজকাল নিশ্চয়ই মানুষের চর্ব্বি মানুষকে খাওয়াচ্ছে! নইলে কি

মানুষ-মারার এমন দুর্বুদ্ধি মানুষের মাথায় হঠাৎ গজিয়ে উঠ্‌তে পারে? দ্রব্যগুণ! হুজুর, দ্রব্যগুণ

(খাতা ও খবরের কাগজ নিয়ে পাজামা পরা দুইটি যুবকের প্রবেশ)

প্রথম যুবক—জমিদার নীলকণ্ঠ চক্রবর্ত্তী কে?

আতার্থা—কেন?

প্রথম যুবক—দরকাব আছে

আতার্থা—আমিই নীলকণ্ঠ চক্রবর্ত্তী। বলো কি দরকার?

দ্বিতীয় যুবক—চাঁদা চাই

আতার্থা—কিসের চাঁদা?

প্রথম—স্থানীয়—মুস্‌লীম লীগেব

আতার্থা—জমিদার নীলকণ্ঠ চক্রবর্ত্তী তো মোছলমান নন্?

দ্বিতীয়—যেহেতু এখানে আমবা মেজরিটি—সেহেতু এখানকাব হিন্দুরাও আমাদের চাঁদা দিতে বাধ্য·

আতার্থা—এই বুদ্ধি নিয়ে পবিত্র পাকিস্থান প্রতিষ্ঠা করতে চাও?

প্রথম—উপদেশ শুন্‌তে আসিনি। চাঁদা আদায় করতে এসেছি—দেবেন কি না বলুন?

নীলকণ্ঠ—চাইতে আসোনি? আদায় করতে এসেছ? তা'হলে দেবনা। আমিই নীলকণ্ঠ চক্রবর্ত্তী, উনি নন্‌······

প্রথম—তা' আমরা আগেই বুঝতে পেরেছি। আসি তা'হলে—সেলাম।

আতার্থা—ওহে! তোমরা কারা? তোমাদের তো চিন্‌তে পারলাম না?

দ্বিতীয়—শীগ্‌গিরই চিন্‌বেন·····

আতার্থা—এ গায়ের আতার্থাকে চেন?

প্রথম—নাম শুনিছি······

আতাখাঁ—আমিই আতা খাঁ। একটা কথা ব'লে রাখ্‌ছি—কোন্‌ দেশেব ছেলে তোমরা জানিনা। কিন্তু খবরদার! এ গাঁয়ে কোনো বদ্‌-মেজাজি দেখাতে এসো না······

দ্বিতীয়—কেন? আপনি কি এ গাঁয়েব লাট্‌সাহেব?

আতাখাঁ—তাও বল্‌তে পাব। যাদেব নিয়ে জমিদারের সঙ্গে একটা বিবাদ বাধাতে সাহসী হচ্ছো, তারা সবাই আমাব কথায় ওঠে-বসে

প্রথম (হাসিয়া) সেই আনন্দেই থাকুন

দ্বিতীয়—সেলাম আলাযাকুম খাঁ সাহেব!

উভয়ের প্রস্থান

আতখাঁ—উঠি হুজুব! ব্যাপাবটা একটু ঘোবালো বলেই মনে হচ্ছে···

নীলকণ্ঠ—আরে, বসো বসো খাঁসাহেব। কোত্থেকে দুটো বকাটে-ছোঁড়া এসে বকামো ক'রে গেল তার ঠিক নেই। ওদের কথায় কান দিলে—ওদেরি মূল্য বাড়িয়ে দেওয়া হবে। তোমার ছেলেরা এখন কে কি করছে তাই বলো।

আতাখাঁ—আপনাব আশীর্ব্বাদে বেশ ভালই আছে, ভালই করছে। বড়টার বিদ্যে তো ম্যাট্রিক পর্য্যন্ত—তবু পাঁচশো টাকা মাইনে পায় সে! অনেক বি, এ, এম, এ, আছে তার অধীনে—

নীলকণ্ঠ—আর ছোট মনসুর?

আতাখাঁ—মনসুর তো এখন বেজায় বড় লোক! গবর্ণমেণ্টের রসদ-জোগানদারী করে অনেক টাকা কামাচ্ছে·····

হাতে লাঠি ও কোমরে ছোরা—দুইজন গুণ্ডা সঙ্গে নিয়ে প্রথম যুবকের প্রবেশ।

প্রথম—এখুনি আপনাকে দশহাজার টাকা দিতে হবে······

নীলকণ্ঠ—যদি না-দিই ?

প্রথম—আপনাকে খুন করবো—জমিদার বাড়ি লুট করবে। বলুন —তার পরিবর্তে দশ হাজার দেবেন কিনা……

দুইজন বরকন্দাজ এসে জমিদারের পিছনে দাঁড়াল।
দূরে বহু কণ্ঠের চীৎকার।

আতার্খা—চিৎকার করছে কারা ?

প্রথম—আপনার কথায় যারা ওঠে-বসে। আপনার মনসুরও আছে তাদের সঙ্গে……

আতার্খা -কলকাতা থেকে আমার মনসুর এসেছে গুণ্ডামি করতে ?

প্রথম—তিনিই তো আমাদের লীডার ! আমরা একাজে নেবেছি – অল্ ইণ্ডিয়া মোস্‌লেম লীগের ফতোয়া নিয়ে –এই দেখুন· · ·

আতার্খা –(একখানা ছাপানো কাগজ দেখে) এ ফতোয়া যে লীগের তা কি করে বুঝবো ? লীগের নামে, তোমাদের মত কয়েকটি শিক্ষিত গুণ্ডা যে এ গুলো ছাপেনি, তা কি করে প্রমাণ হবে ? কায়েদ-ই – আজম যার কর্ণধার—এরূপ হিংসামূলক প্ররোচনা তাঁর হতেই পারে না…· ·

প্রথম—আপনাকে নিষেধ করছি—খাঁসাহেব। বার বার গুণ্ডা বল্‌বেন না আমাদের···

আতার্খা—তবে কি বলবো, পবিত্র-ইস্‌লামের মুখোজ্জল করতে এসেছ তোমরা ? লোকচক্ষে লীগের গৌরব বাড়াতে এসেছ তোমরা ? তোমাদের এই গুণ্ডামির ফল যে কি ভয়ানক হতে পারে—তা'কি একবার ভাব্‌ছো ? অপর পক্ষ যদি প্রতিশোধ-পরায়ণ হ'য়ে ওঠে, তখন ? যাক্‌গে তোমাদের মত মুর্খদের সঙ্গে তর্ক করতে চাইনে।

প্রয়োজন হ'লে জমিদার দশহাজার টাকাই দেবেন। তার আগে চলো, আমি মনস্থরের সঙ্গে একবার দেখা করবো· ·

প্রথম--বেশ, চলুন

সকলের প্রস্থান

(নীলকণ্ঠ হতবুদ্ধি অবস্থায় চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে ছিলেন। মুক্তকুন্তলা - বড়বৌ কোমরে কাপড় জড়িয়ে রণরঙ্গিণীর মত হাতে একটা বন্দুক নিয়ে নীলকণ্ঠের সুমুখে এলো।)

বড়বৌ --বাবা ! আপনি একটা বন্দুক নিন্ --দরকার হ'লে গুলি চালাবেন, আমিও চালাবো·

নীলকণ্ঠ --(বন্দুকটা হাতে নিয়ে একটু চিন্তা করলেন) না বৌমা ! জমিদার হ'য়ে একটি প্রজার প্রাণও বধ করবো না আমি।

বড়বৌ -- সত্যিই যদি তারা আপনাকে আক্রমণ করে ?

নীলকণ্ঠ --মরবো·

বড়বৌ --আমাদের গায়ে যদি হাত দেয় ?

নীলকণ্ঠ --টোটাভরা বন্দুক হাতে রাখো। আত্মরক্ষা অসম্ভব হ'লে আত্মহত্যা ক'রো। বন্দুকটা নিয়ে যাও মৈথিলীর কাছে······

বড়বৌ--আপনি এখানে শুধু হাতে দাঁড়িয়ে থাক্‌বেন ?

নীলকণ্ঠ--আমাকে মারবার-অস্ত্র তারাই নিয়ে আস্‌বে--তুমি যাও--দেখো যেন বাণীকণ্ঠ এখানে না আসে · ·

রক্তাক্তদেহে আতাখাঁর প্রবেশ

আতাখাঁ--হুজুর ! পালান এখান থেকে, শীগ্‌গির পালান······

নীলকণ্ঠ--পালাবো ?

আতাখাঁ--হ্যাঁ, হ্যাঁ, ওরা অনেকেই মদ খেয়ে এসেছে। কলকাতার ওই দুটি শিক্ষিত ছেলে নিয়ে এসেছে--কয়েক বোতল মদ আর

টিন্ টিন্ পেট্রোল। কি আর বলবো হুজুর ! আমার মনস্থরও মাতাল…

নীলকণ্ঠ—আমি যদি টাকা দিই ?

আতাথাঁ—টাকা দিলেও বোধ হয় আব শান্ত হবে না। ওরা তৈরি হয়ে এসেছে—জমিদার বাড়ি লুট্ করতে। মাতালের তো মা-বোন্ জ্ঞান নেই ? মেয়েদের উপরেও অত্যাচার হতে পারে……

নীলকণ্ঠ—বৌমা ! ভিতরে যাও · · হ্যাঁ, তোমার মনস্থর কি বলে ?

বড়বৌয়ের প্রস্থান

আতাথাঁ—কোথায় মনসুব ? সে মনস্থর তো আসেনি ? এসেছে একটা উচ্ছৃঙ্খল মাতাল ! (নীচু স্বরে) আমার মাথাটা কে ভেঙেছে জানেন ? বল্‌তে লজ্জা করছে —আমারই মনস্থর· ·

নীলকণ্ঠ—(চম্‌কিয়া) মনস্থর !

আতাথাঁ—হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমার ছেলে সেই মনস্থর ! নতুবা, আমাব মাথায় ডাণ্ডা মারতে পারে, এতবড় বুকের পাটাওয়ালা মোছলমান তো এদেশে নেই হুজুর ! জাতীয় উন্নতির নামে গুণ্ডামি চালিয়ে —ছেলে তার বাপকে খুন করতেও পিছ-পা নয় ! আর কোনো আশা নেই হুজুর—এদেশ ধ্বংস হ'য়ে যাবে। চলুল, চলুন, ভিতরে চলুন। আপনার পাইক-বরকন্দাজরা আর বেশী সময় বাধা দিতে পারবে না· ··

প্রথম অঙ্ক

(৩য় দৃশ্য)

স্থান—জমিদারের শয়ন কক্ষ

কাল—সন্ধ্যা

দৃশ্য—চারদিকে গণ্ডগোল। মার, ভাঙ, লোট্, লড়্কে লেঙ্গে প্রভৃতি চিৎকার। কুণ্ডলী-পাকানো আগুনের ধোঁয়া জমিদার বাড়ির চারিদিকে দেখা যাচ্ছিল। বড়বৌ একটা জান্‌লা পথে বন্দুক ধরে দাঁড়িয়ে ছিল।

আতাথাঁকে সঙ্গে নিয়ে উদ্বিগ্ন নীলকণ্ঠ প্রবেশ করলেন। একটা দেওয়ালে ঠেস্ দিয়ে আতাথাঁ ধুক্‌তে লাগলেন।

নীলকণ্ঠ—(প্রবেশ করেই ব্যস্তভাবে) বৌমা ! মৈথিলী কৈ ?

বড়বৌ—ঠাকুরঘরে·

নীলকণ্ঠ—এখনো ঠাকুরঘরে ?

বড়বৌ—আপনি নাকি বলেছেন—ঠাকুরের পায়ে আশ্রয় নিলে, কেউ কোনো অনিষ্ট করতে পারে না

নীলকণ্ঠ—কী মুস্কিল ? ওরা কি ঠাকুরদেবতা মানে ? (দরজার কাছে গিয়ে) মৈথিলী ! শীগ্‌গীর ওপরে আয়—দরজা গুলো বন্ধ করি···

বড়বৌ—(জান্‌লা পথে উঁকি দিয়ে) বাবা ! সর্ব্বনাশ হয়েছে······

নীলকণ্ঠ—কি হয়েছে মা ?

বড়বৌ—ওই দেখুন ! গুণ্ডারা মৈথিলীকে ধরে নিয়ে যাচ্ছে······

নীলকণ্ঠ—অ্যাঁ ! ধরে নিয়ে যাচ্ছে ? আমার মৈথিলীকে ধরে নিয়ে—যাচ্ছে—বন্দুক কৈ ? বন্দুক ! দাও······গুলি করবো······

বড়বৌ—কাকে গুলি করবেন ?

নীলকণ্ঠ—মৈথিলীকে· ····

বড়বৌ—কেন ? (বন্দুক ধরিল)

নীলকণ্ঠ—আঃ ! আঃ ছেড়ে দাও বৌমা ! সরে যাও—মৈথিলীকে ওরা রেঞ্জের বাইরে নিয়ে গেল যে· ·

বড়বৌ—কেন মৈথিলীকে মারবেন ? তাকে রক্ষে করবার দায়িত্ব আপনার।

নীলকণ্ঠ—বেশ, তাহলে সেই দায়িত্বই পালন করি—বন্দুক ছাড়ো···

(বন্দুক নিয়ে ঘর হতে বাইরে যাচ্ছিলেন, আতা খাঁ দরজা আগ্‌লে দাঁড়ালেন)

—পথ ছাড়ো খাঁ সাহেব !

আতাখাঁ—মিছেমিছি কেন প্রাণটা হারাবেন ? আপনাকে আমি কিছুতেই যেতে দেবনা···

নীলকণ্ঠ—আমার মৈথিলীকে ওরা নিয়ে যাবে, আর আমি, প্রাণের মমতা করবো ? তুমিও কি তবে, ওদের একজন ? পথ ছাড়ো খাঁ সাহেব ! নইলে তোমাকেই · (বন্দুক ধরলেন)

আতাখাঁ—হুজুর ! আমিই যাচ্ছি। আপনার মেয়ে আমার মেয়ে। আমি যদি তাকে ফিরিয়ে আন্‌তে না পারি, তাহলে আর কেউ পারবে না। · দোহাই আপনার, নিজে যাবেন না। তারা এখন হিতাহিত-জ্ঞানশূন্য উন্মাদ !

(বড়বৌ নীলকণ্ঠের বন্দুক কাড়িয়া লইল।)

বড়বৌ—অধৈর্য্য হয়ে তো কোনো লাভ নেই বাবা ! খাঁ সাহেব, আপনি শীগগির যান্—আর দেরি করবেন না···

আতাখাঁ—যে উপায়ে পারি, আপনার মেয়েকে আমি উদ্ধার ক'রে আন্‌বো হুজুর ! আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন······ প্রস্থান

(দূরে কোলাহল—বন্দুকের আওয়াজ শুনে বড়বৌ জানলা-পথে চাইল)

বড়বৌ—বাবা! ওই দেখুন—কে যেন মোটরে দাঁড়িয়ে বন্দুক ছুড়তে ছুড়তে এদিকে আসছে···

নীলকণ্ঠ—কে?

বড়বৌ—মিলিটারী পোষাক—বোধ হয় এস্‌ডিও। গুণ্ডারা ছুটে পালাচ্ছে···

নীলকণ্ঠ—তাহলে নিশ্চয়ই আমার—মৈথিলীকে উদ্ধার করেছেন তিনি, জগদীশ! জগদীশ!

বড়বৌ—খোলা গেটের ভিতর দিয়ে, মোটরখানা আমাদের সদরে এসে থাম্‌লো·

নীলকণ্ঠ—তাই নাকি? গাড়ী-বারান্দার ছাতে গিয়ে দেখি, মৈথিলী এলো কি না·

প্রস্থান

(অন্যদিকের দরজা দিয়ে হেমকণ্ঠের স্ত্রী বীণামিত্তির বন্দুক হাতে স্যুট্‌পরা যোদ্ধবেশে প্রবেশ কর্‌লো)

বড়বৌ—(বীণাকে ধরে) বীণা—তুই?

বীণা—চুপ্‌! আমার পরিচয়টা এখন চাপা থাক্—কেউ যেন আমাকে চিন্‌তে না পারে। তোমাদের কোনো বিপদ ঘটেনি তো?

বড়বৌ—মৈথিলীকে গুণ্ডারা ধরে নিয়ে গেছে······

বীণা—বলো কি? কী সর্ব্বনাশ! সে-সম্বন্ধে কি ব্যবস্থা হয়েছে?

বড়বৌ—আতাখাঁ নামে বাবার এক বন্ধু গেছেন তাকে উদ্ধার ক'রে আন্‌তে···

বীণা—শ্বশুর মশাই কোথায়? আমি তো চিনিনা? দূর থেকে একটু চিনিয়ে দাও দিদি!

বড়বৌ—ওই যে আস্‌ছেন· ·

নীলকণ্ঠের প্রবেশ

নীলকণ্ঠ—কে তুমি?

বীণা—স্থানীয় সাব্‌ডিভিসনাল অফিসার আমাব আত্মীয়। চলুন আপনাদের সবাইকে নিয়ে যাই তাঁর কোয়াটারে। যাবেন? যদিও গুণ্ডারা এখন পালিয়েছে, আবাব তো আস্‌তে পারে?

নীলকণ্ঠ—আমার ওই বৌমাকে আব বাণীকণ্ঠ নিয়ে যাও। আমি যাবো না ·····

বড় বৌ—তা'হলে আমিও যাবো না।

নীলকণ্ঠ—যাও বৌমা! খানিকটা নিশ্চিন্ত হ'তে দাও। অবলা-মেয়েদের জন্তেই পুরুষের জীবন বিপন্ন হ'য়ে পড়ে···

বীণা—সব মেয়েই অবলা নয়। বহুবলধারিণী মেয়েও আজকাল অনেক তৈরি হচ্ছে

নীলকণ্ঠ—(বিস্মিতভাবে) তুমি কি মেয়ে?

বীণা—(হেসে) আপনি কি ভেবেছেন, আমি ছেলে? আপনার পুত্রবধু বীণামিত্তির আমার বন্ধু। আপনার ছেলে মিঃ চক্রবর্ত্তীর সঙ্গেও পরিচয় আছে আমার······

নীলকণ্ঠ—এস, ডি, ও, তোমার কে?

বীণা—আমার স্বামীর দূরসম্পর্কের আত্মীয়····

নীলকণ্ঠ—তিনি নিজে না এসে তোমাকে পাঠালেন কেন?

বীণা—আপনি কি ভাবছেন, গুণ্ডারা শুধু জমিদার-বাড়িটাই আক্রমণ

করেছে ? চারিদিকেই আগুন জ্বালিয়েছে তারা। এস্, ডি, ও, নিজে কোন দিকে গেছেন, জানিনা। হঠাৎ খবর পেলাম জমিদার বাড়ি আক্রান্ত। আমিই চলে এলাম সাব্ ডেপুটি-বাবুকে সঙ্গে নিয়ে· ·

নীলকণ্ঠ—খুব সাহসী মেয়ে তো তুমি ?

বীণা—আজ্ঞে হ্যাঁ, অমার স্বামী একজন মিলিটারী-ম্যান ! সেই কারণে আমিও একটু···

নীলকণ্ঠ—মিলিটারী ? আচ্ছা যাও বৌমা—ওঁর সঙ্গে গিয়ে আত্মরক্ষা করো

বড়বৌ—না বাবা ! আমি যাবো না·

বীণা—আপনারা কেউই যখন রাজী হচ্ছেন না, তখন আমিই না হয় দু'দিন থাকি এখানে ? কি বলো বৌদি ? আমরা দু'জন বডিগার্ড থাকলে —ওঁর কোনো বিপদেব আশঙ্কা নেই। হ্যাঁ, ভালকথা—কটা বন্দুক আছে তোমাদের ?

বড়বৌ—তিনটে·

বীণা—এনাফ্ ! আর কার্টিজ ?

বড়বৌ—খুব বেশী নেই· ·

বীণা—আচ্ছা, তাহলে কার্টিজগুলো চেয়ে রেখে—সাবডিপুটি বাবুকে বিদায় দিয়ে আসি ·

প্রস্থান

নীলকণ্ঠ—কে ও-মেয়েটি বৌমা ? তুমি ওকে চেনো বলে মনে হচ্ছে ?

বড়বৌ—হ্যাঁ, চিনি। বেথুনে পড়তো। ঠাকুরপোর পরিচিত···

নীলকণ্ঠ—কী দুঃসাহসী, মেয়ে ! কিন্তু আমার মৈথিলীকে কি আর ফিরে পাব ? সে কি আর ফিরে আসবে ? উঃ জগদীশ !

(চিন্তিতভাবে প্রস্থান)

(বীণার প্রবেশ)

বীণা—(চারিদিকে চেয়ে) কোথায় গেলেন ?

বড়বৌ—পাশের ঘরে……

বীণা—খুব সাবধান ! আমাকে চিন্‌তে পারেন না যেন। দাদা কোথায় ? চলো—তাকেও চিনিয়ে দাও·· আজ আমার জীবনের একটা শুভদিন ? তাই নয় কি দিদি ?

অন্ধকার হয়ে দৃশ্য পরিবর্ত্তিত হ'ল। চিন্তিতভাবে মাথায় হাত রেখে নীলকণ্ঠ পরদিন প্রাতে বসেছিলেন তার শয়ন কক্ষে।

বাণীকণ্ঠের প্রবেশ

বাণীকণ্ঠ—বাবা। বাবা ! দূর থেকে দেখেছি—কাল এখানে ঝান্‌সী-বাহিনী এসে পৌছেচেন। আর তো ভয় নেই। গুণ্ডারা এবাব সায়েস্তা হবে……

নীলকণ্ঠ—(দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করে) তার আগে আমাকেই তারা সায়েস্তা করেছে—মৈথিলীকে নিয়ে গিয়ে। এখন আতাখাঁ যদি তাকে ফিরিয়ে আন্‌তে না পারেন—উঃ—আমি ভাব্‌তে পারছিনে বাণীকণ্ঠ ! আমি ভাব্‌তে পারছিনে· …

(মাথাটা চেপে ধ'রে চলে গেলেন)

(বীণা ও বড়বৌয়ের প্রবেশ)

(বীণাকে দেখেই বাণীকণ্ঠ ঘুরে দাঁড়িয়ে মিলিটারী ঢংয়ে স্যালুট ক'রে বলে উঠ্‌লো—হেল্ ঝান্‌সী !)

বীণা এই বুঝি দাদা !

বড়বৌ—হ্যাঁ……

বীণা—(পায়ের ধূলো নিয়ে প্রণাম করে) আজ থেকে আপনি আমারও দাদা। মৈথিলীর মত আমিও আপনার ছোট বোন্·· …

বাণীকণ্ঠ—কী সর্ব্বনাশ ! না, না, না, আমাব সঙ্গে কোনো সম্পর্ক পাতাবাব চেষ্টা কববেন না। ওই এক ভদ্রমহিলা এসে ব'সে আছেন—অতি উৎকট ও বীভৎস একটি সম্পর্ক পাতাবাব মতলবে। দ্যাট্‌স্ ভেবি ব্যাড্

বীণা—উৎকট ও বীভৎস, মানে ?

বাণীকণ্ঠ—বিশুদ্ধ বাংলা বোঝেন না নাকি ? যাকে বলে মোষ্ট্ আগ্‌লি এণ্ড্ ড্রেড্‌ফুল !

বীণা—ছিঃ ওকথা বল্‌বেন না

বাণীকণ্ঠ—কেন বলবো না ? যাতা বল্‌বাব 'লাইসেন্স' আমার আছে—তা' বোধ হয আপনি জানেন না ?

বীণা—আমি শুনেছি আপনি নাকি একজন—মহাপুরুষ !

বাণীকণ্ঠ—ওই মতলব-বাজ—মহানাবী বলেছেন বুঝি ? শী ব্রিদ্‌স্ হট্ এণ্ড কোলড্ ইন্ দি সেম্ ব্রেথ্ ! ভেবি ডেন্‌জাবাস্ শী ইজ্ !

বীণা—না, না, আমাব বৌদি অতি চমৎকাব মেযে

বাণীকণ্ঠ—চিত্ত-চমৎকাবিণী—চপলা !

—দিল্-খোলা মহানাবী !
যখন যাহাব বক্ষ-লগ্না—
অতি অনুগতা তাবি।
কভু পায়ে, কভু মাথায় চড়িয়া
কোমল নয়নে অশ্রু ভবিয়া
মরীযা হইয়া প্রেম কবে—
যেন উদ্ধত-মিলিটারী !
রক্ষে করুন শ্রীমতী-ঝান্‌সী !
আমি অতি গো-বেচারী।

য়াবীশ্· যত সব য়াবীশ্··· (প্রস্থান

বীণা—ঘরে বসে দিনরাত কি করেন ?

বড়বৌ—ওই রকম অদ্ভূত যা'তা-কবিতা লেখেন আর আবৃত্তি করেন ......

বীণা—ফানি—ইন্‌ডিড্ !

(নীলকণ্ঠের প্রবেশ)

নীলকণ্ঠ—বৌমা ! খাঁ সাহেব তো এখানো ফিরলেন না, কি উপায় করি বলো তো ?

বড়বৌ—ব্যস্ত হ'য়ে তো কোন লাভ নেই বাবা ?

বীণা—আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন—খাঁ সাহেব যদি তাকে আন্‌তে না পারেন, আমি এনে দেবো

নীলকণ্ঠ—(বিস্মিতভাবে) তুমি এনে দেবে ?

বীণা—আজ্ঞে হ্যাঁ, আমি আকাশেও উড়তে পারি, জলেও ডুবতে পারি। এই বিপদের দিনে, আপনার পাশে এসে যখন দাঁড়িয়েছি, তখন আমার কৃতিত্বের পরিচয় না দিয়ে তো যাবো না ? আগে দেখ্‌বো—খাঁ সাহেব কি করেন ?

(বাণীকণ্ঠের প্রবেশ)

বাণীকণ্ঠ—বাবা ! মৈথিলী ফিরে এলে, তাকে ঘরে ঢুক্‌তে দেবে তো ?

নীলকণ্ঠ—ওরে বাণীকণ্ঠ ! আমার মৈথিলীকে কি আমি ত্যাগ করতে পারি ? (কাঁদিলেন)

বাণীকণ্ঠ—কেন পারো না ? ত্যাগই তো হিন্দুর ধর্ম্ম ! 'ত্যাগাৎ শান্তি নিরন্তম্' ? হে—মহামহিমান্বিত স্কেলিটন্ অব্ দি হিন্দু সোসাইটি ! তোমার রক্ত নেই, মাংস নেই, তবু হাড়ের ভেল্‌কি দেখাতে চাও ! অন্ন নেই, বস্ত্র নেই, তবু ভাতের মাড় খেয়ে, আর নেংটি পরে বেঁচে থাক্‌তে চাও ! কব্‌জির জোর নেই—কল্‌জির সাহস নেই, তবু বুক ফুলিয়ে

বলো, আমি হিন্দু, আমি সনাতন, আমি শাশ্বত—অক্ষয় ও অব্যয়! আর আমার মত ননীগোপালরা বলেন—পিতা স্বর্গঃ, পিতা ধর্ম্ম ইত্যাদি। আমাকে একটা বন্দুক দেবে বাবা ?

নীলকণ্ঠ—কেন ?

বাণীকণ্ঠ—মূর্খ গুণ্ডাদের মেরে লাভ কি ? হিন্দুসমাজকে রক্ষা করবার জন্যে সকলের আগে হতভাগিনী মৈথিলীর বাবাকেই গুলি করি—কি বলে ?

(নীলকণ্ঠের প্রস্থান)

বীণা—কে বলে আপনি পাগল ?

বাণীকণ্ঠ—তোমার ওই অ্যামাজোনিয়ান্ বৌদি বলেন বাবীশ্ !

(প্রস্থান)

বীণা—চলো দিদি ? আমাকে একখানা শাড়ী দেবে। কাল থেকে পোষাক ছাড়বার সুযোগ পাইনি। সত্যি, বড্ড লজ্জা করছে—শ্বশুরের সাম্নে এমন পুরুষ-বেশে দাঁড়িয়ে থাক্‌তে

বড়বৌ—চল্ (উভয়ের প্রস্থান)

(বৈষ্ণবী দূরে গাইতেছিল)

নীলকণ্ঠ—(প্রবেশ ক'রে) ওরে রতন! বৈষ্ণবীকে ডেকে নিয়ে আয় তো ?

(বৈষ্ণবীর প্রবেশ)

(গান)

ওরে ও আত্মঘাতী!
জাত-বিচারের মূল-কথা তুই
মানুষ কিনা বল্‌রে আগে!
দেখে তোর মানুষ-মারার মাতামাতি
সভ্য-জাতির লজ্জা লাগে!

ভাতনাশারও মা-বোন্ আছে—
মায়ের বুকের দুধ না-পেলে কেউ কি বাঁচে ?
সেই স্নেহময়ীর নয়নকোণে—কোন্ কারণে—
বল্‌রে পাপী ! অশ্রু জাগে ?
(একটা টাকা লইয়া বৈষ্ণবীর প্রস্থান)

নীলকণ্ঠ—বাণীকণ্ঠ ! বাণীকণ্ঠ !

বাণীকণ্ঠ—(প্রবেশ ক'রে) কি আদেশ পিতা ?

নীলকণ্ঠ—আজকের খবররের কাগজ পড়েছিস্ ?

বাণীকণ্ঠ—কেন পড়বো ? কি আছে তাতে ? বড় বড লোকেব বক্তৃতা ? টেলস্ টোলড্ বাই ইডিয়াটস্—ফুল্ অব সাউণ্ড এণ্ড ফিউরি—সিগ্‌নিফাইং নাথিং·· ·· রাবীশ্ !

নীলকণ্ঠ—তুই তো চমৎকার চণ্ডীপাঠ করিস্—শুনাবি একটু ? মনটা বড্ড অস্থির হ'য়ে উঠেছে······

বাণীকণ্ঠ—মাপ করো বাবা ! রোজ রোজ অতো বাজে বক্‌তে পারিনা আমি। সংক্ষেপে মাত্তর একটি শ্লোক্ বল্‌ছি শোনো—অতি অপূর্ব্ব শ্লোক্। এই শ্লোকের মধ্যেই আছে—বিশ্বের বিশ্লেষণ, আর পলিটিক্‌স্‌য়ের গূঢ় রহস্য !

জানামি ধর্ম্ম নচ মে প্রবৃত্তি,
জানাম্যধর্ম্ম নচ মে নিবৃত্তি
ত্বয়া হৃষিকেশ হৃদিস্থিতেন,
যথা নিযুক্তোস্মি তথা করোমি······

নীলকণ্ঠ—এর ভিতর পলিটিক্‌সের গূঢ় রহস্য কি দেখ্‌লি ?

বাণীকণ্ঠ—চার্চিল বল্‌ছেন——'জানামি ধর্ম্ম ন চ মে প্রবৃত্তি'—জিন্নাজী বল্‌ছেন—'জানাম্যধর্ম্ম ন চ মে নিবৃত্তি'—গান্ধীজী বল্‌ছেন—'ত্বয়াং

হৃষিকেশ হৃদিস্থিতেন'—আর আমরা জন-সাধারণ বল্‌ছি—'যথা নিযুক্তোস্মি তথা করোমি।'

(শাড়ী পরে বীণার প্রবেশ)

বাঃ বাঃ, বাঃ, তারা পরমেশ্বরী! 'কখনো পুরুষ হও মা! কখনো ষোড়শী-নারী?' আপনার সেই গুণ্ডাভীতি-নিবারণী পোষাকটা ছাড়লেন কেন? আপনার চেয়েও আপনার সেই পোষাকটা দেখে বেশী ভরসা পাচ্ছিলাম· (নীলকণ্ঠের প্রস্থান)

বীণা—বৌদিকে পরিয়ে দেবো?

বাণীকণ্ঠ—সিংহ-চর্ম্মাবৃত গর্দ্দভের মত ওর ভিতর সে-বিক্রম ফুটবে না তো?

বীনা—তা'হলে শাড়ী পড়লেও আমার বন্দুক-ধরবার ক্ষমতা নষ্ট হবে না·····

বাণীকণ্ঠ—তা' সত্যি 'গোলাপেরে দেহ অন্য নাম, সেই গন্ধ সেই রূপ রহিবে অটুট্!'

নীলকণ্ঠ—(প্রবেশ করে) তোমার নাম কি?

বীণা—স্বকৃতি সবদার। আমি নমোদের মেয়ে··· ·

বাণীকণ্ঠ—বাবা! তোমার ভাতের হাঁড়ি আর ঠাকুরঘর সাম্‌লাও। ও বন্দুকধারিণী সরদারণীর মতলব কিন্তু ভাল নয় ····

(বীণা হাস্‌তে লাগল)

নীলকণ্ঠ—(ডাক্‌লেন) রতন! আমার গড়গড়াটা এখানে এনে দে।

(রতনের প্রবেশ)

আর—দেখ্‌ তো রাখাল গরুগুলোকে খেতে দিয়েছে কি না?

রতন—গরু তো একটিও নেই হুজুর। গুণ্ডারা সব নিয়ে গেছে···

নীলকণ্ঠ—তাই নাকি? গরুও গেছে মৈথিলীও গেছে! তবে আর

ভাবনা কি বাণীকণ্ঠ ! তোমরা এ বাড়ীটাকে এখন খৃষ্টানের বাড়ী ক'রে তোলো, আমার কোনো আপত্তি নেই······

বীণা—আমার জন্যে ভয় পাচ্ছেন ? আমি তো এখানে চিরদিন থাকতে আসিনি ? আপনার ঠাকুরঘর আর রান্নাঘর অপবিত্র করবো না আমি······

নীলকণ্ঠ—এই বিপন্ন-ব্রাহ্মণকে বিদ্রূপ করছো ?

বীণা—আমাকে ভুল বুঝবেন না। মৈথিলী ফিরে এলে কি করবেন, তাই জিজ্ঞেস করছি। বিধবা সে। বিয়ে দিতে তো পারবেন না ? ঠাকুরঘরে ঢুকতে না দিলে বেচারা বাঁচবে কি করে ?

(নীলকণ্ঠের দুচোখ দিয়ে জল গড়াচ্ছিল)

নীলকণ্ঠ—(রুদ্ধ আবেগে) আমার মৈথিলী মরে গেছে

বাণীকণ্ঠ—রাবীশ্ ! মৈথিলী মরে গেছে ! যত সব রাবীশ্ !

(প্রস্থান)

বীণা—ক্ষমা করবেন। আপনাকে ব্যথা দেবার জন্যে কথাটা বলিনি। ওই সব গুণ্ডারা কেন জোর ক'রে হিঁদুর মেয়েকে নিয়ে যায়—তা কি জানেন ? যার জাত থাকে ভাতের হাঁড়ির ভেতর, আর ছুঁলে যে মরে যায়—তাকে মারা খুব সোজা······

নীলকণ্ঠ—তুমি কি বলতে চাও—হিন্দুর আচার-নিষ্ঠার কোনো মানে নেই ?

বীণা—অতি হীন ছুঁৎমার্গই যদি হয় আচার-নিষ্ঠার ভিত্তি—তাহলে নিশ্চয়ই নেই। আসফ্‌আলি আমাদের অরুণাদেবীকে অরুণা-আসফ্-আলি করে নিতে পারেন। আর, রাবেয়া খাতুনকে রাবেয়া চক্রবর্ত্তী ক'রে নেওয়া তো দূরের কথা,—বীণা মিত্তিরও হতে পারে না আপনার পুত্রবধূ ! আপনাদের এ দুর্ব্বলতার খবর বিধর্ম্মী গুণ্ডারা জানে আর

জানে বলেই—মৈথিলীকে ধরে নিয়ে গেছে বোরখা পরিয়ে বিবি সাজাবার জন্যে ·····

নীলকণ্ঠ—(উত্তেজিতভাবে) আমি আবার বল্‌ছি—মৈথিলী মরে গেছে ! তার সম্বন্ধে আর কোনো মন্তব্য শুন্‌তে চাই না······

বীণা—চট্‌লে তো চল্‌বে না বাবা ? কথাটা আজ একটু ভাবুন। এই ভাবনার উপর নির্ভর করছে হিন্দুর অস্তিত্ব—হিন্দুর ভবিষ্যৎ আশা-আকাঙ্খা। এখানে আমি দু'দিন কেন থাক্‌বো জানেন ?

নীলকণ্ঠ—কেন ?

বীণা—আতাখাঁ যদি মৈথিলীকে আন্‌তে না-পারেন, তা'হলে আমিই যাবো· ·

নীলকণ্ঠ—তুমি যাবে সেই গুণ্ডাদের কাছে ?

বীণা—নিশ্চয়ই যাবো। দরকার হ'লে আমার বোনের জন্যে—আমিও জাত হারাবো, অখাদ্য খাবো, অকাজ করবো, তবু ভাতের হাঁড়ির ছোঁয়া লেগে একটা মেয়েকে মরতে দেবো না। যেখানেই সে থাকুক—আমি তাকে ফিরিয়ে আন্‌বো। তারপর—আমার বন্ধু বীণা মিত্তিরের সঙ্গে পাঠিয়ে দেব আপনার এখানে। তখন পারবেন ঠাকুরঘর আর রান্নাঘর সাম্‌লাতে ?

নীলকণ্ঠ—সত্যি বলো, তুমিই বীণা মিত্তির কি না ?

(রতন গড়াগড়া রেখে গেল)

বীণা—আজ্ঞে না, আমি সুকৃতি সরদার। বীণা মিত্তিরের আত্ম-সম্মান বোধ আছে। আপনার ব্রাহ্মণত্বের গোড়ামীকে মেনে নিয়ে, আপনার ঘৃণা ও উপেক্ষা সইবার জন্যে সে কি এখানে আস্‌তে পারে ? যদি কোনো দিন আসে—মৈথিলীকে সঙ্গে নিয়েই আস্‌বে। (প্রস্থান)

(নীলকণ্ঠ ঘন ঘন তামাক টান্‌তে লাগ্‌লেন)

প্রথম অঙ্ক

(চতুর্থ দৃশ্য)

স্থান – বারান্দা

কাল—পূর্ব্বাহ্ন

দৃশ্য—হেমকণ্ঠ ও বীণা কথা বল্‌ছিল···

হেমকণ্ঠ—শোনো বীণা !

বীণা – চুপ্ ! আমি বীণা নই—স্বকৃতি সরদার

হেমকণ্ঠ – এখানে তো কেউ নেই·

বীণা—দেযালেরও কান আছে ।

হেমকণ্ঠ—আবশ্যকীয় অস্ত্রশাতি, আর প্রায় দুশো সাহসী-ছেলে জোগাড় করেছি। এ অত্যাচারের প্রতিশোধ আমি নেবই ·

বীণা—পাগ্‌লামো করোনা। শিক্ষিত ভদ্রলোক তোমরা। তোমরাও যদি গুণ্ডামির জবাবে গুণ্ডামি সুরু করো, তা হলে শিক্ষা ও সভ্যতার কোনো মর্য্যাদা থাক্‌বে না। সমাজ-শৃঙ্খলা ভেঙে যাবে ··

(বাণীকণ্ঠের প্রবেশ)

বাণীকণ্ঠ – হুঁ, তা'হলে তুমিই হেমকণ্ঠের বৌ বীণা মিত্তির ?

বীণা—না, না, কে বল্‌লে ?

বাণীকণ্ঠ—দেওয়ালের যদি কান থাকে, তাহলে টেবিল-চেয়ার-আল্‌মারীর মুখ থাকা তো অসম্ভব নয় ? বোধ হয় তারাই কেউ বলেছে···

বীণা—আপনার পায়ে পড়ি দাদা ! এ কথা প্রকাশ করবেন না। তাহলে আমি এখান থেকে চলে যেতে বাধ্য হবো······

বাণীকণ্ঠ—তোমাকে তাড়াবার জন্মে জমিদার-চক্রবর্ত্তী চেষ্টা করতে

পারেন, আমি কেন করবো ? কি দরকার ? তবে তুমি ঝান্সী-পোষাক ত্যাগ ক'রে—শাড়ী-দোলানো অসভ্য ক'নে-বৌ সেজে খুব অন্যায় করেছ……এ তোমাকে মোটেই মানাচ্ছে না……

হেমকণ্ঠ—দাদা ! এখান থেকে একটু যাবে ?

বাণীকণ্ঠ—কেন ? এই সাহসী মেয়েটিকে ভুল-পথে নাবাতে চাস্ বুঝি ?

হেমকণ্ঠ—ভুল-পথ মানে ?

বাণীকণ্ঠ—হিন্দুরা যদি দল বেঁধে আজ মুসলমানদের উপর অত্যাচার করতে চেষ্টা করে—তা'হলে কি কায়েদ-ই-আজমের 'টু-নেশান-থিওরি'ই মেনে নেওয়া হয় না ?

বীণা—ঠিক বলেছেন—এই অত্যাচার ও উৎপীড়নের জন্যে জাতি-হিসাবে মুসলমানদের দায়ী করা নির্বুদ্ধিতা। গুণ্ডামি কোনো সম্প্রদায় বিশেষের সর্ব্বজন-মানিত নীতি হতে পারে না। এমন অনেক ধর্ম্মপ্রাণ মুসলমান আছেন—যারা গুণ্ডাদের এই দুর্বুদ্ধির জন্যে অত্যন্ত দুঃখিত।

বাণীকণ্ঠ—হেমকণ্ঠের কানটা মোলে দাও বৌমা ! শিক্ষিত ভদ্র-সন্তান হ'বে গুণ্ডামি করতে চায় ? রাবীশ্ ! (প্রস্থান)

হেমকণ্ঠ—শোনো বীণা ! মৈথিলীর কথা ভাব্ছি—আর আমার মাথার ভেতর আগুন জ্বলছে……

বীণা—মৈথিলীকে আমি এনে দেবো। তোমার বাবা কি তাকে ঘরে ঠাঁই দেবেন ?

হেমকণ্ঠ—তুমি কি বল্ছো ?

বীণা—আমি বল্ছি—আগে ঘর সাম্লাও। তা'হলেই সব সমস্যায় মীমাংসা হবে…… .

হেমকণ্ঠ—মৈথিলীকে তিনি ঠাঁই দেবেন না ?

বীণা—নিশ্চয়ই না। সবার উপরেই নোটিশ জারী করেছেন

—এ বাড়িতে কেউ যেন আর মৈথিলীর নামোচ্চারণ না করে। সে মরে গেছে· · · ·

(বীণার প্রস্থান)

[নীলকণ্ঠের প্রবেশ]

নীলকণ্ঠ—হেমকণ্ঠ! তুই নাকি কলকাতা থেকে কতকগুলো গুণ্ডা আর গুলি-গোলা নিয়ে এসেছিস—স্থানীয় মুসলমানদের উপর অত্যাচার চালাবার উদ্দেশ্যে ?

হেমকণ্ঠ—হ্যাঁ·

নীলকণ্ঠ—মতলবটা ত্যাগ কর

হেমকণ্ঠ—কেন ?

নীলকণ্ঠ—কলকাতার মত হিন্দু-মুসলমানের বিবাদ তো এখানে বাধেনি ? জমিদারের বিরুদ্ধে প্রজার বিদ্রোহ·দমন করবার দায়িত্ব, জমিদারের—কালকাতার গুণ্ডাদের নয়। বাইরে থেকে এসে আমার প্রজাদের উপর অত্যাচার করবার অধিকার—বাইরের লোককে আমি কখ্খনো দেবো না !

হেমকণ্ঠ—মৈথিলী-সম্বন্ধ কি ব্যবস্থা করবে ?

নীলকণ্ঠ—সে মরে গেছে· ·

হেমকণ্ঠ—অত সহজে কথাটার জবাব দেওয়া চলবে না। আমি জানতে চাই—সে যদি ফিরে আসে—তুমি তাকে এ বাড়িতে ঠাঁই দেবে কি না ?

নীলকণ্ঠ—না।

হেমকণ্ঠ—তার অপরাধ ?

নীলকণ্ঠ—অপরাধ তার নয় আমার, সে কথা আমি স্বীকার করছি। আমাকেই প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে। মৈথিলার মৃত্যু-কামনার চেয়ে বড় প্রায়শ্চিত্ত আমার আর কি হতে পারে হেমকণ্ঠ ?

হেমকণ্ঠ—বৌদির কাছে শুনলাম—মৈথিলীকে তুমি গুলি ক'রে মারতে চেষ্টা করেছিলে ? একথা কি সত্যি ?

নীলকণ্ঠ—হ্যাঁ। প্রাণ দিয়েও হিন্দুনারী তার দৈহিক-শুচিতা রক্ষা করবে, এই হ'লো শাস্ত্রের নির্দেশ !

হেমকণ্ঠ—জাত-হিসাবে তোমরা আর বেশীদিন থাক্‌বে না এ পৃথিবীতে—তা বুঝ্‌তে পারছি। তোমরা শাস্ত্র জানো, কিন্তু শাস্ত্রার্থ জানো না। শুচিতার আদর্শ শুধু দেহকে নিয়ে নয়, মনকে নিয়েও। মনের শুচিতা নষ্ট না-হলে—দেহকে ত্যাগ করার কোনো মানে হয় না। যাকে কুকুরে কাম্‌ড়েছে—তাকে চিকিৎসা করতে পার—মেরে ফেলতে পার না ·

[জনৈক চৌকিদারের প্রবেশ]

চৌকিদার—প্রণাম ছোটবাবু ! আপনাকে এখুনি একবার থানায় যেতে হবে ·

হেমকণ্ঠ—কেন ?

চৌকিদার—দারোগা তলব করেছেন। এই যে চিঠি· ·

হেমকণ্ঠ—(চিঠি পড়ে) বাবা ! দারোগাকে তুমি কি জানিয়েছ ?

(বীণার প্রবেশ)

নীলকণ্ঠ—জানিয়েছি—কলকাতা থেকে একদল গুণ্ডা এসেছে—আমার প্রজাদের উপর অত্যাচার ও উৎপীড়ন করার উদ্দেশ্যে··

হেমকণ্ঠ—কী আশ্চর্য্য ! হঠাৎ তোমার এমন প্রজাপ্রীতি উথ্‌লে উঠলো যে—আমাকেও হাজত-বাস করাতে চাও ? আচ্ছা—আসি তা'হলে ?

(পায়ের ধূলা নিয়ে প্রস্থান)

বীণা—(খুব হাস্‌তে লাগ্‌লো)

নীলকণ্ঠ—হাস্‌ছো কেন ?

বীণা—যারা জমিদার-বাড়ি লুট্ করলো, জমিদারের মেয়েকে ধ'রে নিয়ে গেল, সেই সব দুর্বৃত্ত প্রজাদের উপর এত সহানুভূতি আপনার জাগ্‌লো যে· কী আশ্চর্য্য !

নীলকণ্ঠ—না, না, আমার প্রজারা কোনো অপরাধ করেনি। সেও আর একদল গুণ্ডার কাজ—তারাও কলকাতার আমদানী

বীণা—আপনি ঠিক জানেন ?

নীলকণ্ঠ—ঠিক না-জেনে জমীদার নীলকণ্ঠ চক্রবর্ত্তী কোন কাজ করেন না। আমার মাতব্বর প্রজারা সবাই কাল এসেছিল আমার কাছে। জমিদারের এই অপমানের জন্যে তারা দুঃখিত। চোখের জলে ক্ষমা-প্রার্থনা করেছে।

বীণা—কিন্তু মৈথিলীর কথা ?

নীলকণ্ঠ—বেরিয়ে যাও এখান থেকে—হাজার বার বল্‌ছি—মৈথিলী মরে গেছে'—তার নাম আর কেউ উচ্চারণ করো না। তবু শুন্‌বে না ?

বীণা—নিরপরাধিনী মৈথিলীকে ভুল্‌তে পারবেন ?

নীলকণ্ঠ—না-ভুল্‌তে পারি—গলায় একটা দড়ি বেঁধে ওই কড়ি-কাঠে ঝুল্‌বো। তবু 'মৈথিলী, 'মৈথিলী' বলে কেঁদে বেড়াবো না· ·

(প্রস্থান)

বীণা—এই যদি হয় বিচার—মেয়েরা যেন আর হিঁদুর ঘরে জন্মগ্রহণ না-করে· ছি ছি ছি !

অন্যদিকে প্রস্থান)

প্রথম অঙ্ক

(পঞ্চম দৃশ্য)

স্থান—বাণীকণ্ঠের বাড়ি

কাল—পূর্ব্বাহ্ন

দৃশ্য—বাণীকণ্ঠ একটি কীর্ত্তন রচনা করে আপন মনে গাইছিল বড়বৌ দরজায় দাঁড়িয়ে।

(গান)

দাঁড়িতে টিকিতে লাগিল দ্বন্দ্ব !
দাঁড়িতে ··
টিকি বলে—তুই জানিস্ নারে—
তোর লুঙি আর তাজ
দেখে পাই লাজ,
সহিতে পারিনা প্যাঁজের গন্ধ ।
দাঁড়ি বলে তুই বুঝিস্ নারে—
তোর ছেঁড়া-নামাবলী
করে দলাদলি,
তাই বলি—তোর কপাল মন্দ ।

(হঠাৎ বড়বৌ সশব্দে হেসে উঠ্ল))

বাণীকণ্ঠ—(মুখ ফিরিয়ে সে দিকে চেয়ে) দয়াময়ী অশ্বিনী-ঠাকরুণ ! হঠাৎ আপনার এরূপ অশ্ব-হাস্যের কারণটা তো ঠিক বুঝতে পারছি না ··

বড়বৌ—আপনার গর্দ্দভ-সঙ্গীত শুনে, না হেসে পারলাম না·

বাণীকণ্ঠ—আপনি নাচ্‌তে পারেন ?

বড়বৌ—সঙ্গী পেলে পাবি বৈকি, এসো না একটু নাচি
(নিকটে গিয়ে হাত ধরল)

বাণীকণ্ঠ—বাবীশ্ !

(ঝাঁকি দিয়ে হাত ছাড়িয়ে নিয়ে একটু সরে গিয়ে আবৃত্তি করতে লাগ্ল)

বিজলী চমকে, মেঘ-ডম্বরু বাজিছে !
কে নাচিছে প্রলয়ের নৃত্যে ?
অশিব জেগেছে আজ শিবাণীর মরণে

নৃত্যের তালে তোলো ধ্বংসের ছন্দ !
ধ্বক্ ধ্বক্ ত্রিনয়নে জ্বালো সেই বহ্নি—
পুড়ে ছাই হ'য়ে যাক্ সৃষ্টি !
মুছে যাক্ শয়তানী—সভ্যতা-অভিমানী
মানুষের ধর্ম্ম ও কৃষ্টি....

......জয় হিন্দ্

(প্রস্থান)

(হাস্তে হাস্তে বীণার প্রবেশ)

বীণা—কি হলো দিদি ? আদিদেবকে তুষ্ট করতে পারলে না ?

বড়বৌ—(কেঁদে) বীণা ! ওঁর মাথাটা কি আর ভাল হবে না ?

বীণা —কেন হবে না দিদি ! নিশ্চয়ই হবে। একটা কাজ করো··

বড়বৌ—কি বল্ ?

বীণা —কিছুদিন লাইব্রেরী-ঘরটা তালাবন্ধ রাখো। তার পর ওঁকে নিয়ে যাও তোমার কাছে কিচেনে বা ডাইনিং-হলে। সেখানে ব'সে উনি সর্ব্বদা তোমাকে দেখ্‌বেন, আর আস্বাদন করবেন তোমার হাতের রান্না···

বড়বৌ—তাতে কি হবে ?

বীণা —সে অবস্থায় পুরুষের রসনা অত্যন্ত সরস হ'য়ে ওঠে। দিন রাত যিনি ডুবে থাকেন বইয়ের ভিতর, তাকে কি করে পাবে দিদি ?

বড়বৌ—তুই বুঝি সর্ব্বদাই ঠাকুরপোকে কাছে রাখিস্—কাছে থাকিস্ ?

বীণা—টোয়েন্‌টি ফোর আওয়ার্স। যখন-তখন ঝগড়া, মারামারি, এমন কি বক্সিং পর্য্যন্ত ! কিন্তু দিদি ! উই অল্‌ওয়েজ্ ফিনিশ্ উইথ্ এম্‌ব্রেস্ এণ্ড্ কিসেস্—সো স্যুইট্ !

বড়বৌ—ভগবান তোদের সুখে রাখুন······

বীণা—(দীর্ঘশ্বাস) ভগবান রাখ্‌লেও, শ্বশুর তো রাখ্‌ছেন না। তাঁর ব্রাহ্মণত্বের দাবীর জন্যে তোমার ঠাকুরপোর মনে শান্তি নেই······

বড়বৌ—তা'তো জানি···

বীণা—তাই তো ছুটে এসেছি। প্রাণ দিয়েও এবার আমার দাবী প্রতিষ্ঠা করবো।

বড়বৌ—তুই যে সেই বীণামিত্তির—একথা নিশ্চয় জান্‌লে, শ্বশুর তোকে······

বীণা—তাড়িয়ে দেবেন, তাকি আর জানিনা ? সেই কারণেই তো [illegible]নাম ভাঁড়িয়েছি। তোমাদের ঠাকুরঘরে আর রান্নাঘরে এখন

ঢুক্‌বো না। মৈথিলীর গলা জড়িয়ে ধ'রে যখন ঢুক্‌বো—তখন কেউ বাধা দিলেও শুন্‌বো না, বা মান্‌বো না।

বড়বৌ—মৈথিলী কি আর ফিরে আস্‌বে?

বীণা—বেঁচে থাকলে নিশ্চযই আস্‌বে। তাকে আস্‌তেই হবে। যেখানেই সে থাকুক না কেন, আমি নিজেই যাবো সেখানে

(আতা খাঁর প্রবেশ)

আতাখাঁ—ভাল আছেন বৌমা-ঠাক্‌রুণ! হুজুব কোথায?

বডবৌ—পূজো কবছেন। বস্থন—খবব দিচ্ছি· · · (প্রস্থান)

আতাখাঁ—(বীণার দিকে চেয়ে) তুমি কে মা-লক্ষ্মী? তোমাকে যেন কোথায় দেখেছি ব'লে মনে হচ্ছে · ·

বীণা—শুধু দেখেন নি। একদিন একটু আলাপও হয়েছিল।

আতাখাঁ—কোথায় বলো তো?

বীণা—এস্‌, ডি, ওর বাংলোয় ··

আতাখাঁ—হ্যাঁ, হ্যাঁ মনে পড়েছে—তুমি আমাদের মহকুমা হাকিমের······

বীণা—বন্ধুর বৌ······

আতাখাঁ—তা'—এখানে কি স্থত্রে · · ?

বীণা—জমিদারের পুত্রবধূ আমার বন্ধু······

আতাখাঁ—তুমিই কি সেদিন দশহাতে বন্দুক চালিয়েছিলে, গুণ্ডা-তাড়াতে?

বীণা—(হেসে) দশহাত কোথায় পাবো? দু'হাতেই চালিয়ে-ছিলাম······

আতাখাঁ—আমাদের এখানে এক সাধু-বৈরাগী আছেন। তিনি নাকি দূর থেকে দেখেছিলেন তোমার দশখানা হাত!

বীণা—সাধু কি দেখেছিলেন জানিনা। তবে দু'হাতেই অনেক গুণ্ডা বধ করেছিলাম সেদিন। শুন্‌লাম, তারা সবাই নাকি বিদেশী লোক?

আতাখাঁ—কে যে কোত্থেকে কতকগুলো ভাড়াটে গুণ্ডা আমদানী ক'রে আমাদের এই শান্তির দেশে অশান্তির আগুন জ্বাল্‌ছে—তা' ঠিক বুঝ্‌তে পারছিনে···মা লক্ষ্মী! এ শয়তানি শুধু আমার মনস্থরের নয়। এর পিছনে নিশ্চয়ই কোনো মোটা-মাথা আছে। মনে হয়, কোনো মতলব-বাজ দুষমণ আজ হঠাৎ মেতে উঠেছে দেশের সর্ব্বনাশের নেশায়!

(বড়বৌয়ের প্রবেশ)

বড়বৌ—বাবা আস্‌ছেন। মৈথিলীর কেনো খোঁজ পেলেন না সাহেব?

আতাখাঁ—হাঁ পেয়েছি। মা আমার এখানে নেই······

বীণা—কোথায়?

আতাখাঁ—কলকাতায়······

বড়বৌ—সেই গুণ্ডারাই নিয়ে গেছে?

আতাখাঁ—হ্যাঁ, আজই আমি যাচ্ছি সেখানে।

বীণা—কখন যাবেন?

আতাখাঁ—ঘণ্টা দুই বাদেই ট্রেণ। হুজুরকে কথাটা জানাতে এলাম।

বীণা—আমি যাবো আপনার সঙ্গে······

আতাখাঁ—কেন?

বীণা—আপনার উদ্দেশ্য বুঝলেই গুণ্ডারা তাকে সরিয়ে ফেল্‌বে। আগে আপনি আমাকে পৌঁছে দেবেন তার কাছে······

আতাখাঁ—কী সর্ব্বনাশ! সে গুণ্ডার আড্ডায় তোমাকে কি ক'রে নিয়ে যাবো মা-লক্ষ্মী? একজন কে উদ্ধার করতে গিয়ে আর একজনকে রেখে আস্‌বো সেখানে?

বীণা—আপনিই তো বল্‌লেন আমার দশহাত। দশহাত-ওয়ালা মেয়েকে কেউ কি পারে ধবে রাখ্‌তে? নিশ্চয়ই আপনার ঘরে বোর্‌খা আছে?

আতাখাঁ—হ্যাঁ তা দু'একটা আছে বৈকি· ···

বীণা—চলুন, আপনার বাড়ীতে গিয়ে বোর্‌খা পর্‌বো—আপনাব মেয়ে সাজ্‌বো। তারপর মৈথিলীর কাছে গিয়ে, খুব গোপনে তাকে নিয়ে পালিয়ে আস্‌বো। প্রকাশ্যে গুণ্ডাদের হাত থেকে তাকে উদ্ধার করতে কখ্‌খনো পারবেন না আপনি······

আতাখাঁ—উপস্থিত তোমাকে আমার বাড়িতে নিয়ে যেতেও তো সাহস করছি না। চারিদিকে গুণ্ডা ঘুরছে·· ···

বীণা—গুণ্ডাদের দাওয়াই আছে আমার কাছে—এই দেখুন·

(একটা রিভলবার দেখাল)

আতাখাঁ—দশহাতওয়ালা মেয়েই বটে, আচ্ছা—চলো। কিন্তু কৈ—হুজুর তো এখানে এলেন না? আমি যে আর দেরি করতে পারছিনে?

বড়বৌ—(উঁকি দিয়া) ঐ যে আস্‌ছেন।

(আতাখাঁ উঠে দাঁড়ালেন। নীলকণ্ঠের প্রবেশ)

আতাখাঁ—সেলাম হুজুর!

নীলকণ্ঠ—খবর কি খাঁ সাহেব?

আতা খাঁ—মায়ের আমার খোঁজ পেয়েছি। গুণ্ডারা তাঁকে কলকাতায় নিয়ে গেছে······

নীলকণ্ঠ—সে জাহান্নমে গেছে। তার কথা আর আলোচনা করো না···খাঁ সাহেব!

বীণা—ধর্ম্মের নামে যেখানে ভণ্ডামি ছাড়া আর কিছু নেই—জাহান্নম কি সেই অচলায়তনের বাইরে? স্বর্গ ও নরকের দূরত্ব মাত্র এক পা! সত্যিই যদি সে জাহান্নমে গিয়ে থাকে—তাকে বেহেস্তে টেনে আনতে লাগ্‌বে মাত্তর এক সেকেণ্ড! আমিই আন্‌বো·· (প্রস্থান)

আতার্খাঁ—কে মেয়েটি?

নীলকণ্ঠ—বীণামিত্তির! যে উচ্ছৃঙ্খল অসবর্ণাকে বিয়ে করে, হেমকণ্ঠ আমার কুল পবিত্র করেছে

বড়বৌ—বীণা অসবর্ণা বটে, কিন্তু উচ্ছৃঙ্খল্‌ও নয়, অসচ্চরিত্রও নয়—আপনার সে ধারণা ভুল

(বীণার প্রস্থান)

নীলকণ্ঠ—চুপ করো বৌমা! মৈথিলী-উদ্ধারের বাহাদুরী দেখাবার জন্তে, যে মেয়ে গুণ্ডাদের আড্ডায় যেতে সাহস করে—নিশ্চয়ই সে চরিত্রের কোনো মর্য্যাদা মানে না···

আতার্খাঁ—(হেসে) তাহলে কি আপনি বল্‌তে চান্—যে যত ভীরু, কাপুরুষ, সে তত চরিত্রবান্?

নীলকণ্ঠ—মেয়েদের সম্বন্ধে আমার ধারণা ঠিক তাই······

বড়বৌ—মৈথিলী ফিরে এলে আপনি কি সত্যিই তাকে এ বাড়িতে ঠাঁই দেবেন না?

নীলকণ্ঠ—নিশ্চয়ই না·····

আতার্খাঁ—বলেন কি! সে যে আপনার কত আদরের মেয়ে—তা'তো আমি জানি হুজুর!

নীলকণ্ঠ—চুপকরো খাঁ সাহেব! কাউকে দেখতে না দিয়ে গোপনে গোপনে অনেক কেঁদেছি। আর পারছি নে! নিষ্পাপ সে, মহাপাপী আমি। এ শাস্তি আমাকে ভোগ করতেই হবে……

বড়বৌ—বাবা!

নীলকণ্ঠ—বৌমা! আমি আত্মঘাতী হবো, তবু মৈথিলীর মুখ আর দেখ্‌বো না……

(মিলিটারী পোষাক হাতে নিয়ে বীণার প্রবেশ)

বীণা—আধুনিক ছেলে-মেয়েরা কেন এত বাহাদুরী দেখাচ্ছে তা' জানেন? প্রাচীন সনাতনীরা সে বিষয়ে তাদের গুরুদেব! গুণ্ডাদের প্রতি সহানুভূতি দেখিয়ে নিজের ছেলেকে হাজতে আট্‌কানো, অসতী ব'লে পুত্র-বধূকে অস্বীকার করা, পতিতা ব'লে প্রিয়তম কন্যাকে পরিত্যাগ করা—কি কম বাহাদুরী? নিজের অন্তরকে অস্বীকার ক'রে আপনি যে বাহাদুরী দেখাচ্ছেন—সভ্যতার ইতিহাসে তার কোনো তুলনা নেই…চলুন্ খাঁ সাহেব!

(কিছুদূর গিয়ে ফিরে এসে নীলকণ্ঠকে একটা প্রণাম করে চোখভরা জল নিয়ে বলল) বাবা! আশীর্ব্বাদ করুন, মৈথিলীকে যেন নিয়ে আস্‌তে পারি……

বড়বৌ—(বীণাকে জড়িয়ে ধরে) বীণা! তুইও যদি ফিরে আস্‌তে না পারিস্? গুণ্ডারা যদি তোকেও আট্‌কে রাখে?

বীণা—(হাসিয়া) আমিও তাদের চেয়ে কম গুণ্ডা নই দিদি! যে দেশের পুরুষরা মেয়েদের মর্য্যাদা রাখ্‌তে জানে না, মেয়েকে ফেলে দেয় আস্তাকুঁড়ে, কুকুরের উচ্ছিষ্ট এঁটো পাতের মত, সে দেশে একদল মেয়ে গুণ্ডা তৈরি হবার দরকার কি এখনো হয়নি দিদি? গুণ্ডামি যে শুধু

পুরুষরাই করতে জানে, মেয়েরা জানে না—একথা আমি স্বীকার করি না।

(নীলকণ্ঠের দিকে ফিরে) আজই মরবেন না বাবা! দু'চার দিন অপেক্ষা করুন! মৈথিলীকে আমি নিশ্চয়ই নিয়ে আস্‌বো। তার মুখখানি দেখে, পরে মরবেন· আসুন খাঁ সাহেব !

(হাত ধ'রে খাঁ সাহেবকে টেনে নিয়ে প্রস্থান)

(বাণীকণ্ঠের প্রবেশ)

বাণীকণ্ঠ—বাবা! বৌমা ব'লে মেয়েটিকে একবার ডাক্‌লে না? অসুর-নাশের জন্যে দধিচি দিয়েছিলেন তার 'হাড়'—আর তোমার বৌমা দিচ্ছেন রক্ত ও মাংস! তোমার কুল-পবিত্র-করা ও মেয়েটিকে তুমি চিন্‌লে না বাবা? ওকে ডাকো, ওকে ফেরাও—বৌমা ব'লে বরণ ক'রে আগে ঘরে তোলো—তারপর পাঠাও মৈথিলী-উদ্ধারের জন্যে···

নীলকণ্ঠ—চুপ কর বাণীকণ্ঠ !

বাণীকণ্ঠ—হে মতিচ্ছন্ন সনাতনী! হে অচলায়তনের কর্ণধার! হে ধর্ম্মনাবমিবাম্ভসি! এখনো ভাবো, বোঝো, এবার তুমি ডুব্‌বে কি ভাস্‌বে? ও মেয়েটি বীণা মিত্তির নয় বাবা! ও হচ্ছে বিরাট-হিন্দু-সমাজের কাছে একটি ক্ষুদ্র প্রশ্ন—মৈথিলীকে ও নিশ্চয়ই নিয়ে আস্‌বে। তখন ওর প্রশ্নের জবাবে কোনো গোজামিল চল্‌বে না তো?

নীলকণ্ঠ—বাণীকণ্ঠ! বীণামিত্তির আমার পুত্রবধূ এ কথা আমি কিছুতেই স্বীকার করবো না···

(বড়বৌয়ের প্রস্থান

বাণীকণ্ঠ—মৈথিলী যে তোমার মেয়ে সেকথাও কি অস্বীকার করবে? তাকেও কি বুকে তুলে নেবে না?

নীলকণ্ঠ—বাণীকণ্ঠ! বন্দুকটা নিয়ে আয়, আমাকে গুলি কর। আমি আর সহ্য করতে পারছিনে

বাণীকণ্ঠ—তোমাকে গুলি করবে বীণামিত্তির, আমি কেন করবে? আমার কি দরকার? আমি করবো সাষ্টাঙ্গে একটি প্রণাম—

পিতা স্বর্গঃ পিতা ধর্ম্ম পিতাহি পরমন্তপঃ
পিতরি প্রীতিমাপন্নে প্রীয়ন্তে সর্ব্বদেবতাঃ

(সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করল)

(নীলকণ্ঠের চোখ হ'তে জল গড়াতে লাগল।)

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

স্থান—জমিদারের পুষ্পোদ্যান

কাল—পূর্ব্বাহ্ন

দৃশ্য—বাণীকণ্ঠ একটা চেয়ারে বসে খবরের কাগজ পড়ছিল। তাহার পিছনে লাঠি হাতে দাঁড়িয়ে ছিল—ভোজপুরী দারোয়ান। বৈষ্ণবী গোপীযন্ত্র বাজাইয়া গাহিতেছিল—

"এক বটে ভাই! কিন্তু তারা দুই জনে একজন—
দুই বিনে এই ভবে, ও ভাই! হয়না কোনো কাজ সাধন।
দিবা-রাত্রি-মিলনে পূর্ণ এক দিবস ভনে
দু'পক্ষে একমাস, আর দু'মাসে এক ঋতু গণে
চন্দ্রসূর্য্য দুই হ'তে হয় বৎসরেতে দুই অয়ন।
এই যে দেহের অবয়ব—দুই দুই দেখো সব—
দুই কানে কেউ দুই শোনেনা শোনে একটি রব।
আবার দুই চোখে কেউ দুই দেখে না ভাই!
ও ভাই—হয়রে একটি দরশন।
ক্ষেপা রসিক বলে—
ক্ষেপা রসিক বলে—দু'এক হ'লে—
ছয় এক করতে কতক্ষণ?"

বাণীকণ্ঠ—না, না, গানের শেষ পদগুলি ঠিক হলো না···

বৈষ্ণবী—তাহলে কি হবে হুজুর?

বাণীকণ্ঠ—ও ভাই হিন্দু-মুসলমান!
হও যদি একপ্রাণ······

আপনি হবে জাত-বেজাতের বিবাদ অবসান।

বাণীকণ্ঠ বলে……

বাণীকণ্ঠ বলে—দু'এক হলে—খুন-খারাপি অকারণ।

(নীলকণ্ঠের প্রবেশ)

নীলকণ্ঠ—(বৈষ্ণবীকে একটা টাকা দিয়ে) রোজ এসে বাণীকণ্ঠকে ভগবানের নাম শুনিয়ে যেও…

বৈষ্ণবী—যে আজ্ঞা হুজুর ! (প্রস্থান)

বাণীকণ্ঠ—আচ্ছা বাবা ! ভগবানের নাম নিয়েই যখন ভারতবর্ষে এত গণ্ডগোল আরম্ভ হয়েছে, তখন ওটা কিছুদিন তোমার ক্যাশবাক্সে তোলা থাক না ?

নীলকণ্ঠ—তার মানে ?

বাণীকণ্ঠ—তোমরা হরিধ্বনি দিলেই ওরা যখন 'আল্লাহো-আকবর' বলে চিৎকার ক'রে ওঠে, সঙ্গে সঙ্গে সুরু হয় দাঙ্গাহাঙ্গামা ও রক্তগঙ্গা, তখন কি দরকার ? থাকুন না 'হরি আর আল্লা' কিছুদিন তোমাদের মত কাঠ্-মোল্লাদের সেফ্ কাস্টডিতে। দেশে শান্তি বিরাজ করুক……

নীলকণ্ঠ—হ্যাঁ, এখনকার রাজনৈতিক 'হরিধ্বনি আর 'আল্লাহো আকবরের' মধ্যে ধর্ম্ম-পিপাসা বলে কিছু নেই। আছে শুধু দলগত স্বার্থ-বুদ্ধি আর অধর্ম্মের উত্তেজনা !

বাণীকণ্ঠ—তাই যদি সত্যি হয়—তাহলে মহাত্মাজীকে 'তার' করি—তিনি তাঁর 'প্রেয়ার-মিটিং' গুলো বন্ধ রাখুন। উপস্থিত মড়ার মাথা দিয়ে, পশ্চিম-পাঞ্জাবে আর পূর্ব্ব-বাংলায় দুটো পঞ্চ-মুণ্ডীর আসন রচনা করা হোক্। একটাতে বসুন গান্ধীজী, আর একটাতে বসুন জিন্নাজী ! দু'জনাই নির্ব্বাক ভাবে সিদ্ধিলাভ করুন—পাশ্চাত্য গণ-তান্ত্রিক রাষ্ট্র-সাধনায়। তারপর প্রকাশ করবেন তাঁদের রাজনৈতিক মতবাদ।

নীলকণ্ঠ—থাম্, থাম্, বাজে বকিস্‌নে—হরিনামে মাতোয়ারা মহাপ্রভু, তাঁর মাথা ভাঙলেও জগাই-মাধাইকে প্রেম না দিয়ে ছাড়েননি। মহাপুরুষ মহম্মদ তাঁর বুকের এক ফোঁটা রক্ত মাটিতে পড়তে দেননি—পাছে যারা তাঁকে মেরেছিল—তাদের কোনো অকল্যাণ হয়· ····

বাণীকণ্ঠ—তা'হলে তুমি এক কাজ করো বাবা !

নীলকণ্ঠ—কি ?

বাণীকণ্ঠ—মিছে আর মৈথিলীর জন্যে কেঁদে ভাসাচ্ছ কেন ? পাঠিয়ে দাও—আতর, এসেন্স, গন্ধতেল, সাবান প্রভৃতি—খুব ভালো একপ্রস্থ শুভবিবাহের তত্ত্ব ! মহাপ্রভু আর মহাপুরুষের মতানুসরণ করো······

নীলকণ্ঠ—তা'ছাড়া আর কি করছি ? কি করতে পারছি ? আদালতে গুণ্ডাদের বিচার আরম্ভ হয়েছে। পুলীশ আমাকে সাক্ষী মেনেছে। আমি কি বলে এসেছি—তাকি শুনিস্ নি ?

বাণীকণ্ঠ—না তো ··

নীলকণ্ঠ—আমার প্রজারা আমার উপর কোনো অত্যাচার করেনি। তাদের বিরুদ্ধে আমার কোনো অভিযোগ নেই ·····

বাণীকণ্ঠ—ও, হলপ ক'রে—মিছে কথা বলেছ তো ? বেশ, বেশ, এই তো সনাতন ও শাশ্বত ধর্ম্মবুদ্ধি ! চারিদিকে তোমার জয়জয়কার হোক্ বাবা ! কিন্তু আমি শুধু ভাব্‌ছি—বেচারা মৈথিলীর অপরাধ কি ?

নীলকণ্ঠ—না, না, মিছে কথা নয়—বাণীকণ্ঠ ! আমার প্রজাদের অর্থে আর কায়িক পরিশ্রমেই এ জমিদার-বাড়িটা তৈরি হয়েছিল। তারাই যদি আজ এটাকে লুটে নিতে চায়—আমার আপত্তির কি কারণ থাকৃতে পারে ?

বাণীকণ্ঠ—(উত্তেজিত ভাবে) বটে ? তাহলে তুমি কি বল্‌তে চাও—মৈথিলীও তোমার গো-শালের একটা গরু ?

[হেমকণ্ঠের প্রবেশ]

নীলকণ্ঠ—সে অন্যায়ের প্রতিবাদ জানাতে গেছেন আমার ছোটবৌমা —ওই হেমকণ্ঠের স্ত্রী ·····

বাণীকণ্ঠ—(উৎফুল্লভাবে) অ্যাঁ বলো কি ? সেই ঝান্সী-মহিলা বীণামিত্তিরকে তুমি ছোটবৌমা বলে স্বীকার ক'রে নিচ্ছ ? তোমার ব্রহ্ম-রক্ত শীতল হয়েছে ? চিয়ার আপ্ হেমকণ্ঠ ! আই কন্‌গ্রাচুলেট ইউ··· জয় গাজী-হিন্দপাক্ !

হেমকণ্ঠ—'গাজী হিন্দপাক্' কথাটার মানে কি দাদা ? অনেকবার শুনলাম তোমার মুখে··

বাণীকণ্ঠ—এদেশে আমি একটা নূতন ধর্ম্মসম্প্রদায় গঠন করবো। তাদের উপাস্য দেবতা হবেন 'গাজী' অর্থাৎ গান্ধীর 'গা' আব জিন্নার 'জী' ! তারা তাজিয়া নিয়েও নাচ্‌বে, ঠাকুর দেবতার ভাসানেও যোগদান করবে। তারা নামাজও করবে, গুরুমন্ত্রও জপ্‌বে—তাদের শ্লোগান্ হবে—জয় গাজী হিন্দ-পাক্ ! (প্রস্থান)

হেমকণ্ঠ—দাদার অবস্থা আজকাল যেন একটু ভাল মনে হচ্ছে··

নীলকণ্ঠ—হাঁ। আজ ক'দিন দেখ্‌ছি—বাজে বক্‌লেও তার যুক্তিতর্কের মধ্যে একটা সামঞ্জস্য আছে। শুন্‌ছি বৌমার সঙ্গেও ভালো ব্যবহার করছে···

হেমকণ্ঠ—বীণার চিঠি পেয়েছি···

নীলকণ্ঠ—কার চিঠি ? ছোটবৌমার ? কি লিখেছেন তিনি ?

হেমকণ্ঠ—কলকাতা পৌছেচে। মৈথিলীর সন্ধান পেয়েছে। দু'এক দিনের ভিতরেই দেখা করবে······

নীলকণ্ঠ—হুঁ, কিন্তু হেমকণ্ঠ তুই নাকি এখনো তোর কুমতলব ত্যাগ করিস্‌নি ?

হেমণ্ঠক – কে বল্‌লে ?

নীলকণ্ঠ—দারোগা বলছিল্—মুচ্‌লেকা দিয়ে হাজত থেকে বেরিয়ে এসেও তুই নাকি গোপনে গোপনে প্রজাদের উপর অত্যাচার চালাচ্ছিস্ ? কালও নাকি কয়েকটা গাঁয়ে আগুন লাগিয়েছিস্……

হেমকণ্ঠ—মৈথিলী যতদিন ফিরে না আস্‌বে, ততদিন এ অত্যাচার চলবেই····

নীলকণ্ঠ—ওরে পাগল ! প্রতিহিংসা দিয়ে হিংসাকে দমন করা যায় না।। অন্যায় দিয়ে অন্যায়ের প্রতীকার হয় না। মিথ্যাকে মিথ্যা দিয়ে আঘাত দিলে কি সত্যের স্বরূপ ফুটে ওটে ?

(একটি পাঁচ বছরের মেয়েকে বুকে নিয়ে বাণীকণ্ঠের প্রবেশ)

বাণীকণ্ঠ—এ মেয়েটি কে হেমকণ্ঠ ! দেখ্‌তো একে চিন্‌তে পারিস্ কিনা··· ··?

হেমকণ্ঠ—তুমি ওকে কোথায় পেলে ?

বাণীকণ্ঠ—হা হা হা হা—তোর সব প্লান্ আপ্‌সেট্ হয়ে গেছে। আমি সব জেনে ফেলেছি। চিলে-কোঠায় যে দুটি মেয়েকে আট্‌কে রেখেছিলি—তাদের আমি মুক্তি দিয়েছি। মেয়েদু'টী কেঁদে কেঁদে কি বল্‌লো—জানো বাবা ! হিন্দু-গুণ্ডারা আমার মা-বাপকে মেরে ফেলেছে—আমাদের বাড়িঘর জ্বালিয়ে দিয়েছে—আমি কোথায় যাবো······?

নীলকণ্ঠ—কী ভয়ানক কথা !

বাণীকণ্ঠ—আমি তখন মেয়েটাকে বুকে তুলে নিয়ে কি বলেছি শুন্‌বে ?

নীলকণ্ঠ—কি ?

বাণীকণ্ঠ—ওরে ! আমিই তোর মা, আমিই তোর বাপ। তোকে বুকে

নিয়ে যদি হিন্দুসমাজ ত্যাগ করতে হয় তাও করবো, যদি মুসলমান হতে হয় তাও হবো, তবু তোকে মা-বাপ-হারা হ'তে দেব না। কোনো ধর্ম্মই মানুষকে প্রাণহীন পশু হবার শিক্ষা দেয় না হেমকণ্ঠ !

নীলকণ্ঠ—হেমকণ্ঠ ! তুই এখুনি বেরিয়ে যা, আমার বাড়ি থেকে। আমি তোর মুখ দেখ্‌বো না···

বাণীকণ্ঠ—ওর বুকে যে কত ব্যথা তাতো তুমি বুঝ্‌তে পারছো না বাবা ! মৈথিলীকে ও বড্ড ভালবাসে। তারপর, ওর অতিবড ভাল-বাসার পাত্রী শ্রীমতী ঝান্‌সীও গেলেন মৈথিলীর পথে। তাই বোধ হয় দুটো মেয়েকে এনে আট্‌কে রেখেছিল—যদি তারা ফিরে না-আসে, তাহলে এদের দুজনকে খুন করে প্রতিশোধ নেবে।

নীলকণ্ঠ—এই ঘৃণিত কুকাজের নাম—প্রতিশোধ। শিক্ষিত শয়তান !

বাণীকণ্ঠ—অতো চট্‌ছো কেন বাবা ? তোমায় বড়ছেলের পাগ্‌লামো সেরে গেছে, আর ছোট ছেলেটা পাগল হয়ে উঠ্‌ছে। মোটের উপর হিসাবের অঙ্ক ঠিকই আছে। ওরে হেমকণ্ঠ ! পারিস্‌ তো বৌমার পাশে গিয়ে বীরের মত দাঁড়া—মৈথিলী-উদ্ধারের জন্যে তাঁকে সাহায্য কর্‌। এখানকার দুটি নিরপরাধিনীকে খুন করা কি, অতি হীন কাপুরুষতা নয় ? অপরাধ করলো গুণ্ডারা, আর শাস্তি পাবে, গোলাপফুলের মত এই নিষ্পাপ মেয়েটী ? বাঃ বাঃ বারে বিচার ! না, না, তুমি কেঁদনা। আমাকে না মেরে কেউ তোমাকে মারতে পারবে না। তুমি যে আমার মা—আমি তোমার ছেলে···লক্ষ্মীটি আমার কেঁদনা। (মেয়েটিকে আদর করতে লাগল)

দ্বিতীয় অঙ্ক

(দ্বিতীয় দৃশ্য)

স্থান—মুসলমান-পল্লীকুঠির ।

কাল—রাত্রি

দৃশ্য—মৈথিলী ও বীণা বোবখা পরে বসেছিল । আতাখাঁ প্রবেশ করলেন—তুজনাই মুখের পরদা সরিয়ে ফেলল ।

বীণা—মনসুর কি বলে খাঁসাহেব? সেকি আমার প্রস্তাবে রাজী নয়?

আতাখাঁ—না ।

বীণা—কেন?

আতাখাঁ—সেই পশ্চিমাগুণ্ডাটা নাকি বলছে, মৈথিলী হাতছাড়া হলে সে মনসুরকে খুন করবে। কাল সকালেই গুণ্ডাটা আস্‌বে মৈথিলীকে পাঞ্জাবে নিয়ে যাবার জন্যে ।

বীণা—তাকে এরেষ্ট করাবার জন্যে—আপনিও কি একবার থানায় যেতে পারেন না?

আতাখাঁ—কি করে যাবো? আমার উপরেও রেখেছে কড়া পাহারার ব্যবস্থা ।

বীণা—আমার কথা কিছু বলেছেন তাকে?

আতাখাঁ—হ্যাঁ, বলেছি, তুমি আমার মেয়ে। তোমাকে তারা অসম্মান করবে না…

বীণা—আর একবার আমি মনসুরের সঙ্গে কথা বল্‌তে চাই…

আতাখাঁ—এখুনি ডেকে আন্‌ছি…

(প্রস্থান)

বীণা—শোন্ মৈথিলী! গুণ্ডাটা এখনো তোকে দেখেনি। বোরখা-ঢেকে মেয়ে সেজে আজ রাত্রেই তুই বেরিয়ে যাবি খাঁ-সাহেবের সঙ্গে· ·

মৈথিলী—তারপর তোমার উপায় কি হবে?

বীণা—আমার জন্যে কিছু ভাবিস্‌নে। একটা-কিছু উপায় আমার হবেই···

মৈথিলী—তোমার রিভলবারটাও মনসুর কেড়ে নিয়েছে ··

বীণা—কেড়ে নেবে কেন? আমি নিজেই দিয়েছি। সত্যিই তো একটা রিভলবার হাতে থাক্‌লে সে কেন আমাকে ঢুক্‌তে দেবে এ বাড়ীতে? তার প্রাণে ভয় নেই?

মৈথিলী—তাতো বুঝলাম, কিন্তু শুধু-হাতে গুণ্ডাদের সঙ্গে গেলে, তোমার তো সর্ব্বনাশ হবে বৌদি!

বীণা—আমি নিজে যদি না করি, আমার মত সর্ব্বনাশা মেয়েব সর্ব্বনাশ করতে কেউ পারে না!

মৈথিলী—পাঞ্জাবে যখন নিয়ে যাবে, তখন খাঁ সাহেবও থাকবেন না তোমার সঙ্গে ··

বীণা—পশ্চিমাগুণ্ডার সাধ্য কি যে আমাকে বাংলার বাইরে নিয়ে যায়? এখানে আমার সঙ্গী, মাত্তর তুই আর আতাখাঁ। কিন্তু হাওড়া ষ্টেশনে পৌছিলে আমার সঙ্গীর অভাব নেই! পথে নিয়ে গুণ্ডাটাকে আমি এমন শিক্ষা দেব যে প্রত্যেক পশ্চিমাগুণ্ডা তা চিরদিন মনে রাখ্‌বে। ওদের কেউ আর কখনো বাঙালী-মেয়ের গায়ে হাত দিতে সাহস করবে না···

মৈথিলী—এত সাহস তোমার মনে কোত্থেকে আস্‌ছে বৌদি? একটা রিভলবারও হাতে নেই ··

বীণা—কার্টিজ না থাকলে যেমন রিভলবারে কোন কাজ হয় না, মনে

সাহস না থাকলেও তেমনি কার্টিজভরা রিভলভাব হাত থেকে খসে পড়ে যায়। এযুগে ভীরুতা আর ভয় নিয়ে কোন মেয়েই তার আত্মসম্মান রক্ষা কবতে পাববে না।···

(মনসুর ও আতাখাঁর প্রবেশ)

বীণা—(সাগ্রহে উঠে গিয়ে মনসুরের হাত ধরল) মনসুর! ভাই! —আমাদেব বাঁচাবার কি কোন উপায় করতে পারনা তুমি?

মনসুর—আপনারা বিশ্বাস করবেন কিনা জানিনা—তবু আমার বাবাকে স্পর্শ করে বলতে পারি, কোন অসদুদ্দেশ্যে জমিদারের মেয়েকে এখানে নিয়ে আসিনি আমি···

বীণা—কোন্ সদুদ্দেশ্যে ডাকাতি করতে গিয়েছিলে সেখানে?

মনসুব—উদ্দেশ্য ছিল—জমিদার-বাড়ি লুট করে, স্থানীয় লীগের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করা। কিন্তু কতকগুলো অশিক্ষিত গুণ্ডার জন্যে ব্যাপারটা খুব কুৎসিৎ হ'য়ে উঠেছে। নিজের বোন্ মনে করেই আমি ওঁকে কৌশলে উদ্ধার করেছি। জিজ্ঞাসা করুন—কোনো অসম্মান করেছি কিনা?

মৈথিলী—না।

বীণা—কিন্তু এখন উপায় কি?

মনসুর—কোন উপায় দেখ্‌ছি না। গুণ্ডারা বাড়ি ঘেরাও ক'রে রেখেছে। প্রাণ দিলেও ওঁকে আর রক্ষা করতে পারবো না।

বীণা—বেশ, তাহ'লে মৈথিলী পাঞ্জাবীর সঙ্গে পাঞ্জাবেই যাবে। আজ রাত্রের ট্রেনে আমি তো ফিরে যেতে পারবো তোমার বাবার সঙ্গে?

মনসুর—কোনো বাধা নেই। আপনাকে তো বাবা এখানে এনে তুলেছেন নিজের মেয়ে বলে পরিচয় দিয়ে? আমার বোন্‌কে কেউ অসম্মান করবে না··

বীণা—বেশ তাহলে আমার রিভলবারটা দাও। আমি তো এখান থেকেই চলেই যাচ্ছি···

মনসুর—মাপ করবেন। আতাখাঁর মেয়ে নির্বিঘ্নে দেশে পৌঁছতে পারবেন। পথে তাঁর একটা রিভলবাব দরকার হবে না। ওটা আপনার ভাই মনসুরকে উপহার দিয়ে যান। আপনি খুব বুদ্ধিমতী, সে কথা স্বীকার করছি। কিন্তু বিবি সাহেব! মনসুরও খুব বোকা নয়।

(প্রস্থান)

বীণা—(উঁকি দিয়ে দেখে) খাঁসাহেব! আমাকে চারটে খালি ম্যাচ-বাক্সো জোগাড় করে দিতে পারেন?

আতাখাঁ—খালি ম্যাচ-বাক্সো?

বীণা··· হ্যাঁ।

আতাখাঁ—কেন?

বীণা—রিভলবার তৈরি করবো ··

আতাখাঁ—রিভলবার? খালি ম্যাচবাক্সো দিয়ে? কি বলছো?

বীণা—হ্যাঁ···আমার ওস্তাদি অনেক···

আতাখাঁ—তা, সত্যি। তোমার অসাধ্য কিছু নেই। আচ্ছা দেখি···

(প্রস্থান)

মৈথিলী—খালি ম্যাচ দিয়ে রিভলবার তৈরি করবে? মানে?

বীণা—কোনো জিনিষ তৈরি করা আর যোগাড় করা তো একই কথা?

(চিঠির প্যাডের একটা কাগজ টেনে নিয়ে বীণা তা চার টুকরা করল। তারপর নিজের ফাউনটেন পেন ও টুকরাগুলি মৈথিলীকে দিল)।

বীণা—আমি যা বলি—লিখে ফেলতো এই চারটুকরো কাগজে?

মৈথিলী—বলো—

বীণা—লেখ··"পশ্চিমাগুণ্ডা আমাকে জোর করে নিয়ে যাচ্ছে পাঞ্জাবে। ভয়ানক বিপন্না। কোনো জমিদারের মেয়ে!"

মৈথিলী—চার টুকরোতেই ওই এক কথা লিখ্‌বো?

বীণা—হ্যাঁ······

(মৈথিলী লিখিতে লাগিল, আতাখাঁর প্রবেশ)

আতাখাঁ—এই নাও ম্যাচ বাক্‌সো। তারপর আমার সঙ্গে কে যাবে ঠিক করলে?

বীণা—কাকে যেতে বলেন আপনি?

আতাখাঁ—ওকথাটা আমাকে জিজ্ঞেস করো না মা-লক্ষ্মী! আমার তো ইচ্ছে করছে—তোমাদের দু'জনকেই নিয়ে যাই এ নরক থেকে। একজনকে রেখেই যেতে হবে—ভাব্‌লে আমার চোখ ফেটে জল আসে। (চোখ মুছে) ট্রেনের তো আর বেশী দেরী নেই, যে যাবে তৈরি হও···

বীণা—তোর লেখা হলো মৈথিলী?

মৈথিলী—হ্যাঁ হয়েছে·· ···

বীণা—তাহলে বোরখাটা ঠিক ক'রে পরে নে, ও কাগজ আর ম্যাচ আমিই গুছিয়ে নিচ্ছি।

মৈথিলী—ও দিয়ে কি হবে তাতো বল্‌লে না?

বীণা—প্রত্যেক বাক্‌সের ভিতর কাগজের টুকরো ভরবো! একটা ফেল্‌বো হাওড়ায়, একটা বর্দ্ধমানে, একটা অণ্ডালে আর একটা আসান সোলে। তারপর যা'হবে তা তোরা খবরের কাগজেই দেখ্‌তে পাবি···

আতাখাঁ—তুমি দশহাতওয়ালা মেয়েই বটে। চলো মা আর দেরি ক'রো না। ট্যাক্সি এসে গেছে······

(মৈথিলী বীণাকে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে লাগল)

বীণা—কাঁদিস্‌নে মৈথিলী ! একদিন আমি নিশ্চয়ই গিয়ে উঠ্‌বো তোদের বাড়িতে। আমার শ্বশুরমশাইকে বলিস্‌—এবার আমি আগুনে-পোড়া খাঁটি সোনা হ'য়ে ফিরে যাবো। আর অগ্রাহ্য করতে পারবেন না আমাকে···

(বীণার পায়ের ধূলো নিয়ে মৈথিলীর প্রস্থান— আতাখাঁর সঙ্গে)

(বীণা সেই কাগজের টুকরাগুলি ম্যাচের মধ্যে ভরতে ভরতে—গুন্‌ গুন্‌ করে গাইতে লাগল)

(গান)

জীবনের মূলে ভুল, ডালে ভুল
পাতায় পাতায় শুধু ভুল !
তবু বুকে মধু নিয়ে কেন ফোটে ফুল ?
দেখি জোছনার মায়া-মরীচিকা
কেন কাঁদো বিরহী-বালিকা ?
ছিঁড়ে ফেলো ও ফুল-মালিকা—
সন্তাপে হ'য়োনা আকুল।

(দূরে মনসুরকে আস্‌তে দেখে ব্লাউজের ভিতর ম্যাচ চারিটি লুকিয়ে ফেলল)।

বীণা—এসো মনসুর ! তোমার সে গুণ্ডাবন্ধু কি এসেছেন ?

মনসুর—না। জমিদারের মেয়েকে বাবার সঙ্গে পাঠিয়ে, নিজেই পাঞ্জাবে যাচ্ছেন বুঝি······

বীণা—হ্যাঁ। পঞ্চনদ দেখ্‌বার এমন সুযোগটা কি ছাড়তে পারি ?

মনসুর—আপনার এ মতলব আমি আগেই বুঝেছি··· ·

বীণা—আমার ভাই মনসুর যে বোকা নয়, তা জানি···

মনসুর—দেখুন—মানুষের মহত্ত্ব দেখ্‌লে মুগ্ধ হয় না— এমন অমানুষ খুব কমই আছে। তাই আপনার একটা উপকার করেছি আমি···

বীণা—কি উপকার ?

মনসুর—গুণ্ডাটার মতলব ছিল—আজ রাত্রেই আপনার কাছে আস্‌বে।

বীণা —(চম্‌কিয়া) তাই নাকি ? তারপর ?

মনসুর— আমি তাকে বলেছি—জমিদার-কন্যা মুসলমান-ধর্ম্ম গ্রহণ করতে চান্‌—ধর্ম্ম-মতে তোমাকে বিয়ে করতে চান্‌। তার আগে তাঁকে স্পর্শ করলে তিনি আত্মহত্যা করবেন।

বীণা—ঠিক বলেছ··· ···

মনসুর—শেষ পর্য্যন্ত স্বীকার করেছে, আপনাকে মুসলমানী না করে আপনার অঙ্গ স্পর্শ করবে না। পবিত্র ইসলামে দীক্ষিত হতে আপনি রাজী আছেন তো ?

বীণা—(হেসে) যারা ধর্ম্মের মহিমা প্রচার করবে অ্যাট্‌ দি পয়েন্ট অব্‌ ড্যাগার ! তাদের কাছে 'রাজী'—'গররাজীর' মূল্য কি ? কবে পাঞ্জাবে নিয়ে যাবে তাই বলো···

মনসুর—আজই তো রওনা হচ্ছেন ··কিন্তু বাঙালীর মেয়ে পাঞ্জাবে যাবার জন্যে এত ব্যস্ত হ'য়ে পড়েছেন কেন বলুন তো ?

বীণা—(উত্তেজিতভাবে উঠে দাঁড়িয়ে)

—পঞ্চনদের দেশে
দাঁড়ায়ে মুক্তকেশে

হাসিতে হাসিতে হিন্দুর মেয়ে
করিবে আত্মদান—
হবে সে মোছলমান।

চলো, চলো, মনসুর! আমি খুব অস্থির হ'য়ে উঠেছি—গুণ্ডাটাকে দেখ্‌বার জন্যে……। আমি হিন্দুও নই, মুসলমানও নই। আমি এই ভারতের—মহাভারতের মহাশক্তি! নিশ্চয়ই তা' প্রমাণ করবো—চলো……

দ্বিতীয় অঙ্ক

৩য় দৃশ্য)

স্থান—বারান্দা

কাল—অপরাহ্ন

দৃশ্য—বাণীকণ্ঠের পিছনে পিছনে বড়বৌ প্রবেশ করল।

বাণীকণ্ঠ—না, না, না, তা'হতে পারেনা বড়বৌ! যতদিন মৈথিলী ফিরে না আস্‌ছে, ততদিন তোমাকে আমি 'ল্যাণ্ড্‌লেডি' বলে সেলাম করতে পারি। কিন্তু বড়বৌ ব'লে স্বীকার করতে পারি না···

বড়বৌ—গুণ্ডাবা সেদিন মৈথিলীকে না নিয়ে, আমাকে নিয়ে গেলেই তুমি খুব সুখী হতে—না

বাণীকণ্ঠ—সে বিষযে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই······

বড়বৌ—কেন?

বাণীকণ্ঠ—বিধবা দেখ্‌লে আমার দুচোখ জলে ভরে ওঠে। সধবা দেখ্‌লে চোখদুটো জ্বালা করে। তার মুখের দিকে চাইতেই পারিনে···

বড়বৌ—আমি অবাক হয়ে ভাবি—তুমি কি

বাণীকণ্ঠ—তাকি আজও বোঝোনি?

নিত্য-কালের তৃতীয় নয়নে উগারে বহ্নি-জ্বালা
ধ্বংশের পাশে গলে দোলে তার সৃষ্টির ফুলমালা!
নাচে ভৈরব, বৈভব নাশি, কাঁদিছে সর্ব্বহারা—
চিরপুরাতনে বিদায় দানিয়া আসিছে নূতন-ধারা!
নূতন দৃষ্টি, নূতন কৃষ্টি, নূতন সৃষ্টি চাই—
ওগো জরা! ওগো অতীতের স্মৃতি! তোমাদের স্থান নাই।
গুড্‌বাই—গুড্‌বাই···জয় হিন্দ্‌···

(ব্যস্তভাবে নীলকণ্ঠের প্রবেশ)

নীলকণ্ঠ—ওরে বাণীকণ্ঠ ! মৈথিলী ফিরে এসেছে !

বড়বৌ—ফিরে এসেছে ? কৈ ? কোথায় ?

(বড়বৌয়ের প্রস্থান) (আতাখাঁর প্রবেশ)

নীলকণ্ঠ—এসো খাঁ সাহেব, বসো, বসো,··

বাণীকণ্ঠ—বাবা ! আগুন জ্বাল্‌বে না ?

নীলকণ্ঠ—আগুন ? কেন ?

বাণীকণ্ঠ—ত্রেতা-যুগের মৈথিলীকে অগ্নিশুদ্ধি না ক'রে তো শ্রীরামচন্দ্র ঘরে তোলেননি ?

নীলকণ্ঠ—আমি যে মৈথিলীর বাবা। বাবার বুকে মেয়েব জন্যে যে কি আগুন জ্বলে তাকি রামচন্দ্র জানতেন ? তিনি তো তখনো সন্তানের বাপ হননি ?

বাণীকণ্ঠ—তা' বল্‌তে পার। বৌ পরের মেয়ে ! মৈথিলীকে পেয়ে আনন্দে নেচে উঠেছ। কিন্তু ছোটবৌমা এসেছেন কিনা, সে খববটা খাঁসাহেবের কাছে একবার জিজ্ঞাসাও করলে না ?

নীলকণ্ঠ—হ্যাঁ, হ্যাঁ, ভাল কথা। আমার ছোটবৌমা কোথায় খাঁসাহেব ?

আতাখাঁ—মৈথিলীকে আমার সঙ্গে পাঠিয়ে দিয়ে, গুণ্ডাদের সঙ্গে চলে গেছেন পাঞ্জাবে।

নীলকণ্ঠ—বলো কী ? কী সর্ব্বনাশ !

আতাখাঁ—আশ্চর্য্য মেয়ে ! এমন মেয়ে আমি কখনো দেখিনি···

নীলকণ্ঠ—পাঞ্জাবে গেলেন কেন ?

বাণীকণ্ঠ—বুঝতে পারছ না ? মৈথিলীকে তিনি উদ্ধার করেছেন—নিজে মৈথিলী সেজে। গুণ্ডারা কেন মৈথিলীকে ছাড়বে ?

নীলকণ্ঠ—আহা! কত দুঃখ কত অভিমান নিয়ে গেছেন তিনি। কী দুর্বুদ্ধি আমার, তাঁর মত একটি মেয়েকে বৌমা ব'লে ডাকতেও ঘৃণা বোধ করেছি…

বাণীকণ্ঠ—কেন করেছ—বল্‌বো?

নীলকণ্ঠ—কেন বল্‌তো?

বাণীকণ্ঠ—সনাতনীরা ঘোর নাস্তিক। তারাই শাস্ত্র মানে না। "যঃ স্মরেৎ পুণ্ডরীকাক্ষং স বাহ্যাভ্যন্তরঃ শুচি।" একবার পুণ্ডরীকাক্ষকে স্মরণ করলে—ভিতরে ও বাহিরে শুচিতা-লাভের ব্যবস্থা আছে যে সমাজে, তাকে তোমরা করে রেখেছ—শুচিবায়ুগ্রস্ত অচলায়তন? কী আশ্চর্য্য!

নীলকণ্ঠ—ওরে বাণীকণ্ঠ! আমাকে আর তিরস্কার করিসনে। ছোট বৌমার মুখখানি মনে পড়ছে আর আমি অনুতাপে দগ্ধ হচ্ছি……

আতার্থা—দুঃখ করবেন না হুজুর। তিনি ফিরে আস্‌বেন…

নীলকণ্ঠ—(সাগ্রহে) ফিরে আস্‌বেন?

আতার্থা—নিশ্চয়ই ফিরে আস্‌বেন—তবে আপনাকে একটা কাজ করতে হবে…

নীলকণ্ঠ—কি?

আতার্থা—একবার দুর্গোৎসবের সময় আর মাটির ঠাকুর গড়বেন না। ওই মেয়েটিকেই দাঁড়াতে বল্‌বেন পূজার মণ্ডপে। আপনাদের সঙ্গে আমাদের ধর্ম্ম-বিরোধের মূলকথা হচ্ছে—আপনারা মাটির পুতুল পূজো করেন, আমরা করিনা। কিন্তু সেই জীবন্ত জগদম্বার পূজো আমরাও দেখ্‌তে আস্‌বো—আমরাও অঞ্জলি দেবো। সাধু বৈরাগী তাঁর দশহাত দেখেছেন। আমিও দেখিছি। আমি নিশ্চয়ই বুঝেছি—তিনি মানুষ নন্—সাক্ষাৎ ভগবতী!

বাণীকণ্ঠ—খাঁসাহেব ! আপনি কি মোছলমান ?

আতাখাঁ—খাঁটি মোছলমান। মোছলমান মানুষকে পূজো করে—মাটির পুতুলকে পূজো করেনা। মোছলমান মহত্বের কাছে মাথা নোয়ায়, দাম্ভিকের হীনতা সহ্য করে না। সাম্যবাদী মোছলমান কখনো স্বীকার করে না, ধনী ও দরিদ্রের বৈষম্য। মানুষ-মাত্রেই খোদাতালার কৃপার পাত্র। কতকগুলি চরিত্রহীন গুণ্ডা আর মাতালের কাজ দেখে পবিত্র ইস্‌লাম সম্বন্ধে কোনো খারাপ ধারণা করবেন না বড়বাবু !

(হেমকণ্ঠের প্রবেশ)

হেমকণ্ঠ—বাবা, আমি পাট্‌না যাচ্ছি·

নীলকণ্ঠ—পাট্‌না ? কেন ?

হেমকণ্ঠ—খুব জরুরী দরকারে

নীলকণ্ঠ—দরকারটা কি শুনি ?

হেমকণ্ঠ—(চুপ ক'রে থাকলো।)

বাণীকণ্ঠ—সে কথা ও বল্‌বে না, বল্‌তে পারবে না। আমি বল্‌ছি শোনো। পাটনা থেকে ওর এক বন্ধু লিখেছেন—'নোয়াখালির বদ্‌লী নেবে বেহার !' চিঠিখানা আমি দেখেছি। মনে হয়, উনি যাচ্ছেন গুণ্ডামির সেই পাল্‌টা জবাবে যোগদান করতে। তাই নয় কি হেমকণ্ঠ ?

—হেমকণ্ঠ—(চুপ করে থাক্‌লো)

নীলকণ্ঠ—কী ভয়ানক কথা ! রামের অপরাধে শ্যামের ফাঁসি—এ কোন্ বিচার-বুদ্ধি ?

বাণীকণ্ঠ—ওরে হেমকণ্ঠ ! 'টু রঙ্‌স্' ডু নট্ মেক ওয়ান্ রাইট্,···এক কাপ্ বাংলা-শয়তানির সঙ্গে আর এক কাপ্ বিহারী-শয়তানি মিশালে দু'কাপ্ ভারতীয় সৎবুদ্ধি তৈরি হবে না। সভ্য জগৎ আস্‌বে। বাংলা

মন্থন ক'রে যে বিষ উঠেছে, তা' ওই সব বাঙালী-নীলকণ্ঠরাই কণ্ঠে রাখুন……

হেমকণ্ঠ—চুপ করো দাদা! তোমার উপদেশ ঢের শুনেছি। সহিষ্ণুতার চরম সীমায় এসে পৌঁছিচি—আর নয়…

বাণীকণ্ঠ—তুই যে কেন এত অস্থির হয়ে উঠেছিস্—তা' বুঝতে পারছি। কোনো ভয় নেই হেমকণ্ঠ! ছোটবৌমা পাঞ্জাবে গিয়ে 'ভিনি-ভিসি-ভিডি' ক'রে শীগ্‌গীরই চলে আস্‌বেন…

নীলকণ্ঠ—চলো খাঁসাহেব, বাইরের ঘরে যাই। ওই হেমকণ্ঠই আমাকে পাগল করবে· ····

আতাখাঁ—শোনো ছোটবাবু! তোমাকে একটা কথা বলে যাই। বাংলা-বেহার-উড়িষ্যা, যেখানে অশান্তি ঘটালে তোমার মনে শান্তি হয়, ঘটাও। কেউ বাধা দেবে না, বা বাধা দিলেও তুমি শুন্‌বে না। কিন্তু আমি বল্‌ছি—এটা হিন্দু-মুসলমানের বিবাদ নয়…

হেমকণ্ঠ—তবে?

আতাখাঁ—এ হচ্ছে তোমার সঙ্গে মনসুরের বিবাদ। তুমিও হিন্দু নও—মনসুরও মোছলমান নয়। তোমরা দু'জনই স্বধর্ম্মত্যাগী বিলিতি ছেলে। তোমরা দু'জনই চাকরী-বাকরী আর মিনিষ্টারী নিয়ে ঝগড়া বাধিয়েছ। ভদ্দর লোক তোমরা, জামা-কাপড়ে দাগ লাগ্‌বার ভয়ে ছোরা মারতে পারনা—লেলিয়ে দিয়েছ একদল বদমাইস্, মাতাল ভাড়াটে গুণ্ডাকে। খাঁটি হিন্দু নীলকণ্ঠ চক্রবর্ত্তীর সঙ্গে এই খাঁটি মোছলমান আতাখাঁর কি কোনো বিবাদ আছে? বলুন হুজুর! আছে?

নীলকণ্ঠ—কখ্‌খনো না……

আতাখাঁ—তবে, এটাকে হিন্দু-মুসলমানের বিবাদ কেন বল্‌বো? বাংলাতেই হোক আর বেহারেই হোক, হিন্দুই হোক আর মুসলমানই

হোক—গুণ্ডাদের তো কেউ শাস্তি দিতে পারছেনা ছোটবাবু! শাস্তি-ভোগ করছে—যত নিরীহ শান্তিপ্রিয় লোক! মনসুর আমার ছেলে হলেও তাকে আমি ঘৃণা করি। দোহাই ছোটবাবু! তুমিও মনসুর হয়ো না—এ রক্তপাত থামাও ছোটবাবু! এ রক্তপাত থামাও· চলুন হুজুর!

(উভয়ের প্রস্থান)

বাণীকণ্ঠ—হেমকণ্ঠ! যাস্‌নে শোন্‌···পাটনায় না গিয়ে পাঞ্জাবে যা।··

হেমকণ্ঠ—কেন? বীণা তো বেঁচে নেই দাদা! আমি জানি তার কাছে রিভলবার আছে। তার গায়ে যদি কেউ হাত দেয়—তাহলে সে তাকেও মারবে—নিজেও মরবে······ (প্রস্থান)

(মৈথিলী একটু আগে এসে দরজায় দাঁড়িয়ে ছিল)

মৈথিলী—ছোড়দা জানে না যে, সে রিভলবারটাও বৌদির কাছে নেই। একেবারে অসহায় অবস্থায় সে চলে গেছে গুণ্ডাদের সাথে

বাণীকণ্ঠ—তাই নাকি?

মৈথিলী—হ্যাঁ। সে তো মরতেও পারবে না। তার কথা ভাবলে আমার বুকটা জ্বলে যায়। আমাকে বাঁচাবার জন্যে সে নিজের সর্ব্বনাশ করেছে······

বাণীকণ্ঠ—না, না, তার সর্ব্বনাশ কেউ করতে পারবে না। বড়বৌ! বড়বৌ! শোনো···

(বড়বৌয়ের প্রবেশ)

বড়বৌ—কি? বলো···

বাণীকণ্ঠ—কপালের সিঁদুর মুছে ফেলো···

বড়বৌ—(বিস্মিতভাবে) ওমা! কেন?

বাণীকণ্ঠ—মৈথিলী বল্‌ছে ছোটবৌমা নাকি আর ফিরে আস্‌বেন না। তাহলে তোমার বৈধব্যও সুনিশ্চিত.....

বড়বৌ—ছিঃ ওকথা বলো না...   (হাত ধরিল)

বাণীকণ্ঠ—(ঝাঁকি দিয়ে হাত ছাড়িয়ে) রাবীশ্‌ !

হে মাধুর্য্যময়ী !
মধুভাণ্ডে নিমজ্জিত মক্ষিকার মত—
আমারে বধিবে কেন ?
কেন এই ক্ষুদ্র স্বার্থ, ক্ষুদ্র ভালবাসা ?
সিন্ধুনীরে বিন্দুর পিপাসা—
আমি তো চাহিনা দেবি !
বিশ্ব সেবি' ধন্য হবো আমি—
কহিছেন—মোর অন্তর্য্যামী...

জয় হিন্দ্‌—

(প্রস্থান)

(বড়বৌয়ের চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগল)

দ্বিতীয় অঙ্ক

(৪র্থ দৃশ্য)

স্থান—ধানবাদ-ষ্টেশানের একাংশ

কাল—বৈকাল ৩টা

দৃশ্য—বাণীকণ্ঠ একখানা টিকিট কিনবাব জন্য ষ্টেশন-মাষ্টারেব দরজায় উপস্থিত।

বাণীকণ্ঠ—(একখানা একশো টাকাব নোট দিয়ে) ওয়ান্-ফাস্ট ক্লাশ রিজার্ভ ফর দিল্লী প্লিজ্

(বাণীকণ্ঠেব পূর্ব্বপবিচিত বন্ধু ধানবাদ-ষ্টেশনেব এ্যাসিস্টাণ্ট্ ষ্টেশন-মাস্টার মিঃ রয় এসে তাহাব পিঠ চাপ্‌ড়ে বললেন)

মিঃ রয়—হ্যালো বাণীকণ্ঠ! হঠাৎ ধানবাদে এসে উদয হলি কোত্থেকে? কোথায় যাচ্ছিস্?

বাণীকণ্ঠ—আপাতত দিল্লী।

মিঃ রয়—দিল্লীর পর বোধ হয় লাহোব?

বাণীকণ্ঠ—তা' কিছু ঠিক নেই। তুই কোথায় যাচ্ছিস্?

মিঃ রয়—আমি আবার যাবো কোথায়? আমিই তো এখানকার এ্যাসিট্যাণ্ট্ ষ্টেশন-মাষ্টার

বাণীকণ্ঠ—তাই নাকি? ভাল আছিস্?

মিঃ রয়—এই কম্যুনাল-ডিষ্টার্বেন্সের যুগে কেউ যদি বলে 'ভালো আছি' —ত'হলে হয় সে খুনী-আসামী আর না হয় পাগল······

বাণীকণ্ঠ—তা' যা বলেছিস্······

মিঃ রয় :—কিছুদিন আগে হেমকণ্ঠের সঙ্গে দেখা হয়েছিল এই ধানবাদে। সে বলছিল—তোর নাকি মাথা খারাপ হয়ে গেছে?

বাণীকণ্ঠ—হ্যাঁ, ভোটের জোরে ওইরূপ একটা অপবাদ আমার রটেছিল বটে……

মিঃ রয়—তারপর?

বাণীকণ্ঠ—কোনো পাগলই তো স্বীকার করতে চায় না, যে আমি পাগল… ?

মিঃ রয়—তা' সত্যি…… ·

বাণীকণ্ঠ—শেষে হেমকণ্ঠ নিয়ে এলে তার বেথুনী-বৌদিকে। তিনি এসে কাষ্টিং ভোটের জোরে প্রমাণ না করেই ছাড়লেন না যে আমার মাথা খারাপ……

মিঃ রয়—তা'হলে স্বীকার কর যে—একটু

বাণীকণ্ঠ—হ্যাঁ ভাই! একটু—তবে একেবারেই বিগ্ড়ে যাইনি। শ্বশুরকন্যা খুব সহজেই অয়েলিং ক'রে নিলেন। এখন বেশ কাটায় কাটায় ঠিক চল্‌ছি। গাড়ীর তো আর বেশী দেরী নেই—দেনা ভাই একখানা টিকিট এনে……(নোট দিল)

মিঃ রয়—এত ব্যস্ত কি? আজ আর নাই বা গেলি? চল বাসায় যাই। আমার বৌ তোকে দেখ্‌লে ভারী খুসী হবে……

বাণীকণ্ঠ—না ভাই, আমাকে আজ যেতেই হবে।

মিঃ রয়-কেন বল্‌তো? দিল্লীতে এমন কি জরুরী কাজ?

বাণীকণ্ঠ—হেমের সেই অসবর্ণা-বৌ—জাষ্টিস্ মিত্তিরের মেয়ে বীণাকে তো তুই চিনিস্?

মিঃ রয়—খুব চিনি……

বাণীকণ্ঠ—পশ্চিমা গুণ্ডারা তাকে ধরে নিয়ে গেছে।

মিঃ রয়—বলিস্ কি? কী সর্ব্বনাশ! কাল এই ধানবাদ-ষ্টেশনে একটা ভয়ানক ব্যাপার হয়ে গেছে যে······

বাণীকণ্ঠ—কি ?

মিঃ রয়—দুটো পশ্চিমা গুণ্ডা, কোন্-এক জমিদারের মেয়েকে পাঞ্জাবে নিয়ে যাচ্ছিল······

বাণীকণ্ঠ—তারপর ?

মিঃ রয়—বর্দ্ধমান বল্‌লো—ফাষ্ট´ক্লাশ কমপার্ট´মেণ্ট থেকে একটি মেয়ে ষ্টেশান-মষ্টারের গায়ে একটা ম্যাচ ছুঁড়ে মেরেছে—সেই ম্যাচের ভিতর একটুকরো কাগজ—তাতে লেখা—"উদ্ধার করুন, গুণ্ডাদের হাতে বিপন্না—কোনো জমিদারের মেয়ে"······

বাণীকণ্ঠ—তারপর ? তারপর ?

মিঃ রয়—আমরা এখানে গুণ্ডাদুটোকে এ্যারেষ্ট্ করলাম। কিন্তু কোনো মেয়ের সন্ধান পেলাম না। শেষে খবর নিয়ে জান্‌লাম—বর্দ্ধমান থেকে কিছুদূরে মেয়েটিকে পাওয়া গেছে লাইনের পাশে আন্-কন্‌শাস্ অবস্থায়। হয় সে নিজেই লাফিয়ে পড়েছে, আর না হয়—হজম করতে পারবেনা ভেবে গুণ্ডারাই ফেলে দিয়েছে······

বাণীকণ্ঠ—নিশ্চয়ই ছোট-বৌমা······

মিঃ রয়—বীণা তো কোনো জমিদারের মেয়ে নয়? এ মেয়ে বীণা হবে কেন ?

বাণীকণ্ঠ—(সাবেগে) আমার বোনের জাতমানরক্ষার জন্যেই সে জমিদারের মেয়ে সেজেছে। নিজের সর্ব্বনাশ ক'রে মৈথিলীকে বাঁচিয়েছে। এখুনি আমি বর্দ্ধমান যাবো—কখন গাড়ী আছে বল—নইলে একটা ট্যাক্সি—শীগ্‌গীর একটা ট্যাক্সি ঠিক করে দিবি—চল্······

দ্বিতীয় অঙ্ক

(পঞ্চম দৃশ্য)

স্থান—জমিদারের বৈঠকখানা

কাল—পূর্ব্বাহ্ন

দৃশ্য—নীলকণ্ঠ ও আতাখাঁ বসে ছিলেন।

নীলকণ্ঠ—কি উপায় করি বলো তো খাঁ সাহেব! কোথায় যে ছেলেটা গেল, ভেবে কোনো কূলকিনারা পাচ্ছিনে·· ···

আতাখাঁ—সে দিন তার কথা শুনে মনে হয়েছিল পাগলামো একেবারেই সেরে গেছে।

নীলকণ্ঠ—তাই তো দারোয়ানদের বলে দিয়েছিলাম—কেউ যেন আর বিরক্ত না করে। সব সময় সঙ্গে সঙ্গে না থাকে······

আতাখাঁ—আপনার বৌমা কি বলেন?

নীলকণ্ঠ—কিছুই বলেন না। তোমাকে কি আর বল্‌বো খাঁ সাহেব! সেই কবে বৌমা এখানে এসেছেন, আজ পর্য্যন্ত তার সঙ্গে একটু ভাল ব্যবহার করলে না। ছোট বৌমা ফিরে না এলে, সে নাকি তাঁকে বৌ বলেই স্বীকার করবে না······

আতাখাঁ—আচ্ছা খেয়ালী ছেলে তো!

নীলকণ্ঠ—কিন্তু আমার বৌমা বড্ড লক্ষ্মী মেয়ে। আজ ক'দিন ধরে শুধু কাঁদছেন। খাওয়া নেই, নাওয়া নেই, দিনরাত শুধু কেঁদেই বুক ভাসাচ্ছেন· ·আমি এখন কি উপায় করি?

আতাখাঁ—কলকাতায় কোনো খোঁজ করেছেন?

নীলকণ্ঠ—দু'জনা লোক পাঠিয়েছি—পাঁচখানা তার করেছি। আজ

খবরের কাগজেও বিজ্ঞাপন দেবার ব্যবস্থা করলাম। আর কি করবো বলো ?

(কেরামৎ আলির প্রবেশ)

কেরামৎ—সেলাম হুজুর !

নীলকণ্ঠ—এসো এসো কেরামৎ আলি, ব'সো··এতদিন হাজতে খুব কষ্ট পেয়েছে বোধ হয় ?

কেরামৎ—আর লজ্জা দেবেন না হুজুর ! আপনি যে আমার জন্যে দশ হাজার টাকার জামিনদার হবেন, সে কথা আমি ভাব্‌তেও পারিনি।

নীলকণ্ঠ—কেন ভাব্‌তে পারনি ? তোমরা অন্যায় করেছ ব'লে আমিও কি অন্যায় করবো ? আমার হেমকণ্ঠ ও বাণীকণ্ঠের মত—তোমরাও কি আমার সন্তান নও ?

(উত্তেজিত হেমকণ্ঠের প্রবেশ)

হেমকণ্ঠ—বাবা ! ওই গুণ্ডার সরদার কেরামৎকে তুমি জামিনে খালাস করেছ ! অতি বিনীতভাবে আজ সে তোমার সাম্‌নে এসে বসেছে। এ দৃশ্য আমার চোখে একেবারেই অসহ্য······

নীলকণ্ঠ—তুই কি বল্‌তে চাস্—কেরামৎ আর কখ্‌খনো আস্‌বে না আমার সাম্‌নে ? আমাদের প্রজা-মনিব সম্বন্ধ শেষ হয়ে গেছে ? জমিদারী আর বেশীদিন নেই তা' জানি। কিন্তু যে ক'দিন আছে—আমার কাছে তুইও যে, ওই কেরামৎও সে। অপরাধ করলে তোকে যদি ক্ষমা করি—কেরামৎকে কেন করবো না ?

হেমকণ্ঠ—কাল যারা তোমার মেয়েকে বেইজ্জৎ করেছে······

নীলকণ্ঠ—আঃ হেমকণ্ঠ ! চুপ কর্···

আতাখাঁ—আচ্ছা ছোটবাবু! কতকগুলো কাণ্ডজ্ঞানহীন—মূর্খলোক যে বিরোধ আর বিদ্বেষের আগুন জ্বালিয়েছে—আপনি কি চান্, তাকে বাবনের চিতার মতই স্থায়ী ভাবে জ্বালিয়ে রাখ্‌তে?

হেমকণ্ঠ—উপায় কি? ভারতেব কোনো এক ধর্ম্মসম্প্রদায় যদি এই ভাবে আত্মঘাতী হ'তে চেষ্টা ক'রে—কেউ তাদেব বাধা দিতে পারে না··

নীলকণ্ঠ—পাগলও আত্মঘাতী হ'তে চায় না হেমকণ্ঠ! তোদের সে ধারণা ভুল। সাম্রাজ্যবাদীবা ভারতেব মাটিতে এ অশান্তির বীজ পুতেছে সেই দিন—যেদিন ভাবতকে তাবা ভাগ করেছে—মুসলমান আর অমুসলমান হিসাবে। জাতীয়তার পরিপন্থী এই ভেদবুদ্ধিই করেছে ভারতকে সম্বিৎহারা আত্মঘাতী

আতাখাঁ—অতো বড়ো বড়ো কথা বুঝিনা হুজুর! মাত্তর একটি কথা ছোটবাবুকে আমি জিজ্ঞাস্ করতে চাই। আমরা যে আমাদের কত বড় সর্ব্বনাশ করছি—তা' আমরা কেন বুঝিনা, বল্‌তে পারেন? আমাদের এ অশিক্ষা ও মূর্খতার জন্যে দায়ী কে?

হেমকণ্ঠ—দায়ী গবর্ণমেণ্ট·····

আতাখাঁ—কখ্‌খনো না, দায়ী আপনারা—শিক্ষিতরা! আপনাদের হাজার হাজার গরীব মুসলমান প্রজা আছে। তাদের ক'জনকে আপনি চেনেন? ক'জনের সুখদুঃখের খবর রাখেন? দিয়েছেন কখনো কোনো নোংরা চাষার বাড়িতে পায়ের ধূলো? শিক্ষিতের সঙ্গে মেলামেশার সুযোগ পেলে, কখ্‌খনো আমরাও এত অশিক্ষিত থাকতাম না······

হেমকণ্ঠ—আপনাদের মধ্যে শিক্ষিতের সংখ্যা এখন অনেক বেড়ে গেছে······

আতাখাঁ—সে সর্ব্বনাশা বিলিতি-শিক্ষার কথা তো আমি বল্‌ছি না! আপনার বাপ-ঠাকুরদা আমাদের বাড়িতে যেতেন। ভক্তিযুক্ত ভাবে

আমরা জমিদারকে দিতাম নজরানা। তাঁকে ঘিরে ব'সে জানাতাম আমাদের অভাব-অভিযোগের কথা। আপনার বাবা আমাকে ভালবাসেন, আমিও তাকে ভক্তি করি। আপনার বাবা বলেন—হিন্দু-ধর্ম্মের কথা আমি বলি মুশলমান-ধর্ম্মের কথা। এই ভাবে আমাদের পরস্পরের মধ্যে ভাবের আদান-প্রদান ঘটে। বাইরের কেউ এসে আমাদের এ মন ভাব খারাপ ক'রে তুল্‌তে পারে না—হুজুর! পারে?

নীলকণ্ঠ—কথ্‌খনো না……

আতাখাঁ—কিন্তু ছোটবাবু! আপনি কি চেনেন আমার মনসুরকে? জানেন—সে কি ভাবে, কি করে? দেখেছেন তাকে কখনো? সে বিএ, আপনি এমএ। আপনারা দুইজনেই বলেন দেশের কথা, অথচ দেশের নাড়ীর সঙ্গে আপনাদের কোনো যোগ নেই। আপনাদের শিক্ষা বিলিতি, চিন্তা বিলিতি, কাজ বিলিতি। তাই তো বিলিতি জোচ্চুরির ঘোলায় প'ড়ে হাবুডুবু খাচ্ছেন। দেশ-সেবার নামে স্বার্থবুদ্ধি নিয়ে উঠেছেন মেতে—তাই—যা' করতে যাচ্ছেন, তাতেই হচ্ছে দেশের সর্ব্বনাশ!

হেমকণ্ঠ—দেশের এ সর্ব্বনাশের জন্যে দায়ী লীগ্‌!

আতাখাঁ—মনসুর বল্‌ছে—দায়ী কংগ্রেস! আমরা লীগও বুঝিনা, কংগ্রেসও বুঝি না। আমরা বুঝি আমাদের অন্ন-বস্ত্র আর জাত-মানের কথা। কেউ যদি একমুঠো ভাত আর একখানা গামছা দেখিয়ে আদর ক'রে ডাকে—অম্‌নি ছুটি তার পিছনে-পিছনে। কেউ যদি ভয় দেখিয়ে বলে 'এবার তোর জাত মরবে, মান যাবে'—সোজা হয়ে দাঁড়াই লাঠি নিয়ে। লীগ—কংগ্রেসর বিলিতি-বাক্‌চাতুরী বুঝ্‌বার মত বিদ্যেবুদ্ধি যদি থাকতো আমাদের—তাহলে কেন মরবো পরস্পরের মাথা ভেঙে?

হেমকণ্ঠ—আপনি যাই বলুন খাঁ সাহেব! ঐ নিমকহারাম কেরামৎ আলিকে সহ্য করা কোনো মানুষের পক্ষেই সম্ভব নয় ·····

আতাখাঁ—আপনি জানেন এই কেরামৎ আলি কে? ওর বাবা নেয়ামৎ আলি আপনাদের জমিদারীর স্বার্থরক্ষার জন্য—শিবরামপুরের মাঠে চৌধুরীবাবুদের বিরুদ্ধে দাঙ্গা লড়েছিল। পাঁচটা খুনও করেছিল। শেষ পর্য্যন্ত ফাঁসি-কাঠে নিজের জানটা দিয়েছিল—আপনাদের জন্যে।

হেমকণ্ঠ তাঁর ছেলে তো ওই নেমকহারাম কেরামৎ?

আতাখাঁ-সেই কথাই তো বল্‌ছি। নেয়ামতের মত কেরামতও জানে না নাম-দস্তখত করতে! মনসুর এসে ওর মাথায় একটা লীগের টুপী পরিয়ে দিয়ে বলে গেল, জমিদারের মাথা ভাঙ্‌—ও ভেঙেছে। আবার আপনি ওর মাথায় একটা কংগ্রেসের টুপী পরিয়ে দিয়ে বলুন—আতাখার মাথা ভাঙ্‌—ও ভাঙ্‌বে। মোটের উপর ও লোকটা যখন যাকে হুজুর মনে করে—তখন তার হুকুম তামিল করে। কোনো—গোলামের পক্ষে এটা কি একটা অপরাধ? পারেন যদি ওর গোলামি দূর করুন। শিক্ষাদীক্ষা দিয়ে ওকে মানুষ করুন·····

(দারোগার প্রবেশ)

দারোগা- নমস্কার, নীলকণ্ঠবাবু······

নীলকণ্ঠ—নমস্কার, বসুন ·····

দারোগা বস্‌বো না। একটা বিশেষ জরুরী কাজে এসেছি।

নীলকণ্ঠ কি, বলুন ·····

দারোগা এখুনি আপনি বা হেমকণ্ঠবাবু একজন থানায় চলুন আমার সঙ্গে।

নীলকণ্ঠ—কেন?

দারোগা—কালরাত্রে বস্তায় বাঁধা একটা ডেড্‌বডি পাওয়া গেছে। আইডেন্‌টিফিকেশান্ হচ্ছে না। কেউ কেউ বল্‌ছে—বডিটা নাকি আপনার বড় ছেলের ······

নীলকণ্ঠ– বলেন কি আমার বাণীকণ্ঠ খুন হয়েছে? কে তাকে খুন করলে?

দারোগো—আইডেন্‌টিফিকেশান্ না হওয়া পর্যন্ত সে কথা ঠিক্ বলা যাচ্ছেনা······

নীলকণ্ঠ—হা ভগবান্! চলুন, চলুন, একবার দেখে আসি···

(উভয়ের প্রস্থান)

হেমকণ্ঠ – শুনুন্ খাঁ সাহেব! এখানকার কম্যুনাল-ডিস্‌টারবেন্সের রীং-লীডার হচ্ছে ওই কেরামৎ আলি। সত্যিই যদি আমার দাদা খুন হ'য়ে থাকেন, তাহলে আমি ওকে একটা কুকুরের মত গুলি করে মারবো···

কেরামৎ – বন্দুকের বড়াই করবেন না ছোটবাবু, আমরাও দু'চারটে জোগাড় করেছি··· ···

আতাখাঁ—আঃ থামো কেরামৎ! আচ্ছা ছোটবাবু! আপনার উদ্দেশ্য কি? আপনি কি চান্ না যে, দেশ থেকে এই সাম্প্রদায়িক অশান্তি দূর হয়?

হেমকণ্ঠ—কেন চাইবো না?

আতা খাঁ—এখনো লাশ সনাক্ত হয়নি! বাণীকণ্ঠবাবু মারা গেছেন কিনা, তাও ঠিক নেই। অথচ আপনিও রুখে উঠ্‌লেন কেরামতের উপর, কেরামতও রুখে উঠ্‌লো আপনার উপর। ধৈর্য্য আর সহ্য হারিয়ে আপনারা যদি এই ভাবে রোখারুখি চালান—তাহলে ওরাও কবর

যুড়তে থাকুক, আপনারাও জ্বালানি কাঠ জোগাড় করতে থাকুন···এসো কেরামৎ !

(উভয়ের প্রস্থান)

(বড়বৌয়ের প্রবেশ)

বড়বৌ—কি শুন্‌ছি ঠাকুরপো ?

হেমকণ্ঠ—তোমার কাছে কতগুলো কার্টিজ আছে বৌদি ?

বড়বৌ—অনেক গুলো। কেন ?

হেমকণ্ঠ—দরকার আছে

বড়বৌ—না, আর কার্টিজের দরকার নেই। সব কার্টিজ জলে ফেলে দিয়ে—মাত্তর একটি রাখ্‌বো আমার নিজের জন্যে ·

হেমকণ্ঠ কী আশ্চয্য ! এখনো তো দাদার মৃত্যু সংবাদ নিশ্চয় হয়নি ? কেন তুমি এত উতলা হচ্ছো বৌদি ! তোমরা শুধু মরতেই জানো। বীণা মরেছে, তুমিও মরবে ?

বড়বৌ। যে দেশের পুরুষগুলো কুকুরশেয়ালেরও অধম হয়ে উঠেছে—মা-বোনের জাতকে পথে-ঘাটে পশুর মত নির্য্যাতন করছে—সে দেশ ধ্বংস হ'য়ে যাবে ! এ রক্তপাত থামাও ঠাকুরপো ! এ রক্তপাত থামাও ·····

হেমকণ্ঠ—এ উপদেশ লীগমেম্বরদের কাছে গিয়ে প্রচার করো· ··

বড়বৌ—কেন ? তুমি কি বল্‌তে চাও—সে বিষয়ে তোমরাও তাদের চেয়ে কিছু কম যাচ্ছ ? তুমি গোপনে গোপনে যা' করছো—তা সবই আমি জানি······

হেমকণ্ঠ—কি জানো ?

বড়বৌ—কাল তোমার অনুচরদের নিয়ে চিলে-কোঠায় ব'সে কি পরামর্শ করেছ ? এদেশে আবার আগুন জ্বাল্‌তে চাও ?

হেমকণ্ঠ—বৌদি ? বীণার শোক আমি ভুলবো না, ভুলতে পারবো না। তার জন্যে আমার বুকে যে কী হাহাকার জেগেছে তা' তুমি জানো না বৌদি ! আমার প্রত্যেকটি রক্তবিন্দু, প্রতিশোধ নেবার জন্যে পাগল হয়ে উঠেছে ! বীণার মত মেয়ে তুমি কোথাও দেখেছ বৌদি ?

বড়বৌ—সত্যিই যদি বীণাকে তুমি এত ভালবাসো, তা'হলে তার এ আত্মনিবেদনের মর্য্যাদা নষ্ট করো না, শান্তির তাজমহল গড়ে তোলো ! রক্তের উত্তেজনা আর বাড়িও না ঠাকুরপো—এ রক্তপাত থামাও !

(রতনের প্রবেশ)

রতন—ছোটবাবু ! 'তার' এসেছে·····

হেমকণ্ঠ—কে তার করলে ? দে ·····

(কভার ছিঁড়ে টেলিগ্রামটা পড়তে পড়তে আনন্দে আত্মহারা হল)

বৌদি ! কলকাতা থেকে দাদা তার করেছে—বীণাকে নিয়ে ভোর পাঁচটায় এসে পৌঁছবে এখানে·· ···

বড়বৌ (উৎফুল্ল ভাবে) তাই নাকি ? টেলিগ্রামটা একটু দেখি ঠাকুরপো······রাধামাধব ! রাধামাধব !

(চোখমুছল)

হেমকণ্ঠ—রতন ! এই টেলিগ্রাম নিয়ে শীগগীর ছুটে যা থানায়—বাবাকে দিবি······

(রতনের প্রস্থান)

যাই মৈথিলীকে খবরটা জানিয়ে আসি······

বড়বৌ—রাধামাধব ! প্রেমের ঠাকুর ! এ রক্তপাত থামাও—মানুষকে সুবুদ্ধি দাও······

দ্বিতীয় অঙ্ক

(৬ষ্ঠ দৃশ্য)

স্থান—জমিদাব-বাড়ীব দিক্‌কাব পথ· · ·

কাল—অপবাহ্ণ

দৃশ্য—একজন ফকিব গান ক'বে চলে গেল।

(গান)

আল্লা আমার হবেরে কোন্ গতি ?
আমার দেহেব মধ্যে আছেরে ছয় জনা।
সেই ছয় জনার হয় ছয় মতি—রে আল্লা।
কামের জ্বালা, ক্রোধের জ্বালা—
ছয় রিপুব জ্বালায় ঝালাপালা—
জ্বালাব দাওয়াই—জানে খোদাতালা—
খোদা পবম-দয়াল ! জগৎ-পতি।

(সম্মুখে আতাখাঁ ও তাঁর পিছনে কেরামৎ ও মনসুর এবং জমিদারের বহু মুসলমান প্রজা প্রবেশ কবলো।)

কেরামৎ—খাঁ সাহেব ! মনসুর বল্‌ছে—জমিদার-বাড়ীতে আজ আমাদের যাওয়া উচিত নয়······

আতাখাঁ—(ফিরে) কেন মনসুর ?

মনসুর—জমিদাব তো আমাদের ডাকেননি ? বিনা আহ্বানে, বিনা নেমন্তন্নে, কেন আমরা তাঁর ওখানে যাব ?

আতাখাঁ—যেদিন তাঁর বাড়ীটা লুট্ করতে গিয়েছিলে সেদিন কি তিনি ডেকে ছিলেন ? এ ভদ্রতা-বোধ সেদিন ছিলো কোথায় ?

কেরামত—সে সব কথা আর কেন তুল্‌ছেন? আজ আমরা অনুতপ্ত……

আতাখাঁ—সত্যিই যদি অনুতপ্ত হও, তা'হলে আর কোন লৌকিকতার প্রশ্ন তুলো না। একদিন গিয়েছিলে রক্তের উত্তেজনা নিয়ে, আজ চলো প্রাণের আবেগ নিয়ে…নিষ্পাপ ও নিষ্কলঙ্ক হবার জন্যে……

ফনস্থর—হেমকণ্ঠবাবু যদি বন্দুক নিয়ে ছুটে আসেন আমাদের অভ্যর্থনা করতে?

আতাখাঁ—আমার বুকটা তো থাক্‌বে তোদের সকলের আগে? শোন মনস্থর! শোন কেরামৎ! আজ চোদ্দই আগষ্ট, কাল পনরই আগষ্ট, স্বাধীনত-উৎসব! বাংলার হিন্দু ও মুসলমান গত একটি বছর যত পাপাচার করেছে—তা' যদি আজ তারা চোখের জলে ধুয়ে মুছে পবিত্র হ'তে না পারে - তা'হলে এ উৎসব মিথ্যে, লোক-দেখানো ভণ্ডামি! আর স্বাধীনতার মানে হবে একটা নির্ম্মম পরিহাস! জগতের লোক হাস্‌বে।

মনস্থর - তোমরা যাও কেরামৎ। আমি যাবো না……

আতাখাঁ—তোকে যেতেই হবে মনস্থর! নইলে আমি ছাড়বো না·

মনস্থর—আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে…

আতাখাঁ—তোমার ইচ্ছায় একদিন যাঁরা জমিদার-বাড়ী লুট করতে এসেছিলো—তাদের ইচ্ছার কাছে আজ তুমি মাথা নোয়াবে। যাদের উত্তেজনার নেতৃত্ব করেছিলে, তাদের অনুতাপের নেতৃত্ব কেন করবে না মনস্থর?

(নীলকণ্ঠের প্রবেশ)

নীলকণ্ঠ—এই যে খাঁ সাহেব! এসো, এসো, আমি তোমাদের ওদিকেই যাচ্ছিলাম।

আতাখাঁ—মনসুরের বড্ড লজ্জা করছে আপনাকে মুখ দেখাতে· …

নীলকণ্ঠ—সে কি কথা মনসুর! খাঁ সাহেবের ছেলে তুমি—তোমার বাবা আমার পরম বন্ধু—আমার মাতব্বর প্রজা!

আতাখাঁ—সেইখানেই তো হয়েছে মনসুরের মুস্কিল! সে যতখানি নেমকহারামি করেছে -ওর বাবা—কেন ততখানি করতে পারছে না? বলুন হুজুর?

নীলকণ্ঠ—না, না, তুমি ওকে আর লজ্জা দিওনা খাঁ সাহেব! (আদর করলেন)

আতাখাঁ—আমি চোখের জল চাপ্‌তে পারছি না হুজুর! ওকি জানে না যে, ও বি, এ, পর্য্যন্ত পড়েছিলো কার সাহায্যে? ওর গরীব বাবার কি সাধ্য ছিল যে দুটো ছেলেকে এক সঙ্গে কলেজে পড়াতে পারে? এমন ভাল জমিদার আপনি যে—কোন দিন কোন পাইক বরকন্দাজ যায়নি প্রজাদের বাড়ীতে, খাজনা আদায়ের তাগিদ দিতে

নীলকণ্ঠ—সে সব কথা এখন থাক খাঁ সাহেব! আচ্ছা মনসুর! তুমি কেন যেতে চাওনা জমিদার-বাড়ীতে? জমিদারের অপরাধ কি?

মনসুর—জমিদার তো আমাদের নেমন্তন্ন করেন নি? আমরা কি কাঙালী?

নীলকণ্ঠ—হ্যাঁ, একথা মনসুর বল্‌তে পারে। আচ্ছা আজ তোমরা ফিরে যাও। উৎসব তো কাল? তার আগে যথারীতি নেমন্তন্ন করবো।

আতাখাঁ—হুজুর!

নীলকণ্ঠ—না, না, আর কোন কথা নয় খাঁ সাহেব। মনসুরের এ অভিমান খুবই স্বাভাবিক—আমি ত্রুটি স্বীকার করছি। তোমার মনসুর জানে না যে আমি কাঙালের চেয়েও কাঙাল। আমার ধর্ম্ম, আমার

শিক্ষা, আমার সংস্কার হচ্ছে "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম।" আমার পাপে আমার প্রজাদের মধ্যে ব্রহ্মের যে রুদ্রমূর্ত্তি আজ জেগে উঠেছে, তাকে আমি নতি জানাচ্ছি···তিনি আমার পূজ্য—আমার প্রণম্য, আমিই অপরাধী।

(ভক্তিযুক্তভাবে প্রণাম ক'রে প্রস্থান)

আতা খাঁ—ওরে মনসুর। আমাদের জমিদার একটা দেবতার মত মানুষ। ওর বুকে ব্যথা দিলে খোদাতালা অসন্তুষ্ট হবেন। তোর মাথায় বজ্রাঘাত হবে—চল্···কাল সবাই এসে ওঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করব···

দ্বিতীয় অঙ্ক

(সপ্তম দৃশ্য)

স্থান—বারান্দা

কাল—রাত্রি

দৃশ্য—ব্যস্তভাবে নীলকণ্ঠ প্রবেশ কর্‌লেন

নীলকণ্ঠ - ওরে হেমকণ্ঠ! বাজনদাররা কেউ তো এখনো এলো না। ভোর পাঁচটায় ছোট বৌমা আর বাণীকণ্ঠ এসে পৌঁছবে। চারটে থেকেই যেন নহবৎ-বাজ্‌না স্বরু হয়। যাও, আবার লোক পাঠাও···

হেমকণ্ঠ—ব্যস্ত হয়ো না—তারা ঠিক সময়েই আস্‌বে।

নীলকণ্ঠ—আচ্ছা, আচ্ছা, (যেতে যেতে ফিরে) এই যা, আসল কথাটাই তো ভুল হয়ে গেল। তোকে যে এখুনি একবার বেরুতে হবে খাঁ সাহেবের সঙ্গে···

হেমকণ্ঠ—কোথায়?

নীলকণ্ঠ—কালই স্বাধীনতা-উৎসব। বৌভাতেরও আয়োজন করেছি। ম্যানেজারকে অর্ডার দিয়েছি 'খা-চাই' মিষ্টান্নের ব্যবস্থা করতে। পরগণার প্রত্যেক মাতব্বর প্রজাদের বাড়ীতে একবার যে তোকে যেতেই হবে, নেমন্তন্ন করবার জন্যে······

হেমকণ্ঠ—আমি পারব না······

নীলকণ্ঠ—কেন হেমকণ্ঠ? আতাখাঁ যাবেন তোর সঙ্গে। তুই শুধু গলায় বস্ত্র নিয়ে, জোড় হাতে দাঁড়িয়ে থাকবি। যা-কিছু বল্‌তে হবে - খাঁ সাহেবই বল্‌বেন······

হেমকণ্ঠ—ওই সব নেমকহারাম গুণ্ডাদের কাছে গিয়ে আমি দাঁড়াব জোড় হাতে?

নীলকণ্ঠ—আমার বাবার শ্রাদ্ধের সময় আমি দাঁড়িয়েছি। আমার ঠাকুরদাদার শ্রাদ্ধের সময়—আমার বাবা দাঁড়িয়েছেন। আমার শ্রাদ্ধের সময় তুমি দাঁড়াবে না কেন? হাত-জোড় না করলে কি নেমন্তন্ন করা হয়? গরীব প্রজাই হোক আর বড় লোক প্রতিবেশীই হোক শিষ্টাচার ও সহৃদয়তা সবারই প্রাপ্য। সবিনয়ে যে নেমন্তন্ন না করে তার অন্ন পিশাচেও খায় না। তোমরা শুধু বন্দুক নিয়ে প্রজা-বাড়ী যেতে চাও কি না, তাই তারাও আজ ছুরি শানাচ্ছে—তোমাদের অভ্যর্থনা করবার জন্যে· ··

হেমকণ্ঠ—বড়দা তো কাল ভোরেই এসে পৌছবে? প্রজাদের নেমন্তন্নের ভারটা তাকে দিও··· ·

নীলকণ্ঠ—না, না, তোকেই যেতে হবে। তোর ওই শক্ত ঘাড়টা একটু নরম করতে না-পারলে এখানে আবার একটা অনর্থ ঘটবার সম্ভাবনা আছে। আজ না যাস্—কাল যাবি। আমার আদেশ·····

হেমকণ্ঠ—প্রজাদের আদর-আপ্যায়ন জানাবার জন্যে এ অর্থব্যয় কেন? স্বাধীন ভারতে এ সব জমিদারী-ঠাট্ তো আর থাকবে না বাবা?

নীলকণ্ঠ—বলি স্বাধীন ভারতে বাপ-ছেলে সম্বন্ধটা থাকবে তো? আমাকে বাবা বলে ডাকবি তো রে? নিজেরাও বৌ-ছেলে নিয়ে সংসার ধর্ম্ম করবি তো? কী আশ্চর্য্য! এই যে বড় বৌমা! তোমার টেবিলের উপর দু ছড়া মুক্তোর মালা আর দু খানা শাড়ী রেখে এসেছি—দেখেছ?

(বড়বৌয়ের প্রবেশ)

বড়বৌ—হ্যাঁ, দেখেছি······

নীলকণ্ঠ—তোমাদের শাশুড়ীর আশীর্ব্বাদ। মরার আগে আমার হাত খানা ধরে বলেছিলেন তিনি—"বাণীকণ্ঠ আর হেমকণ্ঠের বৌকে

পরিও! আমি ওই নীল আকাশে বসে দেখ্‌বো।" লাল শাড়ীখানা পরাবে ছোট বৌমাকে, তুমি পরবে সবুজখানা। আর তোমাদের মাঝখানে আমার মৈথিলী দাঁড়াবে একখানা সাদা থান পরে। ওরে হেমকণ্ঠ! আমার দুই লক্ষ্মী বৌমা আর মেয়েকে দিয়ে আমি যে জীবন্ত জাতীয় পতাকা রচনা করবো—তার মূল্য তোর ও হুজুকে-পতাকার চেয়ে ঢের বেশী...... (চোখ মুছিয়া প্রস্থান)

বড়বৌ—সত্যি ঠাকুরপো! মার আশীর্ব্বাদী লাল-সবুজ শাড়ী পরে আমরা দুই বোন যখন দাঁড়াব, তখন তার মাঝখানে একখানা সাদা থান পরে মৈথিলী দাঁড়ালে—আমরাই কি হবো না ভারতীয় স্বাধীনতার প্রতীক?

হেমকণ্ঠ—ও সব কাব্য ভাল লাগ্‌ছেনা বৌদি! টেলিগ্রামের পর দাদার একখানা চিঠি পেয়েছি—

বড়বৌ—কি লিখেছেন তিনি?

হেমকণ্ঠ—পাঞ্জাবে যাবার পথে গুণ্ডাদের হাত থেকে বাঁচ্‌বার জন্যে বীণা নাকি গাড়ী থেকে লাফিয়ে পড়েছিল। দু'দিন অজ্ঞান অবস্থায় হাসপাতালে ছিল। তারপর জ্ঞান হয়েছে বটে, কিন্তু ভুল বকছে। সামান্য উত্তেজনায় রেগে যাচ্ছে বা কেঁদে ফেল্‌ছে—বোধ হয় মাথায় খুব বেশী চোট্‌ লেগেছে...

বড়বৌ—তা হোক্‌। সে যে বেঁচে আছে—ঠাকুরপো! সেই ঢের। আমাদের সঙ্গে দেখা হলেই মাথার গণ্ডগোল সেরে যাবে—সেজন্যে তুমি কিছু ভেবোনা। রাত তো অনেক হয়ে গেল—ষ্টেশনে কে যাবে?

হেমকণ্ঠ—বাবা নিজেই যাবেন। উত্তেজনা যেরূপ বেড়েছে, তাতে ভোর পাঁচটা পর্য্যন্ত হৈ হৈ করে বেড়াবেন তাতে কোন সন্দেহ নেই...

(নীলকণ্ঠের প্রবেশ)

নীলকণ্ঠ—বলি তোরা কি সারারাত জেগে থাকবি? একটুও শোবিনে? অসুখ করবে যে······

বড়বৌ—আপনিও তো জেগে আছেন?

নীলকণ্ঠ—হ্যাঁ, তাতো আছি। কি করবো? চোখ বুজে বিছানায় পড়ে থাকলেই কি ঘুম হয়? বলি বাজনদাররা কি এখনো এলোনা?

হেমকণ্ঠ—তারা রাত বারোটার সময় এসে নহবতে উঠবে নাকি?

নীলকণ্ঠ—এখুনি এসে প্রভাতী আলাপ করুক না?

হেমকণ্ঠ—রাত বারোটায় প্রভাতী?

নীলকণ্ঠ—তা' ছাড়া আর উপায় কি? তোদের জাগরণের ক্লেশটা তো একটু কমবে? আমি যাই ষ্টেশনে ওয়েটিং রুমে বসে থাকি ··

(প্রস্থান)

হেমকণ্ঠ—আমিও যাই বৌদি! ঘুমিয়ে নিগে······

বড়বৌ—ঘুমুতে পারবে?

হেমকণ্ঠ—চেষ্টা করে দেখি······তুমিও ঘুমোওগো······

(প্রস্থান)

ধীরে ধীরে আলো নিভে গেল। অন্ধকার হইল। চারিদিকে নিস্তব্ধতা বিরাজ করতে লাগল। সেই অন্ধকারে আকাশের দিকে চেয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল বড়বৌ। ধীরে ধীরে মৈথিলী এসে কাছে দাঁড়াল। পূর্ব দিকে ভোরের আলো দেখা যাচ্ছিল। নহবৎ বেজে উঠলো)

মৈথিলি—বৌদি! তুমি কি সারারাত একটুও ঘুমোওনি?

বড়বৌ—না মৈথিলী আমার ঘুম পায় নি······

মৈথিলী—ছোট বৌদির নাকি মাথা খারাপ হয়ে গেছে?

বড়বৌ—হ্যাঁ,—তাইতো শুন্‌ছি

(মোটরের শব্দ শোনা গেল, বড়বৌ ও মৈথিলী উদ্‌গ্রীবভাবে উঁকি দিতে লাগ্‌ল)

বড়বৌ —ওই যে বীণা এসেছে, বীণা এসেছে

(বড়বৌ ছুটে গেল)

(চোখ মুছ্‌তে মুছতে নীলকণ্ঠ প্রবেশ করলেন)

মৈথিলী —বাবা ! তুমি কাঁদছ কেন ? কেঁদনা, কেঁদনা

(বড়বৌ বীণাকে ধরে আনছিল)

বীণা —আঃ ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও, আমি যাবনা। উঃ! এখানে কী দুর্গন্ধ ! মানুষগুলো মরে পচে উঠেছে—তবু তাদের কেউ পোড়াবে না, বা কবর দেবে না ? একী অদ্ভুত দেশ ?

(নহবৎ বাজ্‌না থেমে গেল)

বড়বৌ বীণা ! লক্ষ্মী বোন্

বীণা—হিহিহিঃ (খুব খানিকটা হাসল) পাকিস্থান আর হিন্দুস্থান। যেখানে মা-বোনের ইজ্জৎ নেই—সে তো পিশাচের স্থান। মড়ার মাথা নিয়ে সেখানে তো মারামারি করে, শেয়াল কুকুর আর শকুন! মানুষ কৈ ? তোমরা কারা ?

নীলকণ্ঠ —বৌমা। তোমার এই বুড়ো ছেলেটার মুখের দিকে একবার চাও। তোমাকে আমি চিন্‌তে পারিনি—অনুতাপে আমার বুকটা জ্বলে যাচ্ছে

বীণা—তুমি তো রাবণ-রাজা ? সীতাকে মুক্তি দেবে কি না বলো, নইলে তোমার সোনার লঙ্কা পুড়িয়ে ছারখার ক'রে দেবো ·····

বড়বৌ—আয় বীণা ! আমরা শ্বশুরকে প্রণাম করি······

বীণা—কাকে প্রণাম করবো ?

বড়বৌ—শ্বশুরকে…

বীণা—হ্যাঁ, হ্যাঁ মনে পড়েছে—আমাব শ্বশুর—আমাকে যিনি বড্ড ঘেন্না করতেন, বৌমা বলে একবারও ডাকতেন না…(কাঁদিল)

নীলকণ্ঠ—বৌমা ! বৌমা ! আমাকে আর শাস্তি দিওনা। আমি স্বীকার করছি—তুমি আমার মা জগদম্বা, আব আমি তোমার ছেলে·

বীণা - জগদম্বা ! বেশ নামটি ! গাল ভরা নাম—জগদম্বা—হা-হা-হা-হা……তবে তোমবা আমাকে বীণা বলে ডাকছো কেন ?

বাণীকণ্ঠ—বড়বৌ ! তোমবা ওকে এখন আর বিরক্ত করোনা। বাথরুমে নিয়ে গিয়ে খুব ভাল কবে স্নান করাও—মাথাটা ঠাণ্ডা হোক·

বীণা—শুনলে দিদি, মাথা-খারাপ দাদাব কথা ? আমার মাথা যদি গরম হতো—তাহলে তো আমি চীৎকার করতাম ! গান গাইতাম না

জাগো গো—জাগো গো—জননী !
তুই না জাগিলে শ্যামা !
কেউ তো জাগিবে না মা—
তুই না নাচালে কারো নাচেনা তো ধমনী…

(বড়বৌ বীণাকে লইয়া গেল মৈথিলীও সঙ্গে গেল)

বাণীকণ্ঠ—হাসপাতালের ডাক্তাররা বলেছে কোন ভয় নেই। রক্তের চাপ লেগে হঠাৎ মাথাটা যেভাবে বিগড়েছে—ঠিক সেইভাবেই হঠাৎ ভাল হ'য়ে যাবে…

নীলকণ্ঠ—তাই হোক্ মা-জগদম্বা তাই করুন…

বাণীকণ্ঠ - বাবা। হেমকণ্ঠ কোথায় ?

নীলকণ্ঠ—ঘুমুচ্ছে কত ডাকলাম উঠলো না…

বাণীকণ্ঠ—তাহলে ঘুমুচ্ছে না, জেগেই আছে। আমি যাই তাকে ডেকে আনি। ডাক্তাররা বলেছেন—খুব বেশী ভালবাসার পাত্র যে—সে একটু আদর-যত্ন করলেই শীগ্‌গীর সারবে— (প্রস্থান)

(আতাখাঁর প্রবেশ)

আতাখাঁ—আপনার ছোট বৌমাকে একবারটী দেখ্‌তে এলাম হুজুর! আমি ঠিকই জানতাম ও দশহাতওয়ালা মেয়ে একদিন নিশ্চয়ই ফিরে আস্‌বেন……

নীলকণ্ঠ - ফিরে এসেছেন বটে কিন্তু

আতাখাঁ—কিন্তু কি ?

নীলকণ্ঠ—মাথা ঠিক্ নেই। আমাদের কাকেও চিন্‌তে পারছেন না! মাঝে মাঝে একটু জ্ঞান হচ্ছে বলে মনে হয়—পরক্ষণেই আবার যা'তাই··চলো খাঁ সাহেব! আমরা বাইরের ঘরে গিয়ে বসি।

আতাখাঁ—খোদা তাকে ভাল করুন··

(উভয়ের প্রস্থান)

দ্বিতীয় অঙ্ক

(অষ্টম দৃশ্য)

স্থান—উৎসব-মণ্ডপ

কাল—পূর্ব্বাহ্ন

দৃশ্য—হেমকণ্ঠ ছেলে-মেয়েদের সঙ্গে নিয়ে জাতীয়পতাকায় সভামণ্ডপ সাজাচ্ছিল। দেশ নেতাদের প্রতিকৃতি-পুষ্পমাল্যে ভূষিত করছিল। নীলকণ্ঠ প্রবেশ করলেন।

নীলকণ্ঠ—না, না। তোমাদের এ আয়োজন মিথ্যে, যদি আমার মুসলমান প্রজারা এসে এই স্বাধীনতা-উৎসবে যোগদান না করে। ভারতের স্বাধীনতা, একা হিন্দুরও নয়, একা মুসলমানেরও নয়। চল্লিশ-কোটী হিন্দু-মুসলমানের জীবন-মরণ সমস্যার সমাধান এই স্বাধীনতার স্বপ্ন। ওরে হেমকণ্ঠ তুই আর একবার যা

হেমকণ্ঠ—এমন ভাবে তুমি আর কতবার আমাকে অপমানিত করতে চাও বাবা?

নীলকণ্ঠ—না, না, তোকে আর যেতে হবে না। ওই যে তারা আস্‌ছে। কিন্তু, আতাখাঁ আর মনসুর কই কেরামৎ?

(আতা খাঁ ও মনসুরের প্রবেশ)

আতা খাঁ—এই যে হুজুর—আমরাও এসেছি। যা' মনসুর, হুজুরের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কর। (বীণা, বড়বৌ ও মৈথিলীর প্রবেশ)

বীণা—আঃ ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও, কী সব বাজে বক্‌ছো? জাত কোথায় তার ঠিক্ নেই, তার আবার জাতীয়-পতাকা! জাত-বেজাতের কথা নিয়ে যারা মারামারি কাটাকাটি ক'রে মরছে—তাদের আবার পতাকার দাবী কি?

বড়বৌ—ভারতবাসীর এ ভুল একদিন নিশ্চয়ই ভাঙ্‌বে বীণা! তুই শান্ত হ··

বীণা—না, না, আমি জান্‌তে চাই—কেন এমন হ'লো? এ আগুন কে জ্বেলেছে, কেন জ্বেলেছে? হাজার হাজার প্রাণ নিয়ে এ ছিনিমিনি খেলার কী প্রয়োজন ছিলো? অসহায় মা-বোনের উপর এ নির্য্যাতনের জন্য দায়ী কে? এত বড় একটি দুর্ঘটনাকে সামান্য ভুল বলে উড়িয়ে দিলে তো চল্‌বে না? (কাঁদিয়া ও চীৎকার করিয়া) আমার এ লাঞ্ছনার জন্য দায়ী কে? আমার এ নির্য্যাতনের, আমার এ অপমানের কৈফিয়ৎ চাই—নতুবা মাথার চুল ছিঁড়বো, বুক চাপ্‌ড়ে আর্ত্তনাদ করবো।

(হেমকণ্ঠ ছুটে এসে ধরল)

হেমকণ্ঠ—বীণা। শান্ত হও—লক্ষ্মীটী আমার

বীণা—(কিছুক্ষণ মুখের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে) কৈফিয়ৎ দেবে? দিতে পারবে?

বাণীকণ্ঠ—কিসের কৈফিয়ৎ বৌমা?

নীলকণ্ঠ—বলো--বলো—কিসের কৈফিয়ৎ?

বীণা—কেন এমন হলো? এর জন্য দায়ী কে? আমি জান্‌তে চাই

বাণীকণ্ঠ—দায়ী ইম্পিরিয়ালিজম্—দায়ী ডাইহার্ড টোরী-গভর্ণমেণ্ট—দায়ী চার্চ্চিল আর তার চেলা-চামুণ্ডারা।

বীণা—কে তারা? কোথায় তারা? আমিতো তাদের চিনি না?

বাণীকণ্ঠ—এই শান্তির দেশে অশান্তির বীজ পোতা হয়েছিল একদিন কম্যুনাল-এওয়ার্ডের সঙ্গে, মণ্টেগু সাহেবের পৌরোহিত্যে। দুঃখ করো

না বৌমা! হয়তো এ রক্ত-মোক্ষণের প্রয়োজন ছিল—হয়তো তোমার এ নির্যাতনও নিরর্থক নয়। শান্ত হও বৌমা! হেমকণ্ঠকে আর উত্তেজিত করো না—এ রক্তপাত থামাও…

নীলকণ্ঠ—বৌমা! এই প্রলয়-পয়োধি-নীরে যিনি আজ ভাসছেন কেশবের মতো—যার মুখে একমাত্র মন্ত্র 'মা-হিংস', 'মা-হিংস'—শ্রদ্ধার সঙ্গে তাঁকে স্মরণ করো। সেই মহাত্মা গান্ধী ছাড়া আর কেউ তোমাকে কোনো সান্ত্বনার বাণী শোনাতে পারবে না। এ বিক্ষোভ শুধু বাংলার নয়, শুধু ভারতের নয়, সারা বিশ্বের। বিশ্ব-শান্তির জন্যেই আজ তোমাকে শান্ত হ'তে হবে বৌমা। তুমি যে মহাশক্তির অংশ! মহাকালী! মহারুদ্রী! শান্ত হও—শান্ত হও…বৌমা! শান্ত হও……

বড়বৌ—আয় বীণা আমার জীবন্ত জাতীয়-পতাকা রচনা করি।

(বড়বৌ—বীণাকে টেনে নিয়ে মৈথিলীকে মাঝখানে রেখে জীবন্ত জাতীয়-পতাকা রচনা করলো। মনসুর হেমকণ্ঠ কোলাকুলি করলো)।

সকলে গাইতে লাগ্‌লো—

বন্দে মাতরম্……

সুজলাং সুফলাং ইত্যাদি।

যবনিকা